5.5 VHP

ভূমিকা

সিদ্ধকাম সাধক মহাত্মা ৺পূর্ণানন্দের বংশধর নানাতন্ত্রনিষ্ণাত পণ্ডিতপ্রবর ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে তাঁহার বহু গবেষণার ফল এই "কৌলমার্গরহস্য" প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিলে সভার নিয়মানুসারে জনৈক সভ্য এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন যে, কবিসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে তিনিও তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে সেইরূপই ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। কথাটা তখন আমার মনে একটা বড় আঘাত করিয়াছিল, তাই দুঃখের সহিত প্রথমেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমাদিগের আধুনিক শিক্ষার ফল এইরূপই হইয়াছে যে, বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হইয়া আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রের অধিকারি-বিচার ও তাৎপর্য্য নির্ণয়ে শাস্ত্রানুসারে কোন প্রযত্ন না করিয়া পাশ্চাত্ত্যভাবেই অসংকোচে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেন না। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ে যে উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি উপায় নির্দ্ধারিত আছে[১], তাহাও অনেকেই জানেন না এবং তদনুসারে বিচার করিয়া শাস্ত্রার্থনির্ণয়েও তাঁহারা সমর্থ নহেন। সুতরাং শাস্ত্রব্যাখ্যাতা পূর্ব্বাচার্য্যগণের পাণ্ডিত্য এবং ব্যাখ্যাত তাৎপর্য্যও তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম হইয়া একেবারে শাস্ত্রের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হন। বিশেষতঃ আমাদিগের আলোচ্য তন্ত্রশাস্ত্র যে তর্কশাস্ত্রের ন্যায় মানুষের লৌকিক বুদ্ধিগম্য কোন বিচারশাস্ত্র নহে, ইহা সাধনশাস্ত্র,—সদ্গুরুর উপদেশ ব্যতীত ইহার কোন তত্ত্বই কেহ বুঝিতে পারে না, সুতরাং আমাদিগের লৌকিক বুদ্ধির দ্বারা ইহার উপরে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় না, ইহাও অনেকেই ভুলিয়া যান। তাই তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, উহাতে নানা প্রকার অনাচার ও ব্যভিচারের

১। উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, যত প্রকার জঘন্য বৃত্তি মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে, তাহাই তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উহা অশ্রদ্ধেয় অগ্রাহ্য। কেহ কেহ আবার আমাদিগের পুরুষপরম্পরা-সেবিত তন্ত্রশাস্ত্রকে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের রচিত ব্যভিচার-শাস্ত্র বলিয়াই বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমাদিগের তন্ত্রশাস্ত্র যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অনেকে জানেন না এবং জানিবার জন্য কোন প্রযত্নও করেন না। আমাদিগের এই তন্ত্রশাস্ত্র কিন্তু আমাদিগের শ্রুতিরই প্রকারবিশেষ। মহর্ষি হারীত বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকীতি চ।" মহামনীষী কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতিও ইহাই বলিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই তন্ত্রশাস্ত্রানুসারেই অধিকারি-ভেদে সাধনার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "প্রপঞ্চসার" তন্ত্রই এ বিষয়ে প্রমাণ। তিনি সর্ব্বপ্রকার উপাসকদিগেরই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তার জন্য ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। কারণ, সমস্ত উপাসকেরই উপাস্য সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। কিন্তু এখন অনেকে ঐ "প্রপঞ্চসার" গ্রন্থকে আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কোন পাশ্চাত্ত্য লেখক আচার্য্য শঙ্করকৃত ঐ "প্রপঞ্চসার" গ্রন্থের আর্থার এভেলন-লিখিত মুখবন্ধ মাত্র পড়িয়াছিলেন। ভক্তিতে ভক্ত কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়ে, আর্থার এভেলন সেইটী অতি সহৃদয়তার সহিত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থকার সেই বর্ণনাটী পড়িয়া লিখিয়াছেন যে, প্রপঞ্চসার ভ্রষ্ট (foul) গ্রন্থ। তিনি আমাদের অনেক ধর্ম্ম পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ঐ পুস্তকের সমালোচনা করিয়া কোন দোষই দেখিতে পান নাই এবং উহা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, রেভারেণ্ড হলাণ্ড সাহেব যে দাবী করেন,শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই মিসনরীদিগের পালিত পুত্র (foster-child), তাহা সত্য। আমাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, বিদেশী লোকে আমাদিগের নিন্দা করিলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস বা সামর্থ্য নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পাঠ্য পুস্তক আছে, উহা একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক

কথা বলিয়াছেন, যাহা বিদেশী বিরুদ্ধবাদী যাজকদিগের মুখেই শোভা পায়। আর তাঁহার জ্ঞানে সকল তন্ত্রের মধ্যে তোড়লতন্ত্রই অতিপ্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ। তোড়লতন্ত্রখানি যদি তিনি বুঝিতেন, তাহা হইলে জানিতেন যে, উহা একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমাত্র। এ সব বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে পাঠককে বিব্রত করা হয় আর নিজেও মনঃকষ্ট পাইতে হয়।

কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে, আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐরূপ গ্রন্থ রচনা অসম্ভব। অতএব ঐ গ্রন্থ তাঁহার রচিত নহে, উহা পরবর্ত্তী তান্ত্রিক, আসামের শঙ্করাচার্য্যের রচিত। ইহাঁর মতে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতজ্ঞান লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; তাঁহার সাধনার কোন আবশ্যক হয় নাই। আধুনিক পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। কিন্তু রাঘব ভট্ট, ভাস্কর রায়, লক্ষ্মীধর প্রভৃতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভাষ্যকারগণ প্রপঞ্চসার যে শঙ্করাচার্য্যকৃত, তাহা প্রতিপদে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের অনেকগুলি টীকা আছে। তাহার মধ্যে একটী শঙ্করশিষ্য শঙ্করপাদাচার্য্যকৃত। অপরটী বিদ্যারণ্যমুনি-প্রণীত। আর শঙ্কর নিজে ইহা যে তাঁহার প্রণীত, তাহা বলিয়া গিয়াছেন। একজন পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকারের মতে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিশেষ চিন্তাশীল (Serious) এবং তাঁহাদের কথাই তিনি গ্রহণ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল করিবার জন্যই কি আমাদের বালকদিগকে বৈজ্ঞানিক নিয়মে (Scientific method ?) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য বিদেশে যাইতে হয়? এই শ্রেণীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক পণ্ডিত মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণব তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুটা, কালী, দুর্গা প্রভৃতি বহু দেবতার উপাসনার বিধি আছে। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে বলেন যে, যে ব্যক্তি ইহার গ্রন্থকার, তিনি আপনাকে আচার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহার দুইটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি আর্থার এভেলনের তান্ত্রিক টেক্সট্ ও অপরখানি মাদ্রাজে প্রকাশিত। কিন্তু কোথাও গ্রন্থকার নিজের পরিচয় দেন নাই। তবে এ কথা সকলেই জানেন যে, আচার্য্যোক্তি বলিলে শঙ্করাচার্য্যের বচন বুঝায়। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত প্রপঞ্চসার তন্ত্র আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও তন্ত্রশাস্ত্র যে আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বে ছিল না অথবা শঙ্কর

উহা অপ্রমাণ বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চোপাসক সমস্ত সম্প্রদায়েরই উপাস্য সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তন্ত্রশাস্ত্র সেই ব্রহ্ম-দর্শনের পরম সহায়। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব শব্দ ব্রহ্মবাচক, কুল শব্দ ব্রহ্মবাচক—"কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।" ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ, তন্ত্রশাস্ত্রে এই কথা উক্ত হইয়াছে—"সগুণো নির্গুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।" অর্থাৎ শিব বা ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে জানা যায়। নির্গুণ শিবকে সারদাতিলক বলিতেছেন,—"নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ।" নির্গুণ শিব বা নির্গুণ ব্রহ্মকে নিষ্কল শিব বা নিষ্কল ব্রহ্মও বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, শিব যে অবস্থায় নিরুপাধিক, যে অবস্থায় তাঁহাকে উপনিষদে 'তৎ'শব্দে অভিহিত করে, যখন শক্তি বা প্রকৃতির বিকাশ হয় নাই, উহাই নিষ্কল বা নির্গুণ শিব। যখন ঐ নির্গুণ শিবের সিসৃক্ষা হইল, তখনই কলা বা প্রকৃতির উদ্ভব। ঐ কলা বা প্রকৃতি সত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থা। ঐ প্রকৃতি বা কলার সহিত মিলিত শিব বা ব্রহ্ম সগুণ বা সকল বলিয়া অভিহিত হন। এই অবস্থায় তিনি 'সঃ' শব্দে অভিহিত হন। শ্রুতির প্রথমে "তদৈক্ষত", পরে "স ঐক্ষত" ও "সা ঐক্ষত" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই সকল শিব না জানিলে নিষ্কল শিবকে জানিবার বিবেক উদ্ভব হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন,—

"অস্তি দেবঃ পরব্রহ্মস্বরূপী নিষ্কলঃ শিবঃ।
সকলঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বেশো নির্ম্মলোদয়ঃ॥
অনাদ্যবিদ্যোপহিতাঃ যথাগ্নৌ বিস্ফুলিঙ্গকাঃ।
সর্ব্বেপ্যুপাধিসংভিন্নাস্তে কর্ম্মভিরনাদিভিঃ॥
চতুর্ব্বিধশরীরাণি ধৃত্বা ধৃত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ব্রহ্ম এবং মানব জ্ঞানী হইলে তাঁহাতে লীন হন এবং এইরূপে তাঁহার মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। তন্ত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, মানবজীবন না পাইলে তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না।

ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।

এই তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে অর্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহারই বিধান তন্ত্রশাস্ত্রে

নিহিত আছে। তবে তন্ত্রোক্ত সাধনা কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, তন্ত্রের বচনের গূঢ়তত্ত্ব গুরূপদেশ বিনা বুঝিতে পারা যায় না আর বুঝিতে পারিলেও ঐ সাধনাতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার আছে কি না, তাহা সদ্‌গুরুর বিচারসাপেক্ষ। আরও তন্ত্রোক্ত বচনের অধিক কোন কোন তথ্য গুরূপদেশ বিনা সংগ্রহ হয় না। এই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন জ্ঞেয়ং শাস্ত্রকোটিভিঃ।"

মানুষের প্রকৃতি ও চিত্তবৃত্তি এক রকম নহে। কাহার পক্ষে কোন্ বিধান মঙ্গলদায়ক হইবে, তাহা গুরুই বিচার করিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে মূলতঃ মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে,—"ভাবস্তু ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।" দিব্য, বীর ও পশুভেদে মানুষ ত্রিবিধ। শাস্ত্র আরও বলিতেছেন যে,—

"দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।"

দিব্য ও বীরের পার্থক্য সম্বন্ধে এই শাস্ত্রে বিচার আছে। তাহার বিবরণ এখানে দিবার স্থান নাই। আর যাঁহারা পশু, তাঁহারা পশুবৎ জীবন যাপন করেন। পশুশব্দে পশুভাবগ্রস্ত মানুষ বলিলে কাহারও নিন্দা করা হয় না। পশু বলিলে কেহ বলিবেন যে, আমাকে Beast বলিতেছে, নরাধম বলিতেছে—তাহা নহে। পশুভাবাপন্ন মনুষ্য বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বৃত্তির উন্মেষ হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্রে সপ্তবিধ আচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। কাহারও মতে বেদ, বৈষ্ণব ও শৈবাচার পশুভাবের অন্তর্গত এবং দক্ষিণ, বাম ও সিদ্ধান্ত বীরভাবের অন্তর্গত। আবার কেহ বলেন যে, প্রথম চারিটী পশুভাবের অন্তর্গত এবং বাম ও সিদ্ধান্ত বীরভাবের অন্তর্গত। ইহাঁরা সভাববীর বলিয়া কোন শ্রেণী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বীর দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন। এবং যিনি কৌল, তিনি দিব্য, জীবন্মুক্ত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সপ্ত আচার আবার তন্ত্রশাস্ত্রে আধ্যাত্মিকতার সপ্ত অবস্থার সহিত মিলান হইয়াছে। ঐ সপ্ত অবস্থার নাম আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়ান্ত, উন্মনী ও অনবস্থ। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এই সাত অবস্থাকে সপ্ত জ্ঞানভূমিকা বলা হইয়াছে। যথা—শুভেচ্ছা বা বিবিদিষা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবিনী ও তুর্য্যগা। এখানে তন্ত্রে ও বেদান্তে এই

প্রভেদ যে, তন্ত্রে ভক্তিমার্গ দিয়া জ্ঞান পাইবার ব্যবস্থা এবং যোগবাশিষ্ঠ মতে জ্ঞানমার্গ দিয়া ভক্তি পাইবার ব্যবস্থা। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্তই বলিতে পারিলাম, ইহার অধিক বলিবার অবসর নাই। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

"ভাবত্রয়গতান্ দেবি সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ।
স জনঃ সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তঃ স এব হি॥"

যাঁহারা ইহার মর্ম্ম না বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চ ম-কার-তত্ত্ব লইয়া নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন। এই পঞ্চতত্ত্ববিষয়ক বিচার এই প্রবন্ধমধ্যে অতি সামান্যরূপেও আলোচনা করা অসম্ভব; তবে কিছু না বলিলেও নয়, সেই জন্য সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। এই পঞ্চ তত্ত্বকে, তন্ত্রশাস্ত্র স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর, এই তিন ভাবে দেখিয়া থাকেন। তান্ত্রিক সাধক এই পঞ্চতত্ত্ব শোধিত না হইলে কদাচিৎ গ্রহণ করেন না। আজকালকার কালে প্রথম চারিটী স্থূল ভাবে অশোধিত অবস্থাতে সকলেই যে গ্রহণ করেন,তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। হোটেলে যাইয়া বা কোন প্রীতি-সম্মিলনীতে এ চারিটীরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাধ্য নাই। কেন না, উহা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে অত্যধিক প্রচলিত হইয়াছে। ইহা যে পাশববৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা বোধ হয়, কেহ কেহ স্বীকার করিবেন। এমন কি, পিতৃশ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার বিবাহ উপলক্ষেও মাংস ও মৎস্য না হইলে কর্ম্মকর্ত্তাকে নিন্দাভাজন হইতে হয়। সে মাংস মিউনিসিপালিটীর কশাইখানা হইতে আনা হয়। কিন্তু তাহার উপর কোন কথাই চলে না। শেষ তত্ত্ব অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্ব—এইটী লইয়াই এখন অনেকেই তন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র অবৈধ মৈথুন ও যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। এই বিষয়ে তন্ত্রের চরম উক্তি এই,—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবিতং বিন্দুধারণাৎ।"

যে শাস্ত্রে এই ব্যবস্থা আছে, উহাতে যে অবৈধ যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় হইতে পারে, উহা বোধ হয়, চেষ্টা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে (৭—১০৮) মৈথুনতত্ত্বের লক্ষণ এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্।
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্॥"

এবং তাহার পর আবার উক্ত হইয়াছে, (৯—২৮৩)—

"নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈথুনম্।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্॥"

এই হইল তন্ত্রশাস্ত্রের স্থূল পঞ্চতত্ত্বের নিয়ম। স্থূল পঞ্চতত্ত্বই আপামর সাধারণের বোধগম্য এবং উহাই শৈবধর্ম্মে উক্তরূপে নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে। এই পঞ্চতত্ত্ব আর একভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। মোক্ষমার্গের যিনি পথিক, তাঁহার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দেহ, উভয়ই নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। এই ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দেহে যত রোগ আছে, তাহার একমাত্র বৈদ্য তাঁহার গুরু। এই কারণে তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহাকে শ্রীনাথ বৈদ্য বলা হয়। গীতায় (৩।৬। উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাতে সেই ইন্দ্রিয়ার্থ-সকল হইতে সাধকের মন প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহারই ব্যবস্থা আছে। এই শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মৈথুন অষ্টবিধ।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥

এই অষ্টপ্রকার মৈথুন হইতে সাধকের মনকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস কুলগুরু করিয়া থাকেন। উহার প্রশ্রয় দিবার নহে। তবে কিরূপে তাহা করা যাইবে, তাহার বিচার তিনি করিতে পারেন ও সেইরূপই তিনি ব্যবস্থা দেন। এই ত স্থূল পঞ্চতত্ত্বের কথা বলা হইল। সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তি-সামরস্যসুখোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে মদ্যপায়িনঃ॥
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেণ যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে॥
মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ॥

অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ।
শক্তিং তাং সেবয়েৎ যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ॥

পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ॥

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে॥"

এই পঞ্চতত্ত্বের যে পর বা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, তাহা গুরূপদেশগম্য ও সাধনালভ্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞান। উহা কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা হইতে পারে না। সকলেই যে এক পথে যাইতে পারিবে না, তাহা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী সকলেই স্বীকার করিবেন। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যাজকেরা বলিয়া থাকেন যে, আমি যে পথে যাইতেছি, তুমি যদি সে পথে না যাও ত নরকে যাইবে। এই জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতর কতকগুলি যে সম্প্রদায় আছে,তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতরও সেইরূপ। ইহাদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কিন্তু আমাদিগের তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু সাধারণতঃ নিজের মন্ত্র শিষ্যকে দেন না। শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া তদুপযুক্ত সাধনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন :—

"ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথ-জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

যিনি যে পথে যাইতে সমর্থ, তিনি সেই পথে যাইবেন। তবে সাধারণতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় ছয়টী—উহাকে 'ষড়ধ্বা' বলে। বর্ণ, পদ, কলা, তত্ত্ব, মন্ত্র ও ভুবন, ইহার সম্যক্ জ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বর্ণ অর্থে একপঞ্চাশদাত্মক অক্ষমালা। কলা শব্দে নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চ কলা। তত্ত্ব শব্দে শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ শৈবতত্ত্ব, সাধকের নিজের মন্ত্র এবং চতুর্দ্দশ ভুবন। এই চতুর্দ্দশ ভুবন বেদান্তদর্শনের সপ্ত অজ্ঞান ও সপ্ত জ্ঞানভূমিকা। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা এতদ্ভিন্ন মূলাধারাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্ত ষোড়শাধার দেহস্থিত ইতরাদি

লিঙ্গত্রয় ও ব্যোমাদি পঞ্চভূত সম্বন্ধে সাধনার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করেন। এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

"ষড়ধ্বষোড়শাধারং ত্রিলিঙ্গং ব্যোমপঞ্চকম্।
তত্ত্বতো যো বিজানাতি স যাতি পরমাং গতিম্॥"

অবশ্য যোগমার্গ সকলের জন্য নহে। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিতেও সকলের সামর্থ্য নাই। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের মনের গতি দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে। যাঁহাদের হস্তে এই অমূল্য রত্ন নিহিত ছিল, পাশ্চাত্ত্য জগতের ঐহিকতাকে অবলম্বন করিবার জন্য উহা তাঁহারা কাচবৎ পরিত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তন্ত্রশাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার আধার। এই ব্রহ্মবিদ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে—ইহার রহস্য অনধিকারীর নিকট প্রকটিত হয় না এবং প্রকাশ করাও নিষেধ। শ্রুতি ইহার সমর্থন করিতেছেন,—'বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম। গোপায় মা শেবধিষ্ঠে নিধিরহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্'। এই কথাই আবার আত্মপুরাণে বিস্তারিত ভাবে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মবিদ্যাঽতিসংখিন্না ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং যযৌ।
বারাঙ্গনাসমাং মা হি মা কৃথাঃ সর্ব্বসেবিতাম্॥
গোপায় মাং সহৈব ত্বং কুলজামিব যোষিতম্।
শেবধিস্তক্ষয়স্তেঽহমিহ লোকে পরত্র চ॥" ইত্যাদি

এই কথাই তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো নাস্তিকানাং ন চেশ্বরি।
ন শুশ্রূষালসানাঞ্চ নৈবানর্থপ্রদায়িনাম্॥"

প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে যথাবিধি সাধনার চরম অবস্থায় যে চরম মার্গ উপস্থিত হয়—তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত কৌলমার্গ। তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারী হইলেও সমস্ত সাধকই উহার অধিকারী নহেন। কৌলমার্গে উপস্থিত হইলে সাধক দিব্যভাবে উপনীত হন। দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে তখন সাধারণ বিধি নিষেধ কিছুই নাই। তাই কথিত হইয়াছে,—"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

"ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কুলধর্ম্মে মহেশ্বরি ॥"

পূর্ব্বকথিত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে, এবং সারদাতিলকতন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনার কথা বলিয়াছেন—তাহা কেবল অধিকার-ভেদে। কিন্তু সকলের পক্ষেই ব্রহ্মই একমাত্র গম্য পদার্থ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই বিবিধ প্রকার উপাসনার কারণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ শিবে।
কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং ক্বচিৎ॥
জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি।
দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে॥"

উপসংহারে দেবী বা শক্তিপূজা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। তাহার কারণ এই যে, শাক্ত বলিলেই সাধারণতঃ লোকের মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা বলেন যে, আমরা যে শক্তির সাধনা করি, তাহার কারণ এই যে, নির্গুণ বা নিষ্কল ব্রহ্ম বা শিব কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। 'শিবো হি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন'। শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরীর প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥"

শ্রুতির প্রমাণ এই যে, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'। শক্তি স্বীকার না করিলে সৃষ্টি হয় না। যিনি অসঙ্গ, তিনি কারণ হইতে পারেন না। পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥
ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
কারণং সৈব কার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥"

তবে ব্রহ্মশক্তি সাধারণ বোধের অতীত। শ্রীপাদ বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন,—

"নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাঽস্য শক্তির্মায়াঽগ্নিশক্তিবৎ।
নহি শক্তিং কচিৎ কশ্চিদ্‌বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা॥"

এই শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে জীবমাত্রেই আছেন। ইঁহার অবর্ত্তমানে শিবও শবতুল্য,—

"শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ।
শক্তিহীনো হি যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥"

এই পরা শক্তি যখন পরিণতি প্রাপ্ত হন, তখন পর অর্থাৎ শিব বা ব্রহ্মকে কে চায়? তাই শিব বলিতেছেন, প্রলয়কালে সমস্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মক জগৎ তাঁহাতেই নিহিত থাকে—

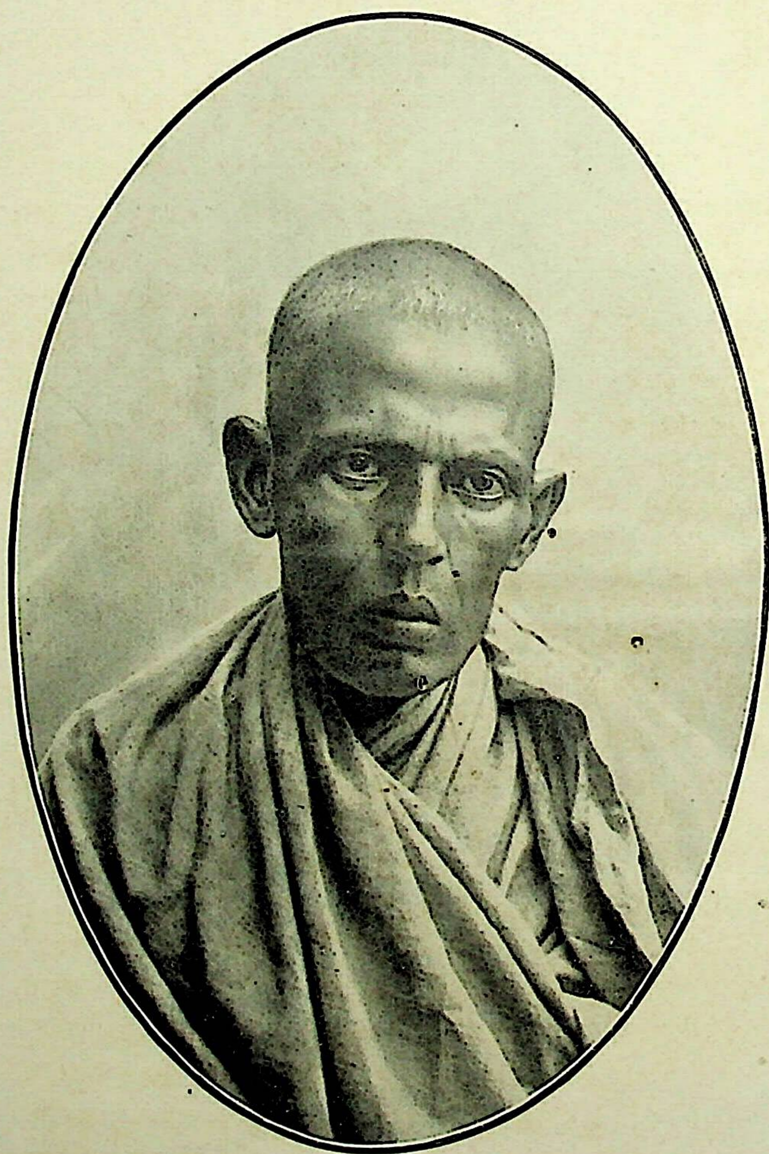
"কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।
তস্যাং পরিণতায়াং তু ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে॥"

বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক বলেন, চিদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি মায়া; তিনি জড় ও জগতের পরিণামী উপাদান। ব্রহ্ম বিবর্ত্তোপাদান; অতএব জগৎ জড় ও মিথ্যা। তান্ত্রিক বলেন,—পরচিন্নিষ্ঠা চিচ্ছক্তি উপনিষদে মানিত হইয়াছে। "পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"। "মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।" উপনিষদে এইরূপ অনেক উক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তির পরিণামই প্রপঞ্চ। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে,—'চিদ্বিলাসঃ প্রপঞ্চোঽয়ম্', অতএব তন্ত্রের সহিত অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ নাই।

তন্ত্রের সাধনার উদ্দেশ্য এই যে, সাধক গুরু, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবতার সহিত আপনার একত্ব জ্ঞান লাভ করিবেন। এই কথাই তন্ত্ররাজতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"জ্ঞাতা স্বাত্মা ভবেজ্‌জ্ঞানমর্ঘ্যং জ্ঞেয়ং বহিঃস্থিতম্।
শ্রীচক্রং পূজনং তেষামেকীকরণমীরিতম্॥"

শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ



৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ও তাঁহার কৌলমার্গরহস্য

বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরেই পরলোকগত হন।* তাই পরিষৎকর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহার এই গ্রন্থের মুখবন্ধ হিসাবে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশ করিতে হইবে। সেই জীবনকথা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। এই ভার সম্যক্ বহন করিতে আমি সমর্থ হইব কি না, বলিতে পারি না। তবে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শেষ জীবনে কয়েক বৎসর তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার অবসর আমার হইয়াছিল। তিনি তখন সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে থাকিতেন। তাঁহার কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিবার এবং তাঁহার জীবনের অনেক কথা তাঁহার নিজ মুখ হইতে শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আমি তাঁহার জীবনের কয়েকটী কথা লিখিলাম। এ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটও অনেক সাহায্য পাইয়াছি। এই জীবনকথায় আমি সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পারিবারিক বৃত্তান্তের দীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করি নাই। ইহাতে আমি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুতঃ, এই কৌলমার্গরহস্য তাঁহার যে সাহিত্যসাধনার ফল, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রদান করিতেছি।

১২৮১ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত আশুজিয়া গ্রামে স্বীয় পৈতৃক ভবনে বঙ্গের এক অতি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক বংশে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই পণ্ডিত এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ছিলেন। খ্যাতনামা তান্ত্রিক পূর্ণানন্দ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বা পূর্ণানন্দ গিরির সময় হইতেই এই বংশ বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পূর্ণানন্দ গিরির রচিত বিবিধ তান্ত্রিক নিবন্ধ আজ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে বিশেষ আদরের সহিত আলোচিত হয় এবং সেই নিবন্ধনির্দ্দিষ্ট রীতিতেই আজ

* ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কাশীপ্রাপ্তি হয়।

পর্য্যন্ত তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তন্ত্র-নিবন্ধের রচয়িতা ব্রহ্মানন্দ গিরি একাধারে পূর্ণানন্দের পালক পিতা, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু ছিলেন। পূর্ণানন্দের রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে শ্যামারহস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ এই দুই তান্ত্রিক পণ্ডিতের বিষয়ে 'আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীজাতি' আজ আর বিশেষ কোনও খবরই রাখে না। তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত ভালরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় নাই।

সতীশচন্দ্র পূর্ণানন্দ হইতে দশম পুরুষ ছিলেন। এই স্থলে সতীশচন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য-প্রেরিত সতীশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের তালিকা প্রদান করা যাইতে পারে।

পূর্ণানন্দ গিরি
|
কাশীনাথ শিরোমণি
|
কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম
|
কামদেব তর্কবাগীশ
|
রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ
|
কৃষ্ণবল্লভ তর্করত্ন
|
কৃষ্ণকান্ত বিশারদ
|
কৃষ্ণমঙ্গল তর্কভূষণ
|
রামদাস তর্কপঞ্চানন
|
সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

পূর্ণানন্দ ছাড়া সতীশচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে আর কেহ তন্ত্রাদি বিষয়ে কোনও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন কি না, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার কোনও বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এই বংশেরই অপর এক ধারায় রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি 'শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকায়াঃ নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যার্চ্চনপদ্ধতিঃ' নামে একখানি সুন্দর পদ্ধতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সতীশ-চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক ছিলেন।

সতীশচন্দ্র বাল্যে ব্যাকরণ ও কাব্য পাঠ সমাপ্ত করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নসমাপ্তির পর কলিকাতায় আসিয়া জ্যোতিষের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নানারূপ সাংসারিক কারণে তিনি স্থায়িভাবে এই কার্য্য চালাইতে সমর্থ হন নাই। দুই তিন বার কার্য্য আরম্ভ করিয়া কিছুদিন কার্য্য করিবার পরই ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। অবশেষে তিনি এই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া এ ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

ইহাতে সতীশচন্দ্রকে বিশেষ আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ইহারই ফলে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দুর্বিবহ আর্থিক কষ্টে তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু জ্যোতিষের ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে সতীশচন্দ্রের বিশেষ অনিষ্ট হইলেও সাহিত্যিক জগৎ ইহাতে সবিশেষ উপকৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্যবসায় ছাড়ার পর হইতেই তিনি সাহিত্যালোচনায় তাঁহার সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেন। সংসারের বিশেষ চাপ বা ভাবনা চিন্তা তাঁহার ছিল না। তাহার কারণ, এই সময়ই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আত্মীয়স্বজনের বহু অনুরোধসত্ত্বেও তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। একমাত্র নাবালক পুত্রই তাঁহার সংসারের বন্ধন ছিল।

কিছুদিন তিনি রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রাচীন পুথির বিভাগে কার্য্য করেন। এই কার্য্যোপলক্ষে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তাহার ফলে বিশাল সংস্কৃতসাহিত্যের নানাবিষয়ে তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। প্রাচীন পুথির আলোচনার ফলে বহু নূতন তথ্য তিনি অবগত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও কৌতূহল-সম্পন্ন শুদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ 'টোলের পণ্ডিত' সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের মত খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়।* তবে তন্ত্র ও জ্যোতিষেই তাঁহার জ্ঞান অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা বেশী ছিল। রাজসাহীতে শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় তিনি তত্রত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং আনুমানিক ১৩২৮ সালে কলিকাতায় আসেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের বিশাল গ্রন্থাগারে বসিয়া গ্রন্থের আলোচনা

---

* সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের সুযোগ্য অগ্রজ রাজসাহী রাণী হেমন্তকুমারী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয়েরও এইরূপ বহুদর্শিতা আছে।

করিতে ভালবাসিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর আয়োজনে Theosophical Society হলে তিনি তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি বক্তৃতারূপেই প্রথমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার দ্বারা বর্ণিত হয়। কলিকাতার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা বা ঐ বিষয় তাঁহার নিকট নিয়মমত অধ্যয়ন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্-এ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্রালোচনার প্রতি তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ছিল। বৃদ্ধবয়সে রুগ্ণদেহে তাঁহাকে দিবারাত্রি শাস্ত্রালোচনায় যেরূপ ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়াছি, তাহা সত্য সত্যই আমার গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে। তন্ত্রবিষয়ে দুর্লভ পুথি যখনই যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাহা নিজের জন্য নকল করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে তিনি নিজের জন্য বিস্তর পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। অনেক বড় বড় পুথি তিনি লিখিয়াছিলেন— তাহাদের লিপি সর্ব্বত্র একই রূপ—কোন স্থলে কোনরূপ বৈষম্য সহসা লক্ষিত হয় না। তিনি যে কেবল বই লিখিতেন, তাহা নহে। সম্পাদন করিবার আশায় তিনি অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তকের টীকা, টিপ্পনী, পাঠান্তর প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তিনি তাহাদের মধ্যে বেশী অংশই প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অনেক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাদেরও অতি অল্পই তিনি প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমি যতদূর সম্ভব, তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইহার মধ্যে কোথাও কোনও অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে কি না, বলিতে পারি না। তবে আমি ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

সম্পাদিত পুস্তক

১। **কালীতন্ত্র** (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্-গ্রন্থমালা) স্বরচিত সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ।

রঘুনন্দনকৃত দুর্গোৎসবতত্ত্ব (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্-

গ্রন্থমালা) ইহাতে বঙ্গে দুর্গোৎসবের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক দীর্ঘ এবং অতি উপাদেয় তাঁহার একটী ভূমিকা আছে।

৩। দুর্গোৎসব-নিবন্ধকদম্ব (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থমালা)। ইহাতে দুর্গোৎসবের প্রমাণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে পাঁচখানি প্রাচীন নিবন্ধ গ্রন্থ রহিয়াছে।

৪। রঘুনন্দনকৃত গ্রহযাগতত্ত্ব (সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদ্‌গ্রন্থমালা)।

৫। মহিম্নঃ স্তোত্র মহিম্নঃ স্তোত্রের দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা-পূর্ণ একটী স্বরচিত টীকা ও বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছিল।

৬। মুহূর্ত্তবিবেক—এখানি বঙ্গভাষায় রচিত সাধারণের উপযোগী জ্যোতিষবিষয়ক গ্রন্থ। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পুত্রের নিকট শুনিলাম, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই এবং অর্থের অভাবে ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত অংশের উদ্ধার করা যাইতেছে না।

প্রবন্ধ

সংস্কৃত

১। প্রপঞ্চসারকৃচ্ছঙ্করাচার্য্যঃ—(সংস্কৃতসাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম বর্ষ)। এই প্রবন্ধে নানা প্রমাণ-সহযোগে 'প্রপঞ্চসার' নামক তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্করের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২। তন্ত্রেষু আম্নচতুষ্টয়ম্ (ঐ. ৭ম বর্ষ)।

বাঙ্গালা

১। তন্ত্রসাহিত্যে শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈতবাদ—(সৌরভ—১ম বর্ষ)।

২। তন্ত্রসাহিত্যে জ্যামিতির প্রভাব—(সৌরভ—২য় বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২০—পৃঃ ৯—১০)।

৩। তান্ত্রিক উপাসনা—(সৌরভ—৩য় বর্ষ—ভাদ্র ১৩২২—পৃঃ ৩৫০—১)।

৪। ভাস্কর রায়—(তত্ত্ববোধিনী, ১৮৩৪ শক, পৃঃ ৪৫, ৮০, ১৫১ ও ১৮৪৫ পৃঃ ১৫৭, ১৯৮) প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত ভাস্কর রায়ের জীবনচরিত। এই প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই।

৫। মহিম্নঃ স্তোত্র—(তত্ত্ববোধিনী—১৮৪৫ শক, পৃঃ ২১৩, ৩১৭, ৩৪৭)। ইহাই পরে তাঁহার মহিম্নঃ স্তোত্রগ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রকাশিত পুস্তক ও প্রবন্ধ ছাড়া তাঁহার হস্তলিখিত, সম্পাদিত ও রচিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের এক দীর্ঘ তালিকা তাঁহার পুত্র আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তন্ত্রবিষয়ক বহু প্রবন্ধের নাম রহিয়াছে।* এই সকলগুলির মধ্যে 'তন্ত্রে দার্শনিক-তত্ত্ব', 'তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত', 'শ্রীযন্ত্র-রহস্য' প্রভৃতি অপ্রকাশিত অথচ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্পাদিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রাঘব ভট্টের টীকা সহিত 'শারদাতিলক' নামক প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ শ্রীযুক্ত অটল বাবুর চেষ্টায় Arthur Avalon সম্পাদিত Tantric Text Seriesএ প্রকাশিত হইবে। ইহা বিশেষ সুখের বিষয়।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শাস্ত্রালোচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার আজীবন শাস্ত্রালোচনার ফল এই 'কৌলমার্গ-রহস্য'। এই গ্রন্থ যাহাতে শেষ করিয়া যাইতে পারেন, সে জন্য সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়কে রুগ্ণ অক্ষম দেহে কয়েক মাস যাবৎ দিন রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, এই গ্রন্থখানিকে প্রকাশিত দেখিয়া যাইবেন, কিন্তু ভগবান্ তাহার অন্যথা করিলেন।

পরিশেষে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের শেষ গ্রন্থ—তাঁহার আজীবন তন্ত্রালোচনার ফলস্বরূপ এই কৌলমার্গ-রহস্যের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে গ্রন্থের ভূমিকায় ইহা তিনিই বলিতেন। হয় ত এতদতিরিক্ত আরও অনেক কথা তাহাতে থাকিত। আমাদিগকে কিন্তু গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতির অন্যতম কৌলমার্গের আচারাদি সাধারণের দৃষ্টিতে

---

* এইগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের পুত্রকেও আমি সে কথা বলিয়াছি। তিনি প্রবন্ধগুলি পাঠাইলে তাহাদের প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলিও কোন সাধারণ সভায় রক্ষিত হওয়া উচিত। জীবিতকালে তাঁহার অনেকগুলি পুথি তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়া গিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলিও দিবেন বলিয়াছিলেন।

বিশেষ দূষণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহার পঞ্চমকার-বিধান ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচারেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকে—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। এ সাধনায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ দূরের কথা—ঘোর অবনতি ঘটিবারই বিশেষ সম্ভাবনা —ইহাই লোকের দৃঢ় ধারণা। তন্ত্রোক্ত কৌলমার্গের বিধিনিষেধ যাঁহারা পূর্ণভাবে আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের এরূপ ধারণা উৎপন্ন হওয়া আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় নানা প্রামাণিক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, কুলাচারের বিধিনিষেধগুলি এই গ্রন্থে সরল ভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুলাচার যে সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠানের বিষয় নহে—এই আচার অনুষ্ঠান করিবার উপযোগী অধিকারী হইতে হইলে যে সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া চাই—শাস্ত্রের উক্তি আলোচনা করিয়া অধিকারি-নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। এ আচার যে অতি কঠোর—অতি দুঃসাধ্য—পতনের সম্ভাবনা যে ইহাতে প্রচুর, শাস্ত্রকারগণ তাহা বুঝিয়াই চারি দিকে বন্ধনের বিধান দিয়াছেন। কুলার্ণবতন্ত্রে এ বিষয়ে সকলকে সজাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—ব্যাঘ্রের কণ্ঠাবলম্বন সুকর—ক্ষুর-ধারার উপর শয়নও সুকর; কিন্তু কুলাচার বিশেষ দুষ্কর। মদ্যসেবন ও কামুকতাই যে কুলসাধনা নহে, ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুলাচারের এই রহস্য বর্ণন করিবার পূর্ব্বে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তন্ত্রের প্রাচীনতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কৌলমার্গ, তথা সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা যে বেদবাহ্য নহে—বরং বেদানুগত, বিবিধ গ্রন্থকারের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। যে সকল মূল অথবা নিবন্ধ-গ্রন্থে কুলমার্গ আলোচিত হইয়াছে, তাহাদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়াছেন।

নিজে সমস্ত কথা না বলিয়া, তিনি তিনখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে অনুবাদ ও টীকাদির সহিত ইহার মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথম কৌলোপনিষৎ। এখানি সমগ্র বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, পরশুরামকল্পসূত্র। রামেশ্বরকৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্রসমূহ ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কৌলমার্গ যে বেদবাহ্য নহে, এই উপনিষৎ ও যজ্ঞবিধাননির্দ্দেশক বৈদিক কল্পসূত্রসদৃশ এই তান্ত্রিক কল্পসূত্র তাহার প্রমাণ। অন্ততঃ তন্ত্রসাধকগণের এই মত।

তৃতীয়, উমানন্দকৃত নিত্যোৎসব। এই গ্রন্থে তন্ত্ররাজতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া গুরু ও শিষ্যের যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাহারই বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

পাদটীকায় এবং গ্রন্থমধ্যে নানা তন্ত্রগ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কোনও স্থলেই গায়ের জোরে নিজের মত জাহির করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করেন নাই। প্রাচীন অভিযুক্ত-গণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগ্রহ করিয়া, তিনি সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রমাণ ছাড়া কোনও কথা তিনি কোথাও বলেন নাই।

তন্ত্রসম্বন্ধে সাধারণের মনে যে একটা বিরুদ্ধ ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার এই গ্রন্থ অন্ততঃ আংশিকভাবে তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবে আশা করা যায়। ইহার ফলে যদি তন্ত্রগুলি সম্যক্ আলোচিত হয়, তাহা হইলে ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য কৌলমার্গের যে আদর্শ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে অনুসরণ করিয়া চলা আদৌ সম্ভবপর কি না—ভোগের বস্তুসমূহ দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভোগের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সংযম রক্ষা করা কত দূর সম্ভবপর, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ থাকিতে পারে। তবে এই আদর্শ হইতে এইটুকু নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই—তাঁহাদের দৃষ্টি ঊর্দ্ধেই নিবদ্ধ ছিল। তবে হইতে পারে যে, কালক্রমে তাঁহাদের আদর্শ হইতে অনেকে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাহার জন্য সমগ্র শাস্ত্রকে দোষ দেওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা বিবেচনার বিষয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বিষয়-সূচী

কৌলমার্গ-রহস্য *

কৌলমার্গ সম্বন্ধে অনেকের মনে বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল আছে। কৌলমার্গে পঞ্চমকারের অবতারণাই এই বিরুদ্ধ ধারণার মূলীভূত কারণ। স্বর্গীয় অক্ষয়-কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে" এই মার্গের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে কেহই কৌলমার্গানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পথে বিচরণ করিবার সুযোগ পান নাই, কাজেই ইহার বহিরাবরণ দর্শনে ইহাকে নিতান্ত অনার্য্য এবং কুৎসিত মনে করিয়াই এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণ পাঠক এই সকল লেখা পাঠ করিয়াই ইহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা মনে পোষণ করিতেছেন। এই সকল পাঠকের মধ্যে বোধ হয়, কেহই অবসরের অভাবে অথবা অবহেলায় প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পান না। তাঁহাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কৌলমার্গ অতিশয় গোপনীয়; ইহা সাধারণে প্রকাশ করা শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই জন্য এই প্রবন্ধে কৌলমার্গের বহু বিষয়েরই আলোচনা করা যাইবে না। যতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব এবং যতটুকু আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারাই পাঠকের মনে একটা স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তন্ত্রশাস্ত্র, বিশেষতঃ কৌলমার্গ বেদসম্মত এবং প্রামাণিক কি না, এই সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতেই সংশয় চলিয়া আসিতেছে। এই সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

অনেকে মনে করেন, কৌলমার্গ আধুনিক এবং বঙ্গদেশেই ইহার আবির্ভাব। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ-বাক্যও শোনা যায়। তাহা এই,—

"গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥"

অর্থাৎ এই বিদ্যা গৌড়দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া মিথিলায় প্রকটিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রে কোন কোন স্থানে প্রকাশ লাভ করিয়া, গুজরাটে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উক্তি ভিত্তিহীন। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সর্ব্বত্র এই কৌলমার্গ

---

* ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে লেখককর্তৃক পঠিত।

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছে, তাহার বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে দুই একটি নিদর্শন উক্ত হইতেছে।

বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত "যশস্তিলকচম্পূ" নামক জৈন কাব্যের পঞ্চম আশ্বাসে উক্ত হইয়াছে—"ইমমেব চ মার্গং [বামমার্গং] আশ্রিত্যাভাণি ভাসেন মহাকবিনা—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং
গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গং
দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিণাকপাণিঃ॥" *

ভাসের যে কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অধুনালুপ্ত তাঁহার কোন নাটকে এই শ্লোক ছিল। ভাসের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাঁহার সময়ে বামমার্গ বা কৌলমার্গ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাস কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বিবাদরূপে নির্ণীত হয় নাই; তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্-গণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। কালিদাসাদির গ্রন্থে ভাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কোর গবর্ণমেণ্ট "মত্তবিলাস" নামক একখানি সংস্কৃত প্রহসন প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা পহ্লববংশীয় রাজা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা। এই গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী প্রমাণ করিয়াছেন—রাজা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রহসনের আখ্যানবস্তু—কাঞ্চী নগরে কোন বামমার্গী কাপালিক মত্ত অবস্থায় শক্তির সহিত ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার কপাল (নরকপাল-নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র ও পানপাত্র) হারাইয়া যায়। কোন কপটাচারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে কপালচোর মনে করিয়া তাহার সহিত বিরোধ, পরে কুক্কুরাপহৃত কপাল কোনও উন্মত্তের নিকট প্রাপ্ত হওয়ায় বিরোধভঞ্জন। এই গল্পটি বেশ হাস্যরসের সহিত উক্ত প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এই ভাব প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে এইরূপ গল্প রচিত হইতে পারিত না।

* এই শ্লোকটি মত্তবিলাসেও দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মত্তবিলাসকার ভাসের গ্রন্থ হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে বীজাপুর নগরে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্কর রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শৃঙ্গেরি মঠের তাৎকালীন প্রধান অধ্যাপক নৃসিংহ যজ্বার নিকট তিনি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, সমস্ত দর্শন, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, নব্যন্যায় প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সুরাটে শিবদত্ত শুক্লের নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সাধনমার্গে আরোহণ করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের বহু নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় নানা স্থান হইতে তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার নিজের উক্তিতেই পূর্ব্বোক্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।* ইনি বৈদিকাচারপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ হইয়া কৌলমার্গের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ক্ষেমরাজকৃত টীকা সহ স্বচ্ছন্দতন্ত্র কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রথম খণ্ডে তিন পটল মাত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে শিবমূর্ত্তির প্রকারভেদ স্বচ্ছন্দভৈরবের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রেও ভৈরবের উপাসনায় মদ্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"পশ্চাদর্ঘঃ প্রদাতব্যঃ সুরয়া সুসুগন্ধয়া।" (২।১৩৬)

ইহার টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন,—"সুরায়া আনন্দহেতুত্বাদেবমুক্তম্। যে তু জাত্যুদ্ধারপরভৈরবরূপস্বোন্মীলকেঽপ্যস্মিন্ ভৈরবনয়ে সুরাশব্দং জলবাচিনমপি ব্যাচক্ষতে, তে জাতি-গ্রহহস্তাঃ।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যানন্যানি চ বরাননে।
সাচারাংশ্চ নিরাচারাঁল্লিঙ্গিনো ন জুগুপ্সয়েৎ॥" (৫।৪৫)

ইতি ভাবিসময়োল্লঙ্ঘিনঃ পশব এব।" আরও উক্ত হইয়াছে,—

"তর্পয়েন্মৎস্যমাংসাদ্যৈরাসবৈর্ব্বিবিধৈস্তথা।" (২।১৮০)

ইহার টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন,—"এবমুগ্রত্বাদাদৌ মৎস্যাদিভিস্তর্পণং ততঃ পূজা, এতানি যতিবিষয়াণ্যেব।"

স্বচ্ছন্দতন্ত্রে স্বচ্ছন্দভৈরবের উপাসনা যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা কৌলমার্গেরই অনুরূপ শৈবমার্গের উপাসনা।

ক্ষেমরাজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের

* আমি ভাস্কর রায়ের বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিতেছে, তাহার বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে দুই একটি নিদর্শন উক্ত হইতেছে।

বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত "যশস্তিলকচম্পূ" নামক জৈন কাব্যের পঞ্চম আশ্বাসে উক্ত হইয়াছে—"ইমমেব চ মার্গং [বামমার্গং] আশ্রিত্যাভাণি ভাসেন মহাকবিনা—

পেয়া সুরা প্রিয়তমামুখমীক্ষণীয়ং
গ্রাহ্যঃ স্বভাবললিতো বিকৃতশ্চ বেশঃ।
যেনেদমীদৃশমদৃশ্যত মোক্ষমার্গং
দীর্ঘায়ুরস্তু ভগবান্ স পিণাকপাণিঃ॥" *

ভাসের যে কয়েকখানি নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অধুনালুপ্ত তাঁহার কোন নাটকে এই শ্লোক ছিল। ভাসের এই উক্তির দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাঁহার সময়ে বামমার্গ বা কৌলমার্গ সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাস কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বিবাদরূপে নির্ণীত হয় নাই; তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন, তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। কালিদাসাদির গ্রন্থে ভাসের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কোর গবর্ণমেণ্ট "মত্তবিলাস" নামক একখানি সংস্কৃত প্রহসন প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার রচয়িতা পহ্লববংশীয় রাজা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা। এই গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী প্রমাণ করিয়াছেন—রাজা মহেন্দ্রবিক্রম বর্ম্মা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রহসনের আখ্যানবস্তু—কাঞ্চী নগরে কোন বামমার্গী কাপালিক মত্ত অবস্থায় শক্তির সহিত ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার কপাল (নরকপাল-নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র ও পানপাত্র) হারাইয়া যায়। কোন কপটাচারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে কপালচোর মনে করিয়া তাহার সহিত বিরোধ, পরে কুক্কুরাপহৃত কপাল কোনও উন্মত্তের নিকট প্রাপ্ত হওয়ায় বিরোধভঞ্জন। এই গল্পটি বেশ হাস্যরসের সহিত উক্ত প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতে এই ভাব প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে এইরূপ গল্প রচিত হইতে পারিত না।

* এই শ্লোকটি মত্তবিলাসেও দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মত্তবিলাসকার ভাসের গ্রন্থ হইতেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে বীজাপুর নগরে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাস্কর রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শৃঙ্গেরি মঠের তাৎকালীন প্রধান অধ্যাপক নৃসিংহ যজ্বার নিকট তিনি সাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, সমস্ত দর্শন, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, নব্যন্যায় প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সুরাটে শিবদত্ত শুক্লের নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সাধনমার্গে আরোহণ করতঃ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের বহু নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় নানা স্থান হইতে তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার নিজের উক্তিতেই পূর্ব্বোক্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। * ইনি বৈদিকাচারপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ হইয়া কৌলমার্গের কিরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ক্ষেমরাজকৃত টীকা সহ স্বচ্ছন্দতন্ত্র কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রথম খণ্ডে তিন পটল মাত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে শিবমূর্ত্তির প্রকারভেদ স্বচ্ছন্দভৈরবের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রেও ভৈরবের উপাসনায় মদ্যাদির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"পশ্চাদর্ঘঃ প্রদাতব্যঃ সুরয়া সুসুগন্ধয়া।" (২।১৩৬)

ইহার টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন,—"সুরায়া আনন্দহেতুত্বাদেবমুক্তম্। যে তু জাত্যুদ্ধারপরভৈরবরূপত্বোন্মীলকেঽপ্যস্মিন্ ভৈরবনয়ে সুরাশব্দং জলবাচিনমপি ব্যাচক্ষতে, তে জাতি-গ্রহগ্রস্তাঃ।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যানন্যানি চ বরাননে।
সাচারাংশ্চ নিরাচারাঁল্লিঙ্গিনো ন জুগুপ্সয়েৎ॥" (৫।৪৫)

ইতি ভাবিসময়োল্লঙ্ঘিনঃ পশব এব।" আরও উক্ত হইয়াছে,—

"তর্পয়েন্মৎস্যমাংসাদ্যৈরাসবৈর্ব্বিবিধৈস্তথা।" (২।১৮০)

ইহার টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন,—"এবমুগ্রত্বাদাদৌ মৎস্যাদিভিস্তর্পণং ততঃ পূজা, এতানি যতিবিষয়াণ্যেব।"

স্বচ্ছন্দতন্ত্রে স্বচ্ছন্দভৈরবের উপাসনা যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা কৌলমার্গেরই অনুরূপ শৈবমার্গের উপাসনা।

ক্ষেমরাজ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের

* আমি ভাস্কর রায়ের বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৩২৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

মধ্যে কাশ্মীর দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি বিশ্রুতকীর্ত্তি কাশ্মীরীয় শৈবাচার্য্য অভিনব গুপ্তের শিষ্য। উক্ত তন্ত্রের সম্পাদক মধুসূদন কৌল এম, এ, মহোদয় স্বচ্ছন্দতন্ত্রের ভূমিকায় ক্ষেমরাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শারদাতিলককার কান্যকুব্জদেশীয় লক্ষ্মণদেশিক তারাপ্রদীপ নামক নিবন্ধে * তারার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। তারাপ্রদীপেও পঞ্চমকারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়েও বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে কৌলমার্গপরায়ণ বহু ব্রাহ্মণ আছেন, ইহা কাশী অবস্থানকালীন জানিতে পারিয়াছি। এই সকল প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, বহু প্রাচীন কাল হইতে দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশেও বামমার্গ বা কৌলমার্গের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। কত কাল পূর্ব্বে এই সাধনার প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল, এখন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মুখে শুনিতে পাই, অতি প্রাচীনকালে ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও যে এই প্রকারের সাধনা প্রচলিত ছিল, তাহার নিদর্শন নাকি বাহির হইতেছে।

যদিও আমরা সাধনমার্গের ঐতিহাসিক চর্চ্চার বিরোধী, তথাপি আধুনিক শিক্ষিত পাঠকের তৃপ্তির জন্য কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক চর্চ্চা করিতে হইল।

এখন প্রকৃত বিষয় উপন্যস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ "কৌলমার্গ" শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। মহামতি ভাস্কর রায় স্বপ্রণীত সৌভাগ্যভাস্করে † (১১২ পৃঃ) বলিয়াছেন,—

"সজাতীয়ানাং মাতৃ-মান-মেয়ানাং সমূহঃ কুলম্।"

তথায় অন্যত্র (২ পৃঃ) বলিয়াছেন,—

"কুলস্য সজাতীয়সমূহস্য * * * মাতৃ-মান-মেয়রূপত্রিপুট্যা একজ্ঞান-বিষয়ত্বেন সাজাত্যাৎ। ঘটমহং জানামীত্যেব জ্ঞানাকারাৎ।

'জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ'

ইতি শ্রীমদাচার্য্যভগবৎপাদোক্তেঃ। তদেব হি কুলম্। 'সজাতীয়ৈঃ কুলং যূথম্' ইতি কোষাৎ।"

---

* তারাপ্রদীপ মুদ্রিত হয় নাই। হস্তলিখিত পুঁথি আমার নিকট আছে।

† ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ডান্তর্গত ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যের নাম "সৌভাগ্যভাস্কর"। ইহা বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

অন্যত্র [৫২ পৃঃ] বলিয়াছেন,—

"কুলং সজাতীয়সমূহঃ। স চৈকজ্ঞানবিষয়ত্বরূপ-সাজাত্যাপন্ন-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপত্রয়াত্মকঃ। ঘটমহং জানামীত্যেব জ্ঞানাকারাৎ। জ্ঞানভাসনায়ানু-ব্যবসায়াপেক্ষায়াং দীপভাসনায়াং দীপান্তরাপেক্ষাপত্তেঃ। উক্তঞ্চাচার্য্যভগবৎ-পাদৈঃ—'জানামীতি তমেব' ইত্যাদি। ততশ্চ সা ত্রিপুটী কুলমুচ্যতে। তদুক্তং চিদ্গগনচন্দ্রিকায়াম্—

'মেয়-মাতৃ-মিতিলক্ষণং কুলং প্রান্ততো ব্রজতি যত্র বিশ্রমম্।' ইতি।"

এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই—জগতে যত কিছু পদার্থ আছে, সেই সমস্তই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান, এই তিন ভাগে বিভক্ত। জ্ঞানের কর্ত্তা জ্ঞাতা, জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম জ্ঞেয়, জ্ঞানক্রিয়ার নাম জ্ঞান। জগতের যাবতীয় পদার্থই আমার জ্ঞানের বিষয়, "আমি" জ্ঞানের কর্ত্তা এবং "জানি" ইহা জ্ঞানক্রিয়া। এইরূপে এক জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞাতায়, বিষয়তাসম্বন্ধে জ্ঞেয়ে, এবং তাদাত্ম্যসম্বন্ধে জ্ঞানক্রিয়ায় অবস্থান করে। "ঘটকে জানি" এই স্থলে ঘটকে প্রকাশ করিবার জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু "জ্ঞানকে জানি" এই-রূপে জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; কেন না—জ্ঞান স্বপ্রকাশ। যেমন দ্রব্যান্তরের প্রকাশের জন্য দীপের প্রয়োজন, কিন্তু স্বপ্রকাশ দীপকে প্রকাশিত করিবার জন্য দীপান্তরের প্রয়োজন হয় না। * এই-রূপে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে ত্রিপুটীকৃত জগতের যাবতীয় পদার্থ এক জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের দ্বারা সজাতীয়। এই ত্রিপুটীকৃত সজাতীয় পদার্থসমূহের নাম কুল। গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যও তারারহস্যবৃত্তিকায় [১ম পটলে] † বলিয়াছেন,—

"কুলং মাতৃ-মান-মেয়ম্। মাতা জীবঃ, মানং প্রমাণং জ্ঞানমিতি যাবৎ, মেয়ং ঘট-পটাদিরূপং বিশ্বমিতি যাবৎ।"

জ্ঞাতা ও মাতা [প্রমাতা], জ্ঞান ও মান [প্রমাণ], এবং জ্ঞেয় ও মেয় [প্রমেয়], তুল্যার্থক। এই কুল সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্থাৎ জাগতিক পদার্থনিচয়ের উক্ত ত্রিপুটীভাবে যে জ্ঞান, তাহার নাম কৌলজ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জগৎ

---

* বেদান্তমতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেন না। আমরাও বিশ্বনাথ কবিরাজের ভাষায় বলিতে পারি—"জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশত্বমনঙ্গীকুর্ব্বতামুপরি বেদান্তিভিরের নিপাতনীয়ো দণ্ডঃ।" [সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ]।

† তারারহস্যবৃত্তিকা মুদ্রিত হয় নাই। রাজসাহি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুস্তকালয়ে ইহার অনেকগুলি পুথি আছে। আমার নিকট তাহার প্রতিলিপি আছে।

ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে, ইত্যাকার অদ্বৈত জ্ঞানই কৌলজ্ঞান। ইত্যাকার কৌলজ্ঞানের সাধকগণও কৌলনামে আখ্যাত হন।

কৌলমার্গ—"কৌলৈর্ম্মৃগ্যতে ইত্যর্থে কর্ম্মণি ঘঞ্," [সৌভাগ্যভাস্কর, ১১৩ পৃঃ]

কৌল সাধক যে পন্থার অন্বেষণ করেন অর্থাৎ যে পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক সাধনা করেন, সেই পন্থার নাম কৌল মার্গ। সৌভাগ্যভাস্করে অন্তত্র [১১২ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"স্বস্ববংশপরম্পরাপ্রাপ্তো মার্গঃ কুলসম্বন্ধিত্বাৎ কৌলঃ। তদুক্তং ব্রতখণ্ডে—

'যস্য যস্য হি যা দেবী কুলমার্গেণ সংস্থিতা।
তেন তেন চ সা পূজ্যা বলি-গন্ধানুলেপনৈঃ॥' ইতি।
'নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চৈব পূজয়েৎ কুলমার্গতঃ।' ইতি চ।"

তথায় অন্তত্র [২ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"পরমশিবাদি-স্বগুরুপর্য্যন্তো বংশো বা কুলম্। 'সংখ্যা বংশ্যেন' ইতি পাণিনি-সূত্রে 'বংশো দ্বিধা বিদ্যয়া জন্মনা চ' ইতি মহাভাষ্যাৎ। আচারো বা কুলম্।

'ন কুলং কুলমিত্যাহুরাচারঃ কুলমুচ্যতে।'

ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণাৎ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—স্ব স্ব বংশপরম্পরাগত মার্গের নাম কৌল। বিদ্যা ও জন্মের দ্বারা বংশ দ্বিবিধ। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের দ্বারা গুরু, পরমগুরু হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত যে গুরুপরম্পরা, তাহা বিদ্যাগত বংশ, এবং জন্মের দ্বারা পিতা পিতামহ প্রভৃতি যে পুরুষপরম্পরা, তাহা জন্মগত বংশ। অতএব পরমশিব হইতে স্বগুরু পর্য্যন্ত বংশের নাম কুল। আবার আচারের নামও কুল। অতএব অদ্বৈত জ্ঞানার্থী মুমুক্ষু সাধক গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত যে আচার অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন, তাহার নাম কুল বা কৌল [স্বার্থে তদ্ধিত]। সেই আচাররূপ যে মার্গ বা পন্থা, তাহার নাম কৌলমার্গ।

সৌভাগ্যভাস্করে অন্তত্র [৫৩ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"কুঃ পৃথ্বীতত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলম্ আধারচক্রম্, তৎসম্বন্ধাল্লক্ষণয়া সুষুম্নামার্গোঽপি। অতঃ সহস্রারাৎ স্রবদমৃতং কুলামৃতম্।"

"কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী, পৃথ্বীতত্ত্ব যাহাতে লীন হয়, তাহার নাম কুল; মূলাধার চক্রে পৃথ্বীতত্ত্বের অবস্থিতি, অতএব মূলাধারচক্রের নাম কুল। মূলাধারের সহিত সুষুম্নানাড়ীর সম্বন্ধ আছে, এই জন্য লক্ষণার দ্বারা কুলশব্দে সুষুম্নাকেও

বুঝায়। সুষুম্না সহস্রারে মিলিত হইয়াছে, এই হেতু সহস্রার হইতে চ্যুত অমৃতের নাম কুলামৃত। তথায় [৫৩ পৃঃ] আরও উক্ত হইয়াছে,—

"কুলং নাম পাতিব্রত্যাদিগুণরাশিশীলো বংশঃ, তৎসম্বন্ধিন্যঙ্গনা যথা গুপ্তা তথেয়মপি অবিদ্যাজবনিকয়া গুপ্তত্বাৎ কুলাঙ্গনা।

'কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যত।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে ॥'

ইতি তন্ত্রোক্তং শিবশক্তিসামরস্যং বা কৌলম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—যে বংশের রমণীগণ পাতিব্রত্যাদিগুণশালিনী, সেই বংশের নাম কুল। সেইরূপ বংশের রমণীগণ যেমন গুপ্তা, তেমন উপাস্যা শক্তিও অবিদ্যারূপ জবনিকার আচ্ছাদনে গুপ্তা, এই জন্য তাঁহার নাম কুলাঙ্গনা। শক্তির নাম কুল এবং শিবের নাম অকুল, কুলে যে অকুলের সম্বন্ধ অর্থাৎ শিবশক্তিসামরস্য, তাহার নাম কৌল। কুলার্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা।
কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে ॥"

এই বচনে শিবশক্তিসামরস্যের অনুসন্ধাননিপুণ সাধক কৌলিক নামে আখ্যাত হইয়াছেন। অতএব যে পথে গমন করিলে শিবশক্তিসামরস্য-সম্পাদনজনিত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারা যায়, তাহার নাম কৌলমার্গ।

যে সকল অর্থ উপরে লিখিত হইল, কুল বা কৌল শব্দ সেই সকল অর্থেরই দ্যোতক। অতএব "কৌলমার্গ" শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ—অদ্বৈতজ্ঞানেচ্ছু মুমুক্ষু সাধক যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত আচারের অনুষ্ঠান করত সর্ব্বজগৎ শিবশক্তিময় ধারণা করিয়া, শিবশক্তিসামরস্যসম্পাদনে বিমল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, সেই পন্থার নাম কৌলমার্গ। এই হেতু কৌলশব্দ অদ্বৈতজ্ঞানের বাচক হইলেও বেদান্তাদিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত জ্ঞানকে বুঝায় না।

কুলজ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্রও কুলশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই বিষয়ে সৌভাগ্যভাস্করে [৫৩ পৃঃ] উক্ত হইয়াছে,—

"উপাস্যোপাসকবস্তুজাতস্য চিত্ত্বেন সাজাত্যাৎ তৎসমুদায়প্রতিপাদকং শাস্ত্রমপি কুলম্। তথা চ কল্পসূত্রে প্রয়োগঃ—'কুলপুস্তকানিচ গোপয়েৎ' [পরশুরামকৃত কল্পসূত্র] ইতি।

'দর্শনানি চ সর্ব্বাণি কুলমেব বিশন্তি হি।"

ইত্যাগমে চ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই—উপাস্য চেতন, উপাসকও চেতন, এই চেতনত্বধর্ম্মের দ্বারা উভয় সজাতীয়, এই সজাতীয়ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রও "কুল" নামে অভিহিত হয়। কুলসাধনের উপযোগী পদার্থসমূহও "কুল" নামে কথিত হয়। যেমন কুলবৃক্ষ, কুলপীঠ, কুলশক্তি, কুলবার, কুলতিথি প্রভৃতি।

কৌলসাধকের প্রথম কর্ত্তব্য জীবশক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ। জীবাত্মা পরম-শিব বা পরমব্রহ্মের অংশস্বরূপ। সহস্রারে পরমশিব, হৃৎপদ্মে জীবাত্মা এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত আছেন। জীবাত্মা পরমশিব হইতে চৈতন্য ও কুণ্ডলিনা হইতে শক্তিলাভ করেন। এই জন্য কুণ্ডলিনী জীবশক্তি। কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা, তাঁহার জাগরণ না হইলে জীবাত্মা পূর্ণশক্তি লাভ করিতে পারে না। সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। এই সাধনায় ক্রমে গুরুদত্ত মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতায় অভেদভাবনা, দেবতার সহিত অভিন্ন কুণ্ডলিনী ও জীবাত্মার অভেদভাবনা, গুরুর সহিত অভেদভাবনা এবং মূলাধার হইতে সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনীর উত্তোলনপূর্ব্বক সহস্রারে পরমশিবের সহিত সামরস্য অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে একীভাব সম্পাদন করিতে হয়। প্রথমতঃ এই সামরস্য স্থায়ী হয় না, দীর্ঘকালের সাধনায় স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয়। তখন জগৎ ও জীবাত্মার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হইয়া যায়। ইহাতেই সাধনার সমাপ্তি এবং কৃতকৃত্যতালাভ। এই সাধনার প্রণালী একমাত্র গুরু-মুখবেদ্য, পুস্তক পাঠে উপদেশ লাভ অসম্ভব।

পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব, এই তিনটি ভাব; এবং বেদাচার, বৈষ্ণবা-চার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার, এই সাতটি আচার।* এই ভাব ও আচার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান না হইলে কৌলমার্গ হৃদয়ঙ্গম হইবে না; অতএব ভাব ও আচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

ভাব মানসিক অবস্থা, এবং আচার বাহ্য আচরণ। যাহার অবিদ্যার আবরণ কিঞ্চিন্মাত্রও অপসারিত হয় নাই, যে দ্বৈতভাবে পরিপূর্ণ, "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার পুত্র, আমার ধন," এই প্রকার অহঙ্কারে আত্মহারা, অদ্বৈতজ্ঞানের লেশমাত্রও লাভ করিতে পারে নাই; এই প্রকার জীব পশুসংজ্ঞায়

*"ভাবাস্ত্রয়ো মহাদেব দিব্য বীর-পশুক্রমাৎ।" [ভাবচূড়ামণি তন্ত্র]
"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্ দক্ষিণমুত্তমম্ ॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি।" [কুলার্ণব তন্ত্র ২।৭,৮]

অভিহিত। রজ্জুদ্বারা পশুকে বাঁধিয়া রাখা হয়, এবম্বিধ জীবও অবিদ্যারূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ, এই জন্য পশু। ইত্যাকার জীবের যে মানসিক অবস্থা, তাহার নাম পশুভাব। পশু দ্বিবিধ। যে মানব সংসারমোহে আচ্ছন্ন, যে কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পরমার্থ তত্ত্বের ধারেও যায় না, সে অধম পশু। যে মানব শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন, সৎকর্ম্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত এবং পরমার্থতত্ত্বান্বেষী, সে উত্তম পশু।

যে মানব অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতহ্রদের কণিকামাত্র আস্বাদন পাইয়া, বীরের মত অবিদ্যারজ্জুচ্ছেদনে কৃতপ্রযত্ন হইয়া অমৃতহ্রদের সন্ধানে ধাবিত হইতে চায়, তাহার নাম বীর। বীরসাধকের মানসিক অবস্থার নাম বীরভাব। এই অবস্থায় দ্বৈতভাব কিঞ্চিৎ অপসারিত হয়, অদ্বৈতভাব ভাসা ভাসারূপে দেখা দেয়; কিন্তু স্থায়িভাবে পরিণত হয় না। সাধক তখন জাগতিক সমস্ত পদার্থে শিব-শক্তির মিথুনীকৃত বিভূতি ক্রমে ধারণা করিবার অধিকার লাভ করেন। সাধক বীর-ভাবের সাধনার দ্বারা দ্বৈতভাব অপসারিত করিয়া দিব্যভাবে উন্নতি লাভ করেন। এই ভাবে সাধনার দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া, উপাস্যদেবতার সত্তায় নিজের সত্তা ডুবাইয়া দিয়া নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করেন; এই জন্য এইরূপ সাধকের নাম দিব্য এবং এই অবস্থার নাম দিব্যভাব।

(১) বেদাচার—সাধক বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি পুরাণাদিতে উক্ত আচার অবলম্বন করিয়া কামনাপূর্ব্বক উপাস্যদেবতার উপাসনা করিবে, ইহার নাম বেদাচার বা পশ্বাচার। বেদাচারপরায়ণ সাধক পূর্ব্বাহ্নে দেবতা পূজা করিবে, পরস্ত্রীগমন করিবে না, ঋতুকাল ভিন্ন স্বস্ত্রীতেও উপগত হইবে না, পঞ্চপর্ব্বে মাংসাদি ভক্ষণ করিবে না, পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করিবে না, তাহার নিন্দাও করিবে না, বেদ ও স্মৃতির বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিবে।

(২) বৈষ্ণবাচার—সাধক এই আচারে বেদাচারোক্ত নিয়মসকল প্রতি-পালন করিবে, মাংসভোজন ও অষ্টাঙ্গ মৈথুন একেবারে পরিত্যাগ করিবে, রাত্রিতে জপ ও পূজা করিবে না, হিংসা, পরনিন্দা এবং কৌটিল্য বর্জ্জন করিবে। সর্ব্বদা কামনারহিত হইয়া ইষ্টদেবতার আরাধনা করিবে।

(৩) শৈবাচার—এই আচারেও বেদাচারক্রমে শিব ও শক্তির আরাধনা করিবে, বৈধ পশুহিংসা করিবে; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ইষ্টদেবতার আরাধনা করিবে।*

---

* শৈব সাধক অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিবেন। কৌলমার্গগমনেচ্ছু শাক্ত সাধকের শরীর পীড়ার দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজন নাই।

(৪) দক্ষিণাচার—এই আচারেও বেদাচারক্রমে উপাসনা করিবে। বিশেষ এই—রাত্রিতে বিজয়া (সিদ্ধি, ভাং,) পান করিয়া একাগ্রমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। এই আচারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করতঃ "দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ" আত্মাকে দেবীরূপে চিন্তা করিয়া দেবীর পূজা করিবে।

দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের সংযোজক, অর্থাৎ দক্ষিণাচার পর্য্যন্তই পশুভাবের সাধনার শেষ, ইহার পরে বীরভাবের সাধনা।

(৫) বামাচার—দিবাভাগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেবীর আরাধনা করিবে, রাত্রিতে ভোজন করিয়া পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর পূজা করিবে, বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে, তন্ত্রোক্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিবে, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুনাম উচ্চারণ ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না। আত্মাকে বামা অর্থাৎ শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবে, এই জন্য এই আচারের নাম বামাচার।

(৬) সিদ্ধান্তাচার—সাধক এই আচারে বামাচারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবেন, পরন্তু অন্তর্যাগের মাত্রা বাড়াইতে হইবে, প্রধানরূপে অন্তর্যাগ এবং তাহার অঙ্গরূপে বহির্যাগ করিতে হইবে। আত্মাকে সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র মনে করিতে হইবে। শোধনের দ্বারায় সকল দ্রব্যই শুদ্ধ হয়, কোন দ্রব্যই অশুদ্ধ থাকে না, এইরূপ সংস্কার মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে?

(৭) কৌলাচার—এই আচার সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ হর্ত্তা কর্ত্তা সদাশিবঃ ॥
দিক্‌কালনিয়মো নাস্তি স্থিত্যাদিনিয়মঃ প্রিয়ে।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥
ক্বচিচ্ছিষ্টঃ ক্বচিন্নষ্টঃ ক্বচিদ্ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে ॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে ॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগমমহোদধী ॥
সার এব মহাদেবি কৌলাচারঃ প্রকল্পিতঃ।"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—হে দেবি, কৌলাচারবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক কৌলজ্ঞান লাভ করিলে সাক্ষাৎ বিধাতা ও সংহর্ত্তা হইয়া

সদাশিবতুল্য হইতে পারে। এই আচারে উপাসনায় দিক্, কাল, আসন প্রভৃতির কোনরূপ নিয়ম নাই। কৌলসাধকগণ কোন সময়ে শিষ্ট, কোন সময়ে নষ্ট অর্থাৎ উন্মত্তবৎ, কোন সময় ভূতপিশাচের মত নানা বেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। যিনি কর্দ্দমে ও চন্দনে, পুত্রে ও শত্রুতে, শ্মশানে ও ভবনে এবং স্বর্ণে ও তৃণে অভেদ মনে করেন, তিনিই কৌল। আমি জ্ঞানরূপ দণ্ডের দ্বারা বেদ ও তন্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া কৌলাচাররূপ সার উদ্ধৃত করিয়াছি।

এই আচারসপ্তকের মধ্যে পশুভাবে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও দক্ষিণাচার, বীরভাবে বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার এবং দিব্যভাবে কৌলাচার অবলম্বনীয়। এই সম্বন্ধে ভাবচূড়ামণিতন্ত্র বলিতেছেন,—

"চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারা দিব্য-বীরব্যবস্থিতাঃ॥"

এই বচনে বামাদি আচারত্রয় বীর দিব্য উভয়ের সম্বন্ধে উক্ত হইলেও কৌলাচার এক দিব্যের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বকথিত ভাবচূড়ামণিতন্ত্রোক্ত কৌলাচারের লক্ষণের সহিত দিব্যভাবের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলেই ইহা বোধগম্য হইবে।

বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণভেদতঃ।
পঞ্চমুদ্রাদিসংযুক্তো বামাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
পঞ্চমুদ্রাদিরহিতো দক্ষিণাচারসংজ্ঞকঃ।"

বাম ও দক্ষিণভেদে আচার দ্বিবিধ। পঞ্চমকারাদিযুক্ত আচারের নাম বামাচার এবং পঞ্চমকাররহিত আচার দক্ষিণাচার নামে অভিহিত হয়। এই মতে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার, এই চারিটি আচার দক্ষিণাচারের অন্তর্গত এবং বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার, এই তিনটি আচার বামাচারের অন্তর্গত।

দ্বিজমাত্রেরই সাধনার প্রথম অবস্থায় বেদাচার অবলম্বন করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাচার এবং শৈবগণ শৈবাচারেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। একমাত্র শক্তিসাধক দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারে অধিকারী। সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের আশ্রয়

গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারের অধিকার লাভ করিতে পারেন। কৌলমার্গে সকল জাতিরই অধিকার আছে। বেদভ্রষ্ট দ্বিজ ও দ্বিজভিন্ন জাতি বেদাচারের অধিকারী নহেন। তাঁহারা প্রথমতঃ দক্ষিণাচারে সাধনা করিতে পারেন, পরে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বামাচারের পথে কৌলমার্গের অধিকার লাভ করিতে পারেন। ইঁহাদের মধ্যে তমোভাবাপন্ন সাধকগণ দক্ষিণাচারের অধিকারী নহেন, ইঁহারা বামমার্গের সাধনার দ্বারা কৌলমার্গে প্রবেশ করিতে পারেন। তমোবহুল সাধকের সাধনপ্রণালী ভিন্নরূপ, এই প্রবন্ধে তাহার কোন বিবরণ প্রদত্ত হইবে না।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতসাধনায় দ্বিজভিন্ন অন্তের অধিকার নাই, বেদভ্রষ্ট দ্বিজেরও অধিকার নাই। কৌলসাধনা ব্রাহ্মণ হইতে ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকলকেই অভয়প্রদানপূর্ব্বক নিজের ক্রোড়ে স্থান প্রদান করেন।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে—সাধারণ সাধক কৌলমার্গের অধিকারী নহে। কৌলমার্গের অধিকার সম্বন্ধে মহামতি ভাস্কর রায় বামকেশ্বরতন্ত্রের টীকার উপোদ্‌ঘাতে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়পূর্ব্বক যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইতেছে,—

"এই জগতে সর্ব্বজনবাঞ্ছনীয় সুখই পুরুষার্থ। সুখ—কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। কৃত্রিম সুখের নাম কাম এবং অকৃত্রিম সুখের নাম মোক্ষ। এতদুভয়ের সাধন ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের সাধন অর্থ, এই জন্য এই দুইটিও পুরুষমাত্রের অভিলষিত। অতএব পুরুষপ্রার্থনীয় বলিয়া পরস্পর তর-তমভাবে অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষ, এই চারিটিই পুরুষার্থ। কল্পসূত্রে উক্ত হইয়াছে– "স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ" [পরশুরামকৃত তান্ত্রিক কল্পসূত্র ১৷৬] আত্মবিবেকই পুরুষার্থ, ইহা মোক্ষের অকৃত্রিমত্বহেতু মুখ্যাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, অতএব বিরোধ হইল না। সেই পুরুষার্থ তাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধ্য। তত্তদুপযোগী চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভ করিতে হয়। শুদ্ধিতারতম্যে তাদৃশ চিত্তৈকাগ্রতা হইয়া থাকে। এই হেতু দয়াময় ভগবান্ পরমেশ্বর অদৃষ্টায়ত্তবিচিত্র-চিত্তশালী লোকদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পরস্পর বিসদৃশ অথচ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা পরমপুরুষার্থসাধনের উপায়স্বরূপ বিদ্যাসকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিতে দেখা যায়,—"ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্" তিনি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বর [তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০।৪৭।১]।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ॥"
[শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৬।১৮]

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে সমগ্র বেদ ও বিদ্যাসকল প্রদান করিয়াছিলেন। "বেদাংশ্চ" এই স্থলে চকারের দ্বারা অন্য বিদ্যাসকল সমুচ্চিত হইয়াছে। যেহেতু—

"তস্মৈ বেদান্ পুরাণানি দত্তবান্ অগ্রজন্মনে।"

এই স্থলে পুরাণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিতেও দেখা যায়,—

"অষ্টাদশানামেতাসাং বিদ্যানাং ভিন্নবর্ত্মনাম্।
আদিকর্ত্তা কবিঃ সাক্ষাচ্ছূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ ॥"

পরস্পর ভিন্নমত এই অষ্টাদশ বিদ্যার আদিকর্ত্তা সাক্ষাৎ শূলপাণি, এইরূপ বেদের উক্তি। জগদাপ্ত পরমশিব সমস্ত বিদ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া অধিকারি-ভেদে সমস্ত বিদ্যারই প্রামাণ্য আছে, সূতসংহিতাদিতে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

"পুরুষভেদে অধিকার ব্যবস্থিত হইয়াছে। যেমন আর্হতাদি দর্শনে নাস্তি-কের অধিকার, বৈদিকমার্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিবর্ণের অধিকার। আবার এক পুরুষের সম্বন্ধেই চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে অধিকারভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। বর্ণভেদের ন্যায় আশ্রমভেদেও ধর্ম্মব্যবস্থার পার্থক্য দেখা যায়। তত্তৎশাস্ত্রে তত্তৎ অধিকারীর প্রবর্ত্তনের জন্য প্রশংসাসূচক বাক্য এবং তত্তৎ অনধিকারীর নিবর্ত্তনের জন্য নিন্দাসূচক বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। নিন্দাবাক্যগুলি "ন হি নিন্দা"—ন্যায়ে * বিধেয়স্তাবকমাত্র। পিত্রাদি অভিভাবকগণ বালককে অতিবাল্যাবস্থায় ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন, আবার পঠদ্দশায় তাদৃশ ক্রীড়ানিবৃত্তির জন্য তাড়না করিয়া থাকেন।"

"জাতমাত্র ত্রৈবর্ণিকের ক্রীড়াধিকার নিবৃত্ত হইলে অক্ষরাভ্যাস হইয়া থাকে। তাহার পর ছন্দঃ ও ভাষাজ্ঞানের জন্য কাব্য অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ; অতএব প্রশংসাসূচক "অদোষং গুণবৎ কাব্যম্" ইত্যাদি অগ্নিপুরাণবচন তাহার প্রবর্ত্তক। ছন্দঃ ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে উত্তরভূমিকায় অধিকার জন্মে। তখনও

* ন হি নিন্দান্যায়—"ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে, অপিতু ইতরৎ স্তৌতি" নিন্দা নিন্দ্য পদার্থকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় না, বিধেয় পদার্থকে প্রশংসা করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ বিষয়ে অপ্রবৃত্তি ও বিধেয় বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই শাস্ত্রে নিন্দা-বাক্য ও প্রশংসাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্থলেও নিন্দাবাক্যগুলি উত্তরভূমিকাধিকারীর পূর্ব্বভূমিকা নিবৃত্তির জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে।

উত্তরভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া কাব্যানুশীলনে নিরত থাকিলে জীবনে আর উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই, ইষ্টলাভেরও আশা নাই। এই জন্য এবম্বিধ অধিকারীকে কাব্যানুশীলনে নিবৃত্ত করিবার জন্য "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ" ইত্যাদি নিষেধবাক্য *। তাহার পর "আত্মা দেহাদির অতিরিক্ত" এই জ্ঞান লাভের জন্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তজ্জন্যই "শুষ্কেনাত্মানমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি বিধি। শুঙ্গ—হেতু, অর্থাৎ অবয়বসমুদায়াত্মক ন্যায়। "আত্মা দেহাদিভিন্ন, অতএব পরলোকযাতায়াতক্ষম" এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে তাদৃশফলক কর্ম্মে অধিকার জন্মে। তখন আর তর্কবিদ্যায় জীবন ক্ষয় করা কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য "আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্" † ইত্যাদি নিষেধবাক্যদ্বারা তর্কবিদ্যানুশীলনের প্রতিষেধ এবং "ধর্ম্মমেবাচরেৎ প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা উত্তরভূমিকা প্রবর্ত্তনের বিধান করা হইয়াছে। এই অবস্থায় ধর্ম্মোপায়ানুষ্ঠানের জন্য পূর্ব্বমীমাংসা এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ড অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম, এই পুরুষার্থত্রয় সাধিত হইলে চতুর্থ পুরুষার্থ [মোক্ষ] লাভেচ্ছায় পূর্ব্বভূমিকাত্যাগের জন্য "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইত্যাদি কর্ম্মনিন্দা। এই সমস্তই অজ্ঞানভূমিকা। অজ্ঞান-ভূমিকা পরম্পরান্তর্ভাবে সাত প্রকার, এইরূপ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহার পর জ্ঞানভূমিকা। জ্ঞানভূমিকাপ্রবৃত্তির জন্য "অথ তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্য বিহিত হইয়াছে। কাহারও মতে জ্ঞানভূমিকা বহু। বশিষ্ঠের মতে জ্ঞানভূমিকা সাত প্রকার। এই সপ্তভূমিকার নাম—(১) বিবিদিষা, (২) বিচারণা, (৩) তনুমানসা,

* মল্লিনাথ "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ—ইতি তু অসৎকাব্যপরম্" এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জৈন কাব্য যশস্তিলকচম্পূতে (১।৪১) এই সুন্দর কবিতাটি দেখিতে পাওয়া যায়,—

"নিদ্রাং বিদূরয়সি শাস্ত্ররসং রুণৎসি,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থমসমর্থবিধিং বিধৎসে।
চেতশ্চ বিভ্রময়সে কবিতে পিশাচি,
লোকস্তথাপি সুকৃতী ত্বদনুগ্রহেণ ॥"

† মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে কশ্যপেন্দ্রসংবাদে—

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥

ইতি প্রস্তুত্য

আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রহ্মযজ্ঞেষু বৈ দ্বিজান্।
যস্যেয়ং ফলনিষ্পত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥
ইতি ব্রাহ্মণং প্রতি শৃগালবাক্যম্"।—ইতি প্রাণতোষিণ্যাম্।

(৪) সত্ত্বাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবিনী, (৭) তুর্য্যগা। ইহাদের লক্ষণ যোগবাশিষ্ঠে দ্রষ্টব্য। তদুপযোগিতাহেতু বেদের উপনিষৎকাণ্ড এবং উত্তর-মীমাংসা অধ্যয়ন কর্ত্তব্য।

"শাস্ত্রদৃষ্টির্গুরোর্ব্বাক্যং তৃতীয়ঃ স্বাত্মনিশ্চয়ঃ।
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাব্দো বোধো ন হি ক্ষমঃ।"

শাস্ত্রদৃষ্টি, গুরুবাক্য ও স্বাত্মনিশ্চয়, এই তিনটিই আন্তর তমোনাশক্ষম, কেবল শাব্দ জ্ঞান তাহা করিতে পারে না। * ইত্যাদি জ্ঞাপকহেতু শাব্দ ও অপরোক্ষানুভবরূপ ভেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সেই হেতু শাব্দজ্ঞানরূপ ভূমিকা লাভের পর তাহাতে বৃথা আয়ুঃক্ষপণ নিবেধের জন্ম "পাণ্ডিত্যান্নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।"

"সপ্তভূমিকার অন্তর্গত দ্বিতীয় [বিচারণা] ও তৃতীয় [তনুমানসা] এই উভয় ভূমিকার মধ্যে ভক্তিরূপা একটি মহতী ভূমিকা আছে। তদুপযোগিতা-হেতু ভক্তিমীমাংসা অধ্যয়ন করিতে হয়। পঞ্চম ভূমিকা [অসংসক্তি] পর্য্যন্ত ভক্তি অনুবর্ত্তন করে। ভক্তির কার্য্য শেষ হইলে অপরোক্ষানুভবরূপ § ষষ্ঠ ভূমিকা লাভ হয়, ইহাই জীবন্মুক্তি। ইহার অব্যবহিত পরেই বিদেহকৈবল্য হয়। "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" এই স্থলে জ্ঞানপদ অনুভবপর।"

'সংসারাবর্ত্তে ভ্রাম্যমান জীব কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্মেষ হইলে জনন-মরণদুঃখ-পরিহারার্থ শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া যখন দেখিতে পাইবে—অপরোক্ষানুভব-রূপ জ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে মুক্তি নাই, জনন-মরণদুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি নাই, পরন্তু শত শত জন্মের চেষ্টায় তাহা লাভ করিতে হয়; তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া তাহা হইতে বিমুখ হইতে পারে। ভ্রান্ত জীব পরিদৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব ও পরিদৃশ্যমান বহু জীবের একাত্মত্ব অববোধ করিতে একান্তই অক্ষম; ইহা বুঝিতে পারিয়াই পরমকারুণিক ঋষিগণ ন্যায়াদি শাস্ত্রের অবতারণা করিয়া প্রচার করিলেন—জগৎ সত্য এবং আত্মা বহু। আত্মা দেহাদি হইতে

* শাস্ত্রদৃষ্টি ও গুরুবাক্য, এই উভয়ই শাব্দজ্ঞানের জনক। স্বাত্মনিশ্চয়দ্বারা অববোধজ্ঞান জন্মে। অন্যের উপদেশে অথবা গ্রন্থপাঠ করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম শাব্দজ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নাম অপরোক্ষ জ্ঞান।

§ ইন্দ্রিয়ের নাম অক্ষ, অক্ষের পর অর্থাৎ অবিষয় যে, তাহার নাম পরোক্ষ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষ জ্ঞান [প্রত্যক্ষ জ্ঞান] বা অপরোক্ষানুভব। নিরাকার ব্রহ্ম চক্ষুরাদির অবিষয়ীভূত হইলেও মনের বিষয়ীভূত, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব আছে বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মেরও অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে।

ভিন্ন এবং বিভু, অন্য পদার্থ হইতে আত্মাকে ভিন্নরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর, এই বোধ হইলেই মুক্তি হইবে। মুমুক্ষু পুরুষ এই বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুক্তিমার্গে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিবে। ন্যায়াদিশাস্ত্রোক্ত ভূমিকা আয়ত্ত হইলে স্বতঃই বিবর্ত্তবাদের আভাস পাইবে এবং ঊর্দ্ধভূমিকায় আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব ন্যায়াদি শাস্ত্রে যে বিবর্ত্তবাদের অপহ্নব করা হইয়াছে, তাহা দোষের বিষয় হয় নাই। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই সকল বাক্যে এবকার দ্বারা "কর্ম্মাদির দ্বারাই উত্তরোত্তর ভূমিকালাভের অধিকার জন্মে, অন্য পথ নাই" ইহাই বুঝান হইয়াছে, উত্তরোত্তর ভূমিকার অভাব বলা হয় নাই। অপরোক্ষানুভবরূপ ব্রহ্মাববোধের পর আর কোন সাধনভূমিকা নাই, অতএব "জ্ঞানাদেব তু" ইত্যাদি স্থলে এবকার অভাববোধক। অতএব তত্ত্বদ্‌বিদ্যাপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই।"

"এই সকল ভূমিকার প্রত্যেকটির অবান্তর ভূমিকা বহু, ইয়ত্তার দ্বারা তহাদের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, কেবল সুধীগণের অনুভববেদ্য। [যোগবাশিষ্ঠে] উক্ত হইয়াছে—

"ইত্যবস্থা ময়া প্রোক্তাঃ সপ্তাজ্ঞানস্য রাঘব।
একৈকা শত-সংখ্যাত্র নানাবিভবরূপিণী ॥"

এই সাতটি অজ্ঞানভূমিকা বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকের নানাবিভব-রূপিণী শত শত অবস্থা আছে। এইরূপ অনেক ভূমিকার মধ্যে এক একটি ভূমিকাই বহু জন্মে আয়ত্ত হইতে পারে। এই প্রকারে অপরিমিত জন্ম ও বহু প্রযত্নদ্বারা পরব্রহ্মের শব্দতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা ভূমিকায় আরোহণ করিলে সংসারাসক্তি কিছু শিথিল হইবে, অর্থাৎ সংসারে সম্পূর্ণ আসক্তিও থাকিবে না, সম্পূর্ণ নির্ব্বেদও হইবে না। এই প্রকার চিত্ত-শুদ্ধি হইলে ভক্তিমার্গে অধিকার লাভ করা যাইবে।* এই বিষয়ে বচনও দেখা যায়—

"ন নির্ব্বিণ্ণো ন চাসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।"

নির্ব্বেদও লাভ করে নাই অথচ আসক্তও নয়, এবম্বিধ পুরুষের ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

"সেই ভক্তি দুই প্রকার—গৌণী ও পরা। অন্তঃকরণে গৌণী ভক্তির আবির্ভাব হইলে সগুণ ব্রহ্মের যথাসম্ভব ধ্যান-অর্চ্চন-জপ-নামকীর্ত্তনাদিতে

* ভক্তি না থাকিলে উপাসনা হইতে পারে না। অতএব নিতান্ত নিম্নভূমিকার সাধকেরও উপাসনায় ভক্তির প্রয়োজন। এবম্ভূত সাধকের ভক্তি ও উপর্যুক্ত ভক্তি, এই উভয়েই ভক্তিপদবাচ্য বটে, কিন্তু স্বরূপগত পার্থক্য আছে। স্থানান্তরে এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

মনের অভিনিবেশ হয়। এই অভিনিবেশজন্য অনুরাগবিশেষের নাম পরা ভক্তি। গৌণী ভক্তির বহু অবান্তরভূমিকা আছে, তাহাদের মধ্যে "যোষামগ্নিং ধ্যায়ীত" ইত্যাদি বাক্যবিহিত ভাবনাসিদ্ধি প্রথম ভূমিকা, "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদি বাক্যবিহিত উপাসনা দ্বিতীয় ভূমিকা, সাক্ষাৎ ঈশ্বরোপাসনা তৃতীয় ভূমিকা।"

"ঈশ্বরের সূর্য্য-গণেশ-বিষ্ণু-রুদ্র-পরশিব-শক্তিভেদে বহু রূপ। * ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাও ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। ছায়া-বল্লভা-লক্ষ্মী প্রভৃতি ভেদে শক্তিও অনন্ত। † বহু জন্মে সাধনার দ্বারা ক্রমে এই সকল ভূমিকায় আরোহণ করিলে পরে আদ্যাশক্তির প্রতি গৌণ ভক্তির উদয় হয়। সাধক এই গৌণভক্তিতে সম্যক্ নিরূঢ় হইলে আদ্যাশক্তির প্রতি পরাভক্তির উদয় হয়।

"শৈব-বৈষ্ণব-দৌর্গার্ক-গাণপত্যাদিকৈঃ ক্রমাৎ।
মন্ত্রৈর্ব্বিশুদ্ধচিত্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে॥
সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥" ‡

"শৈব, বৈষ্ণব, দৌর্গ [দুর্গা সম্বন্ধীয়], আর্ক [সূর্য্য সম্বন্ধীয়], গাণপত্য প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত সাধকের হৃদয়ে কৌলজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

---

* সূর্য্যের উপাসক সৌর, গণেশের উপাসক গাণপত্য, বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব, শিবের উপাসক শৈব এবং শক্তির উপাসক শাক্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বররূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

† সূর্য্যের শক্তি ছায়া, গণেশের শক্তি বল্লভা, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী এবং পরশিবের শক্তি আদ্যাশক্তি। এই আদ্যাশক্তি পরশিব হইতে অভিন্ন এবং বহু নামে অভিহিত। শক্তিতত্ত্ব পৃথক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

‡ ভাস্কর রায় এই বচনের আকরের নাম দেন নাই। কুলার্ণব তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে এই বচন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকের সংখ্যা ২৯, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের সংখ্যা ৭, ৮। প্রথম শ্লোকে কুলার্ণবে "গাণপত্যেন্দুসম্ভবৈঃ" এইরূপ পাঠ আছে। ভাস্করই আবার সৌভাগ্যভাস্করে (১৯৩) বলিয়াছেন—"উক্তঞ্চ কুলার্ণবে,

শৈব-বৈষ্ণব-দৌর্গার্ক-গাণপত্যেন্দুসম্ভবৈঃ।
মন্ত্রৈর্ব্বিশুদ্ধচিত্তস্য কুলজ্ঞানং প্রকাশতে॥ ইতি

ইন্দুসম্ভবং জৈনদর্শনম্।"

সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা বামাচার শ্রেষ্ঠ, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পরে আর কিছু নাই, অর্থাৎ কৌলাচারই চরম ভূমিকা। এই বচনবলে আদ্যাশক্তির প্রতি পরাভক্তিরূপ ভূমিকাই এতদ্‌ভূমিকাসমষ্টির শীর্ষস্থানীয়রূপে প্রমাণিত হয়। ঈদৃশ ভূমিকাক্রম বিষয়ে আরও অনেক মূলীভূত বচন উপন্যস্ত করা যাইত, গ্রন্থ-গৌরব-ভয়ে তাহা করা হইল না।"

ভাস্করের এই উক্তিতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে,—বহু জন্মে সাধনার দ্বারা বহু ভূমিকা অতিক্রম করিয়া আদ্যাশক্তির প্রতি পরা ভক্তি লাভ করিতে পারিলে কৌলমার্গে সম্যক্ নিরূঢ় হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, শাক্ত ভিন্ন অন্যের কৌলাচার নাই।

সাধকের মনে দ্বৈতভাবের কিঞ্চিৎ অপসারণ হইলে অহঙ্কার দূর হইতে আরম্ভ হইবে। তখন সাধক—

"শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা মহেশ্বরী।
পুংলিঙ্গশব্দবাচ্যা যে তে চ রুদ্রাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্যা যাঃ সর্ব্বা গৌর্য্যা বিভূতয়ঃ।
এবং স্ত্রী-পুরুষাঃ প্রোক্তাস্তয়োরেব বিভূতয়ঃ ॥"

[সৌভাগ্যভাস্করধৃত লিঙ্গপুরাণ]

জগতের যাবতীয় পুরুষ ও পুংলিঙ্গশব্দবাচ্য পদার্থ মহাদেবের বিভূতি এবং যাবতীয় স্ত্রী ও স্ত্রীলিঙ্গশব্দবাচ্য পদার্থ গৌরীর বিভূতি। এই প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া সাধক জগৎকে শিব-শক্তিময়রূপে ধারণা করিতে পারেন। সাধক এই প্রকার জ্ঞানে নিরূঢ় হইলেই কৌলমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। সাধক তখন সাধনায় কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া প্রত্যেক পদার্থেই শিব ও শক্তির বিভূতি অনুভব করিতে পারেন।

এই বিষয়ে বামকেশ্বরতন্ত্র বলিতেছেন,—

"যস্য যস্য পদার্থস্য যা যা শক্তিরুদীরিতা।
সা তু সর্ব্বেশ্বরী দেবী স তু সর্ব্বো মহেশ্বরঃ ॥" [৭।৩১]

"বস্তুমাত্রে স্বস্বপ্রয়োজনজনকত্বসামর্থ্যরূপা শক্তিরস্ত্যেব, সা বিমর্শঃ, তদাধারঃ প্রকাশঃ।" * [সেতুবন্ধ]।

* "প্রকাশাত্মকস্য পরব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকং স্ফুরণং বিমর্শ ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং সৌভাগ্যসুধোদয়ে—

বস্তুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত সামর্থ্য আছে, এই সামর্থ্যই শক্তি, এই শক্তিই বিমর্শশক্তি বা আগ্যাশক্তির বিভূতি। শক্তি শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, অতএব শক্তির আধার শিব প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশরূপে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণ বিমর্শশক্তির, এবং বস্তুর স্বরূপ প্রকাশরূপ-শিবের বিভূতি। অতএব প্রত্যেক বস্তুতেই শিব-শক্তির অধিষ্ঠান আছে।

সাধনায় আরও উন্নতিলাভ করিলে সাধকের শিব-শক্তির অভেদ জ্ঞান জন্মে। এই বিষয়ে লিঙ্গপুরাণ বলিতেছেন,—

"যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
তস্মাদভেদবুদ্ধ্যৈব শিবেতি কথয়ন্ত্যুমাম্‌॥
উমা-শঙ্করয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিত একো ন সংশয়ঃ॥"

[সৌভাগ্যভাস্করধৃত লিঙ্গপুরাণ]

যিনি শিব, তিনিই শক্তি, এতদুভয়ে কোন ভেদ নাই বলিয়াই জগদম্বা শিবা নামে অভিহিতা। শিব ও শক্তির পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই, এক বস্তুই বহির্ব্যাপারে দুই রূপ স্বীকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সাধক এই অবস্থায় নিরূঢ় হইলে তাঁহার নিকট শিবের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, তখন শক্তি ও জগদম্বা, শক্তিমতীও জগদম্বা। সাধক তখন—

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা
নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদিকম্।
যদ্‌যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা
দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ॥"

[শৈবনীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবত (৭।১১।৪৫)-টীকাধৃত মুণ্ডমালাতন্ত্র]

স্বাভাবিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাস্য বিদ্যতে শক্তিঃ।
সৈব চরাচরমখিলং জনয়তি জগদেতদপি চ সংহরতে॥"

"স ঈক্ষত", "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির প্রাক্‌কালে পরব্রহ্মের যে প্রথম স্ফুরণ উক্ত হইয়াছে, ইহার নাম বিমর্শ। এই স্ফুরণেই শক্তির প্রথম বিকাশ, এই জন্য ইহার নাম বিমর্শশক্তি। এই বিমর্শশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। পরব্রহ্ম প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দুর্গা, পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন দুর্গা, পুরুষ দুর্গা, স্ত্রী দুর্গা, দেবতা দুর্গা, অসুর দুর্গা, জগতে যত কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, সমস্তই দুর্গা. দুর্গার স্বরূপ ভিন্ন জগতে অন্য পদার্থ নাই। এইরূপে জগৎকে শক্তিময়রূপে ধারণা করিতে পারেন।

এই উদ্দেশ্যেই দেবীভাগবতে (৭।৩৩।১২-১৬) দেবীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণু-রুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্॥
পশু-পক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহঞ্চ তস্করঃ।
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ॥
স্ত্রী-পুং-নপুংসকাকারাপ্যহমেব ন সংশয়ঃ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা॥
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা।
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্॥"

হে ধরণীধর, এই জগৎ আমাতেই ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমিই কারণদেহাভিমানী ঈশ্বর, আমিই সূক্ষ্মদেহাভিমানী সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ, আমি স্থূলদেহাভিমানী বিরাট্, আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমিই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, আমিই সংহারকর্ত্তা রুদ্র, আমিই রুদ্রশক্তি গৌরী, আমিই ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী, আমিই বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, আমিই সূর্য্য, আমিই তারকাসমূহ, আমিই চন্দ্র, এবং আমিই পশুপক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছি। চাণ্ডালও আমি, তস্করও আমি, ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধও আমি, সৎকর্ম্মা মহাজনও আমি; আমিই স্ত্রী, আমিই পুরুষ, আমিই নপুংসক, যত কিছু বস্তু দেখা যায় এবং শোনা যায়, আমি সর্ব্বদাই সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। এমন কোন স্থাবর ও জঙ্গম বস্তু নাই, যাহাতে আমি নাই।

দেবীপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"দেব্যা বা এষ সিদ্ধান্তঃ পরমার্থো মহামতে।
এষা বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ স্বর্গশ্চৈব ন সংশয়ঃ॥
দেব্যা ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
ঈড্যতে পূজ্যতে দেবী অন্ন-পানাত্মিকা চ সা॥

সর্ব্বত্র শঙ্করী দেবী তনুভির্নামভিশ্চ সা।
বৃক্ষেষূর্ব্ব্যাং তথা বায়ৌ ব্যোম্ন্যপ্স্বগ্নৌ চ সর্ব্বগা॥
এবম্বিধা হ্যসৌ দেবী সদা পূজ্যা বিধানতঃ।
ঈদৃশীং বেত্তি যস্ত্বেনাং স তস্যামেব লীয়তে॥"

[সৌভাগ্যভাস্করধৃত দেবীপুরাণ]

"শক্তি সম্বন্ধে পরমার্থ সিদ্ধান্ত এই—এই দেবীই বেদ, ইনিই যজ্ঞ, ইনিই স্বর্গ, তিনিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, যে দেবতাকেই স্তুতি বা পূজা করা হউক না কেন, তাহাতে তাঁহারই স্তুতি বা পূজা করা হয় [যেহেতু দেবতাসকল তাঁহারই বিভূতিমাত্র], তিনিই আহার্য্য অন্ন, তিনিই পানীয় জল, তিনি বৃক্ষে, মাটিতে, বায়ুতে, আকাশে, জলে ও অগ্নিতে অবস্থিতি করিতেছেন, পরিমিত কথায় প্রয়োজন কি, জগতের সমস্ত পদার্থেই তিনি বিদ্যমানা, তিনি নানা রূপ ও নানা নাম ধারণ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন। যে সাধক এই প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারে, সে অন্তে তাঁহাতেই লীন হয় অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।" তখন এই ভাবের সাধনায় সাধক আপনার ও জগতের সত্তা তাঁহার সত্তায় ডুবাইয়া দিয়া পরম ব্রহ্মানন্দ লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া যান। এই উদ্দেশ্যেই কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন,—"সর্ব্বং শাম্ভবীরূপম্" জগতে সমস্ত পদার্থই শক্তিময়। "সর্ব্বৈক্যভাবুদ্ধিমন্তে"—কৌলাচারের শেষ ভাগে জগতের সমস্ত পদার্থে অভেদ বুদ্ধি হয়। "সর্ব্বসমো ভবতি"—জাগতিক পদার্থের সহিত নিজের তুল্যতা হয় অর্থাৎ কোন ভেদ থাকে না। "স মুক্তো ভবতি"—ইত্যাকার জ্ঞানলাভ করিলেই মুক্তিলাভ হয়। এবম্বিধ সাধকের পক্ষে শ্রুতি-স্মৃত্যুদিত বিধি-নিষেধ কিছুই নাই। এই জন্যই কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন,—"আম্নায়া ন বিদ্যন্তে"। কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"যথামৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্॥ [১।১০৪]

অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত পুরুষের যেমন অন্য আহারের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। কুলার্ণবতন্ত্র আরও বলিতেছেন,—

"যথা হস্তিপদে লীনং সর্ব্বপ্রাণিপদং ভবেৎ।
দর্শনানি চ সর্ব্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে॥"* [২।১৩]

---

* "দর্শনানিতু সর্ব্বাণি কুলমেব বিশন্তি হি।" ইতি ভাস্করসম্মতঃ পাঠঃ [সৌভাগ্য-ভাস্কর ৫৩ পৃঃ]।

যেমন সকল প্রাণীর পদচিহ্নই হস্তীর পদচিহ্নে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত দর্শনশাস্ত্র কুলশাস্ত্রে লীন হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন, কৌলমার্গে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। গীতাতেও ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন,—

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" [২।৪৬]

সমস্ত দেশ জলে আপ্লুত হইলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের আর প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের বেদসকলে আর প্রয়োজন নাই।

সাধক শাক্তজ্ঞানের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

"অনন্তং ব্রহ্মাণ্ডং বহসি গিরিজে রোমবিবরে
তথাপি ত্বং দুঃখং বহনজনিতং নানুভবসি।
ময়া দত্তঃ চিত্তং পরমণুমিতং পাদযুগলে
সদা দূরে দূরে ক্ষিপসি কিমু মাতর্ব্যবসিতম্॥"

[উদ্ভট]

মাতঃ গিরিজে! তুমি রোমবিবরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহন করিতেছ, তথাপি বহনজনিত দুঃখ অনুভব করিতেছ না; কিন্তু আমি আমার অণুপরিমিত চিত্তকে তোমার পদযুগলে প্রদান করিতেছি, আর তুমি তাঁহাকে সর্ব্বদা দূরে নিক্ষেপ করিতেছ! তোমার অভিপ্রায় কি, জানি না। সেই সাধক আবার কৌলজ্ঞানের চরম সোপানে আরোহণ করিয়া বলিতেছেন,—

"অয়ৈকাদশি তুভ্যমঞ্জলিরয়ং সন্ধ্যে শিরস্থাস্যতাং
ভো দর্ভা বিরমন্তু হন্ত তুলসি ত্বদ্বাসনাপ্যুজ্‌ঝিতা।
প্রাগ্‌জন্মার্জ্জিতসঞ্চিতাখিলতপঃসম্ভারসম্ভাবিতে
দুর্গানামনি মোক্ষধামনি ময়া ন্যস্তাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥"

[উদ্ভট]

হে মাতঃ একাদশি! তোমাকে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। সন্ধ্যে! তুমি আমার মস্তকে থাক। হে কুশসকল! তোমরা বিরত হও। হে তুলসি! তোমার বাসনাও পরিত্যাগ করিয়াছি [অর্থাৎ এই সকল পদার্থে আর কোন প্রয়োজন নাই]। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহার ফলে মুক্তির আলয় দুর্গানাম লাভ করিয়া তাহাতেই সমস্ত ক্রিয়া ন্যস্ত করিয়াছি।

কৌলজ্ঞানে পাণ্ডিত্যাভিমানীর অধিকার নাই। এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তং * যস্য মে গুরুসন্ততিঃ।
তস্য মে সর্ব্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্যো মহীতলে॥
ইতিনিশ্চিতবুদ্ধির্যঃ স ভবেদাবয়োঃ প্রিয়ঃ।
অহং গুরুরহং জ্যেষ্ঠস্ত্বহং বেদ্মীতি গর্ব্বিতঃ।
অহমেব গতির্যেষাং কৌলিকা ন ভবন্তি তে॥" [১।৪১,৪২]

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—"ব্রহ্মা হইতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই আমার গুরু, অর্থাৎ সকলের নিকটই আমার শিক্ষণীয় বিষয় আছে, আমি সকলের শিষ্য, অতএব পৃথিবীতে আমার পূজ্য কে নয়?" যে সাধক এই প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি, সে আমার ও তোমার প্রিয়। আমি গুরু, আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি সকল বিষয় জানি, এইরূপে যে গর্ব্বিত, এবং যাহারা অহঙ্কারসর্ব্বস্ব, কৌলসাধনায় তাহাদের অধিকার নাই। †

---

* "ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং" বা "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং" প্রয়োগ বহু স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে "স্তম্ব" শব্দের "তৃণগুচ্ছ" অর্থ সুবিদিত। ভাস্কররায় ললিতাসহস্রনামের (৮০ পৃঃ) "আব্রহ্মকীটজননী" এই নামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মা সর্ব্বজীবসমষ্টিঃ স্থূলতমো হিরণ্যগর্ভাখ্যো জীবঃ। কীটঃ অতীন্দ্রিয়তর উর্ণাভক্ষকো বৈদ্যতন্ত্রে ককেরুক-মকেরুকেতি দ্বৈবিধ্যেন প্রতিপাদিতঃ সূক্ষ্মতমো জীববিশেষঃ। অন্তগ্রহণেন প্রত্যাহারন্যায়েন তন্মধ্যপতিতাঃ সর্ব্বেঽপি তন্মধ্যম-পরিমাণকশরীরধারিণো জীবা গৃহ্যন্তে। আঙ্ অভিবিধৌ। ব্রহ্মাদি-স্তম্বান্ত-জীবজাত-জনয়িত্রীত্যর্থঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই—জগতের যাবতীয় জীবসমষ্টির অভিমানিনী দেবতার নাম ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ; অতএব জগতে ব্রহ্মা অপেক্ষা স্থূল জীব আর নাই। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতম কীটবিশেষের নাম স্তম্ব; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম জীবও জগতে আর নাই। অতএব "ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্তং" এই পদের দ্বারা স্থূলতম ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্মতম কীটবিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী গৃহীত হইয়াছে।

† উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন,—"পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"। পাণ্ডিত্যাভিমানীর বৈদান্তিক অদ্বৈত সাধনায়ও অধিকার নাই। বহুদিন পূর্ব্বে কোন পুস্তকে একজন মুসলমান সাধকের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা এই—আরবদেশে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত একজন সাধক ছিলেন। জন-সমাজে পাণ্ডিত্যে ও সাধনায় তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। এই জন্য তিনি বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতেন এবং সাধারণকে হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। একদিন মরুভূমিতে ভ্রমণকালে তিনি পিপাসায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া জলের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এই সময় দেখিতে পান—কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটি খর্জ্জুরকুঞ্জে একটি যুবক একজন স্ত্রীলোকের সহিত সংশ্লিষ্টভাবে উপবিষ্ট হইয়া বোতল হইতে কি পান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন—ঘৃণিত জীব, মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছে; তাহাতেও মেয়েমানুষ এবং সুরা সঙ্গে। নিকটে গিয়া জানিতে পারিলেন—স্ত্রীলোকটী যুবকের মাতা এবং বোতলে বিশুদ্ধ জল। যুবক-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তিনিও জলের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত করিলেন। সেই দিন হইতে

কৌলমার্গের প্রথম অবস্থায় সাধকের মনঃ তাদৃশ উন্নত হয় না, তখন বাহ্য-পূজা এবং মানসপূজা, তুইই করিতে হয়। এই মানসপূজা বা অন্তর্যাগ চিন্তামাত্র নহে, ইহার প্রণালী গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। পরে অন্তর্যাগে নিরূঢ় হইলে আর বাহ্যপূজার প্রয়োজন হয় না, সাধক ইচ্ছা করিলে তাহা করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। এই বিষয়ে ভাস্কররায় [সেতুবন্ধ; ৫ পৃঃ] বলিয়াছেন,—ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনা বহির্যাগ ও অন্তর্যাগভেদে দ্বিবিধ; আবার অন্তর্যাগ ত্রিবিধ—সকল, সকলনিষ্কল ও নিষ্কল। সেই হেতু ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসনার চারিটি ভূমিকা। পূর্ব্বের মত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিকায় আরোহণ করিয়া পর পর ভূমিকায় অধিকার লাভ করিতে হয়। বহির্যাগ বিষয়েও কেবল, যামল, মিশ্র, চক্রযুক্ ও বীরশঙ্কর, এই পাঁচ প্রকার ভেদ এবং তন্ত্রভেদে অভিগমনাদি পাঁচ প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে। ভূমিকাভেদে চিত্তশুদ্ধিতারতম্যের নিয়ামকত্ব। চিত্তশুদ্ধিভেদে বহির্যাগের প্রকারভেদ হয় না, দেশ-কাল-শক্ত্যাদিভেদে তাহার ব্যবস্থা। এই জন্য বহির্যাগের প্রকারভেদগুলি একই ভূমিকায় অবস্থিত। সাধকের পক্ষে দেশ কাল শক্তি অনুসারে ইহাদের একতম অবলম্বন করিলেই হইবে। চিত্তশুদ্ধিভেদে পৌর্ব্বাপর্য্যরূপে ত্রিবিধ অন্তর্যাগই অবলম্বনীয়।

এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতায় শিবমাহাত্ম্যখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে শক্তিপূজাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে,—

"পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন বাহ্যা তু দ্বিবিধা মতা ॥৩
বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রাস্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি ॥৪"

পরাশক্তির পূজা বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাহ্যপূজা বৈদিকী ও তান্ত্রিকীভেদে দ্বিবিধ। তান্ত্রিকী পূজায় তান্ত্রিক অর্থাৎ তন্ত্রানুসারে দীক্ষিত সাধকের অধিকার এবং বৈদিকী পূজায় বৈদিক অর্থাৎ স্বগৃহোক্তসংস্কারসংস্কৃত সাধকের অধিকার। বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতিপুরাণাদিপ্রতিপাদিত জার নামপূ বৈদিকী পূজা।

সাধকের জ্ঞানগর্ব্ব দূর হইল, তখন হইতে নিজকে নিতান্ত হীন এবং ক্ষুদ্র জীবের নিকটেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে মনে করিয়া জীবমাত্রকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সকল ধর্ম্মেই পাণ্ডিত্যাভিমান সাধনার বিরোধী। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবে, কিন্তু তজ্জন্য অভিমান পরিত্যাগ করিবে।

"অথাভ্যন্তরপূজায়ামধিকারো ভবেদ্যদি।
ত্যক্ত্বা বাহ্যামিমাং পূজামাশ্রয়েদপরাং বুধঃ ॥
পূজা যাঽভ্যন্তরা সাঽপি দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
সাধারা চ নিরাধারা নিরাধারা মহত্তরা ॥
সাধারা যা তু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি।
আধারে বর্ণসংক্লৃপ্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্ ॥
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা গুরুণোক্তেন বর্ত্মনা।
যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সা তু তস্যাং মনোলয়ঃ ॥"১০-১৩

আভ্যন্তর পূজায় অধিকার লাভ করিলে বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করিবে। সেই আভ্যন্তর পূজা সাধারা ও নিরাধারা-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে নিরাধারা পূজা শ্রেষ্ঠ। হৃৎপুণ্ডরীকগত দহরাকাশে মাতৃকাবর্ণক্লৃপ্ত আধারে গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিবে; ইহাই সাধারা পূজা। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানধারার নাম সংবিৎ, এই সংবিদ্রূপিণী পরমেশ্বরীতে-মনোলয়ের নাম নিরাধারা পূজা।

মনোলয় বা আত্মলয় সম্বন্ধে সূতসংহিতান্তর্গত সূতগীতায় উক্ত হইয়াছে,—

"শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন তর্কৈঃ শাস্ত্রানুসারিভিঃ।
সর্ব্বসাক্ষিতয়াত্মানং সম্যঙ্ নিশ্চিত্য সুস্থিরঃ ॥
স্বাত্মনোঽন্যতয়া ভাতং সমস্তমবিশেষতঃ।
স্বাত্মমাত্রতয়া বুদ্ধ্বা পুনঃ স্বাত্মানমদ্বয়ম্ ॥
শুদ্ধং ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য স্বয়ং স্বানুভবেন চ।
নিশ্চয়ঞ্চ স্বচিন্মাত্রে বিলাপ্যাবিক্রিয়েঽদ্বয়ে ॥
বিলাপনঞ্চ চিদ্রূপং বুদ্ধ্বা কেবলরূপতঃ।
স্বয়ং তিষ্ঠেদয়ং সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিৎপ্রবরো মুনিঃ ॥
ঈদৃশীয়ং পরা নিষ্ঠা শ্রৌতী স্বানুভবাত্মিকা।"

[সৌভাগ্যভাস্কর, ১৩৪ পৃঃ]

শাস্ত্রবাক্য, গুরূপদেশ ও শাস্ত্রসম্মত তর্ক, এই সকলের দ্বারা সুস্থিরচিত্তে "আত্মা সকলের সাক্ষিস্বরূপ" এই প্রকার সম্যক্ নিশ্চয় করিয়া, যে সকল পদার্থ আত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সমস্ত আত্মাই অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া, "অদ্বয় আত্মাই শুদ্ধ ব্রহ্ম" এইরূপ স্বয়ং নিজের অনুভবের দ্বারা নিশ্চয় করতঃ, সেই নিশ্চয়জ্ঞানকেও বিকাররহিত অদ্বয়

চিন্ময় ব্রহ্মে বিলয় করিবে, পরে সেই বিলয়ক্রিয়াকেও চিদ্রূপ জ্ঞান করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিৎপ্রবর সাধক স্বয়ং শুদ্ধ কেবলরূপে অবস্থান করিবে। এই প্রকার স্বানুভবাত্মিকা পরা নিষ্ঠা বেদসম্মতা।

ভাস্করোক্ত সকল ও সকলনিষ্কল অন্তর্যাগ সাধারা পূজার অন্তর্গত, এবং নিষ্কল অন্তর্যাগই নিরাধারা পূজা। কৌল সাধক এইরূপে সংবিদ্রূপা ব্রহ্মময়ী পরা-শক্তিতে আত্মলয় করিতে পারিলেই মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিবেন; তখন আর তাঁহার কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকিবে না। ঈদৃশ জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

সূতসংহিতায় বাহ্যপূজার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদ কথিত হইয়াছে, কিন্তু আভ্যন্তর পূজায় বা অন্তর্যাগে বৈদিক-তান্ত্রিক ভেদ উক্ত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে সাধারা পূজায় বৈদিক ও তান্ত্রিকে প্রণালীভেদ আছে, নিরাধারা পূজায় প্রণালীভেদও নাই, ইহাতে উভয়ই তুল্য। এই জন্যই [সৌভাগ্যভাস্কর, ৮৫ পৃঃ ধৃত] রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে,—

"যদ্বেদৈর্গম্যতে স্থানং তৎ তন্ত্রৈরপি গম্যতে।"

বৈদিক সাধনায় যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তান্ত্রিক সাধনায়ও সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। পথ বিভিন্ন হইলেও গন্তব্য স্থান উভয়েরই এক।

এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে,—কৌলোপাসনা যখন ব্রহ্মেরই উপাসনা, তখন উপাস্য দেবতাকে শক্তি বা স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে উপাসনা করা হয় কেন? কৌল-সাধনা মুক্তির সাধনা, মুক্তিবিষয়ে শক্তিরই কর্ত্তৃত্ব। এই বিষয়ে ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ন চ মোচনস্য শিবকার্য্যত্বাৎ কথং তত্র দেব্যাঃ কর্ত্তৃত্বম্? ইতি বাচ্যম্। মোচকত্বশক্তিমন্তরেণ শিবস্য তদযোগেন মোচনকর্ত্তৃতায়া অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং শক্তাবেব স্বকর্ত্তুঃ যুক্তত্বাৎ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—

"শক্তো যয়া স শম্ভুর্ভুক্তৌ মুক্তৌ চ পশুগণস্যাস্য।
তামেনাং চিদ্রূপামাদ্যাং সর্ব্বাত্মনাস্মি নতঃ॥"

[ভোজরাজকৃত তত্ত্বপ্রকাশ, ১।৩]

ইতি। কিঞ্চ স্বাতন্ত্র্যং হি কর্ত্তৃত্বং "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" ইতি পাণিনিসূত্রাৎ। তচ্চ শক্তিগতমেব। তথা চ শক্তিসূত্রম্*—"চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" ইতি।

* অগস্ত্যকৃত শক্তিসূত্র অতি দুর্লভ। বহুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। আমরা মাদ্রাজ হইতে ভাষ্য সহ ইহার নকল আনাইয়াছি।

যত্তু "চৈতন্যমাত্মা" ইতি শিবসূত্রং*, তৎ স্বাতন্ত্র্যানির্দ্দেশান্নপুংসকলিঙ্গবলাচ্চ কর্তৃত্বাদিধর্ম্মাভাবপরম্। যত্তু,—

"চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুরিত্যাদ্যসূত্রং কিল শক্তিশাস্ত্রে।

চৈতন্যমাত্মেতি তু শৈবশাস্ত্রে শিবশ্চ শক্তিশ্চ চিদেব তস্মাৎ॥"

ইত্যভিযুক্তৈরুচ্যতে, তত্তু শক্তি-শক্তিমতোরভেদাভিপ্রায়েণেতি তু শৈবরহস্য-নিকর্ষঃ।" মর্ম্মার্থ—মোচন অর্থাৎ মুক্তি শিবের কার্য্য, ইহাতে শক্তির কর্তৃত্ব নাই, এইরূপ বলা যায় না ; যেহেতু মোচকত্ব একটি ধর্ম্ম বা শক্তি, সেই শক্তি ভিন্ন শিব মোচক হইতে পারেন না। অতএব শক্তির মোচনকর্তৃত্ব স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। এই বিষয়ে অভিযুক্ত [শাস্ত্রজ্ঞ] বাক্য এই—"যে শক্তির দ্বারা সেই শম্ভু পশুগণের ভুক্তি ও মুক্তি বিষয়ে শক্ত অর্থাৎ সমর্থ, সেই চিদ্রূপা আদ্যা শক্তিকে আমি সর্ব্বাত্মভাবে প্রণাম করি। বিশেষতঃ "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" এই পাণিনিসূত্রানুসারে স্বাতন্ত্র্যই কর্তৃত্ব। সেই স্বাতন্ত্র্য শক্তিগত। এই বিষয়ে শক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে,—"স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বাধীনা চিতি শক্তিই বিশ্বসিদ্ধির হেতু।" শিবসূত্রে যে উক্ত হইয়াছে,—"চৈতন্যই আত্মা", এই স্থলে স্বাতন্ত্র্যের নির্দ্দেশ করা হয় নাই এবং নপুংসকলিঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই জন্য এখানে কর্তৃত্বাদি-ধর্ম্মশূন্য চৈতন্য বুঝিতে হইবে। [বলা বাহুল্য, "চৈতন্যমাত্মা" এই স্থলে আত্মা শিব]। শক্তিশাস্ত্রে প্রথম সূত্রে "চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" আর শৈব-শাস্ত্রে "চৈতন্যমাত্মা" এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া শিব ও শাক্ত উভয়ই চিৎ।" এই অভিযুক্তবাক্য শক্তি ও শক্তিমানের অভেদাভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। ইহাই শৈবরহস্যের নিষ্কর্ষ।" ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [১০৬ পৃঃ] "বিদ্যা-বিদ্যাস্বরূপিণী" নামনির্ব্বচনে বলিয়াছেন,—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥"

ইতি শ্রুতৌ প্রসিদ্ধে বিদ্যাবিদ্যে। বিদ্যা স্বাত্মরূপং জ্ঞানম্ অবিদ্যা চরম-বৃত্তিরূপং জ্ঞানম্। তদুভয়ং স্বরূপমস্যাঃ। উক্তঞ্চ বৃহন্নারদীয়ে,—

তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জগৎকার্য্যপরিক্ষমা।

ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে॥

ইতি। দেবীভাগবতেঽপি,—

ব্রহ্মৈব সাতিদুষ্প্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী।

ইতি। তত্রৈব স্থলান্তরে—

* শিবসূত্র ভাষ্য বৃত্তি ও বার্ত্তিকসহ কাশ্মীর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

"বিদ্যাঽবিদ্যেতি দেব্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব।
একয়া মুচ্যতে জন্তুরন্যয়া বধ্যতে পুনঃ॥ ইতি"

এই প্রমাণেও দেখা যাইতেছে—পরাশক্তিই অবিদ্যারূপে জীবকে বদ্ধ এবং বিদ্যারূপে মুক্ত করেন।

বস্তুতঃ কৌলজ্ঞান নিষ্কল ব্রহ্মজ্ঞান। * ব্রহ্মের স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ব বিভাগ নাই, অথবা তিনি স্ত্রী পুরুষ সকলই। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন,—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।" ৪।৩
"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।" ৫।১০

তাঁহার স্ত্রীত্ব পুংস্ত্ববিভাগ না থাকিলেও কৌলসাধকগণ তাঁহাকে শক্তিরূপেই উপাসনা করেন, ইহাই তাঁহাদের আচার † !

কৌলসাধকগণ বাহ্য পূজায় উপাসনার অঙ্গরূপে পঞ্চমকার গ্রহণ করেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পাঁচটির নাম পঞ্চমকার §। এই পাঁচটি পদার্থের নামের আদিতে মকার আছে বলিয়া ইহার নাম পঞ্চমকার। চাউলভাজা, চিড়া ভাজা, ছোলাভাজা প্রভৃতি মদ্যের চাটনিরূপে ব্যবহার করা হয়, ইহার নাম মুদ্রা। বৈধমাংস, মৎস্য ও মুদ্রা অভক্ষ্য নহে, অতএব ইহাদের সম্বন্ধে কোন বিতর্ক নাই; কিন্তু মদ্য ও মৈথুন সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হয়। কৌলসাধকের পঞ্চমকারগ্রহণ বিষয়ে ত্রিপুরামহোপনিষৎ বলিতেছেন,—

"পরিস্রুতং ঝষমাদ্যং পলঞ্চ ভক্তানি যোনীঃ সুপরিষ্কৃতানি।
নিবেদয়ন্ দেবতায়ৈ মহত্যৈ স্বাত্মীকৃত্য সুকৃতী সিদ্ধিমেতি॥" ১২

মর্ম্মার্থ—পরিস্রুতং=মদ্য। ঝষম্=মৎস্য। পলম্=মাংস। ভক্তানি=মুদ্রা। যোনীঃ=মৈথুনজাত কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য। সুপরিষ্কৃতানি=পাকাদি লৌকিক সংস্কার ও মন্ত্রাদি অলৌকিক সংস্কার দ্বারা শোধিত। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনজাত কুণ্ডগোলোত্থ দ্রব্য, এই পাঁচ পদার্থ পাকাদি লৌকিক সংস্কার ও মন্ত্রসংস্কারাদি অলৌকিক সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া পরাশক্তিকে নিবেদন করতঃ দেবতার প্রসাদরূপে স্বয়ং আত্মসাৎ করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

---

* ইহা কৌলোপনিষদে প্রতিপাদিত হইবে।

† শক্তিতত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হইলে কৌলসাধকের শক্তি-উপাসনার কারণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হইবে না। প্রবন্ধান্তরে শক্তিতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

§ "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্॥" [কুলার্ণবতন্ত্র, ১০৫]

এই শ্রুতির ভাষ্যে ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ঝষো মৎস্যঃ। পলং মাংসম্। ঝষস্যাস্য পরিষ্কৃতং প্রথমস্যোত্তরং দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ। তেন ঝষস্তৃতীয়ঃ। ভক্ষ্যানি বটক চণকাদি-মুদ্রাখ্যাত্মকানি নানাবিধান্ন্যন্নানি চতুর্থম্। যোনিপদং কুণ্ডগোলোদ্ভবোপলক্ষণং, তৎ পঞ্চমম্। যোনীরিতি বহুবচনং তু ক্ষত্রিয়াদিকতিপয়জাতিভেদাভিপ্রায়ম্। তদুপবৃংহণং কলাষ্টকাদিপদেন তন্ত্রেষু দ্রষ্টব্যম্। চকারঃ পঞ্চানাং সমুচ্চয়পরঃ। পলস্য ঝষোত্তরং পঠিতস্যাপি ঝষাৎ পূর্ব্বমাদ্যপদেন মকারাণাং ক্রমো বিবক্ষিতো ধ্বন্যতে। মুখ্যালাভে প্রতিনিধিভিরর্চ্চনস্য ন্যায়েন মপঞ্চকালাভেঽপি "নিত্যক্রমঃ প্রত্যবমৃষ্টিঃ" ইতি কল্পসূত্রেণ চ সিদ্ধত্বেঽপি পূর্ব্বপূর্ব্বালাভে সতি নোত্তরোত্তরস্য মুখ্যস্য লাভেঽপি গ্রহণমিতি দ্যোতিতম্। প্রথমমাত্রালাভেঽপি চতুর্থস্য নৈবেদ্যার্থমাবশ্যকত্বাৎ তাবন্মাত্রগ্রহণং সম্প্রদায়লভ্যম্। * * * * পরদেবতাতর্পণমাত্র-পর্য্যাপ্তমাত্রস্য লাভেঽপি ন প্রতিনিধিনা যাগঃ। বহির্যাগে স্বাত্মীকারস্য প্রতিপত্তিত্বেন তল্লোপেঽপি বাধকাভাবাদিত্যাদিকন্তু বাষ্টন্যায়সিদ্ধমূহনীয়ম্। সুপরিষ্কৃতানি দৃষ্টাদৃষ্টসংস্কারৈঃ সংস্কৃতানি। তে চ পাকাদিরূপা লৌকিকাঃ, শাপমোচনাদিরূপা বৈদিকাশ্চ * বহুবস্তন্ত্রেষু প্রসিদ্ধাঃ। "বহ্বল্পং বা স্বগৃহোক্তম্" ইতি ন্যায়েন কল্পসূত্রোক্তমাত্রা বা। মহত্যৈ দেবতায়ৈ মহাদেব্যৈ নিবেদয়ন্ যজন্ সুকৃতী বহির্যাগকর্ত্তা তানি স্বাত্মীকৃত্য স্বয়মপি ভক্ষয়িত্বা সিদ্ধিং যাগফলমেতি প্রাপ্নোতি। পরস্পরসমুচ্চিতপ্রথমাদিমপঞ্চকবতা যাগেন মহাদেবী-দেবতাকেন ইষ্টসিদ্ধিং ভাবয়েৎ, ইতি বিধিপর্য্যবসানাদিপ্রকারোঽন্তর্যাগবিধিবদেব দ্রষ্টব্যঃ।" ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই—মুখ্যের অলাভে প্রতিনিধির দ্বারা যাগের বিধান শাস্ত্রে আছে। পঞ্চমকারের অভাবেও তাহার প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধির দ্বারা বহির্যাগের বিধান তন্ত্রে বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভাস্করের উক্তির তাৎপর্য্য এই,—পঞ্চমকার স্থলে মুখ্যের প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলেই প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্য করিবে, কিন্তু মুখ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না।† প্রথম মকার অর্থাৎ মদ্যের অলাভে অন্য মকারের লাভ হইলেও তাহা গ্রহণ করিবে

---

* পঞ্চমকার সাধনের যে সকল মন্ত্র তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই সকলগুলিই বৈদিকমন্ত্র।

† যাঁহার মুখ্য পঞ্চমকারে অধিকার নাই, তিনিও প্রতিনিধির দ্বারা বহির্যাগ করিবেন না. ইহাও ভাস্কর রায় অন্যত্র বলিয়াছেন, যথা—"দক্ষিণমার্গার্চ্চনেঽপি কারণাদেরেব করণত্বাৎ ব্রীহিযবয়োরিব বৈকল্পিকদ্রব্যান্তরবিধানাভাবাৎ। গুড়োদনাদীনাং প্রতিনিধিত্বেন মুখ্যালাভ এব তত্রাধিকারাৎ। "শক্তঃ প্রথমকল্পস্য নানুকল্পং সমাচরেৎ" ইতি নিষেধবলেন প্রথমাধিকারিণ ইতরানুষ্ঠানাযোগাৎ।" [বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা, ১।১৭২]

না, অনুকল্পের দ্বারাই কার্য্য করিবে। চতুর্থ মকার মুদ্রা অর্থাৎ তণ্ডুল, চণক, মুদ্গ প্রভৃতির নৈবেদ্যার্থে প্রয়োজন হয়, অতএব প্রথম মকারের অলাভেও নৈবেদ্যার্থে চতুর্থ মকার গ্রহণ করিবে। কেবল পরদেবতার তর্পণের উপযুক্ত মুখ্য দ্রব্যের লাভ হইলেও প্রতিনিধি গ্রহণ করিবে না, মুখ্যের দ্বারাই কার্য্য করিবে। আত্মসাৎকরণের লোপ হইলেও বাধা হইবে না। এই বিষয়ে কুলার্ণব তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

"মৎস্য-মাংসবিহীনেন মদ্যেনাপি ন তর্পয়েৎ।
ন কুর্য্যাৎ মৎস্যমাংসাভ্যাং বিনা দ্রব্যেন পূজনম্॥"

মৎস্যমাংসের অভাব হইলে কেবল মদ্যের দ্বারা তর্পণ করিবে না, আবার মদ্যের অভাব হইলেও মৎস্য মাংসের দ্বারা পূজা করিবে না। এইরূপ স্থলে অনুকল্প গ্রহণ করিবে।

যাঁহারা পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া বাহ্য পঞ্চমকারকে উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহারা কর্ণাটদেশীয় চতুর্ব্বেদবিৎ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ভাস্কররায়ের এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রেই নানা স্থানে পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অন্য উদ্দেশ্য আছে। কৌলমার্গের প্রথম অবস্থায় পূজার আবশ্যকতা আছে, তাহাতেই বাহ্য পঞ্চমকার গ্রহণ করিবে, ইহাই মূল শ্রুতি ও ভাস্কররায়ের ভাষ্যের মর্ম্ম।

তন্ত্রশাস্ত্রে বাহ্যপূজার অঙ্গীভূত প্রত্যেক ক্রিয়ারই বাসনা অর্থাৎ কোন্ ক্রিয়া কিরূপ ভাবনা করিয়া করিবে, তাহার বিধান আছে। পঞ্চমকারবাসনা সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্‌বিজ্ঞায় বাসনাম্।
পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ॥" ৫।৯১
"লিঙ্গত্রয়বিশেষজ্ঞঃ ষড়াধারবিভেদকঃ।
পীঠস্থানানি চাগত্য মহাপদ্মবনং ব্রজেৎ॥
আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তিসামরস্যসুখোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিষ্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ॥
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে।

মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ ॥
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ।
অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ ॥
শক্তিং তাং সেবয়েদ্যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ।
পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ ॥
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদপরে স্ত্রীনিষেবকাঃ।
ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে ॥
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে।" [৫।১০৫-১১৩]

মর্ম্ম—শ্রীগুরু ও কুলশাস্ত্র হইতে পঞ্চতত্ত্বের বাসনা সম্যক্ অবগত হইয়া সেবা করিবে, অন্যথা পতিত হইতে হয়। সুষুম্নামধ্যগত লিঙ্গত্রয়সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং ষট্চক্রভেদে সমর্থ সাধক সুষুম্নাপথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গমন করত সহস্রারগত পীঠস্থানে গমন করিয়া, তথায় মহাপদ্মবনে প্রবেশ করিবেন। তথায় চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরশিবরূপ চন্দ্র ও কুণ্ডলী শক্তির সামরস্যজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া সহস্রারপদ্মনিঃসৃত সুধা পান করিবেন। যে সাধক বাহ্যপূজায় সুরাকে উক্তরূপ ভাবনার দ্বারা সেই সুধারূপে কল্পনা করিয়া সেবন করিতে পারেন, তাঁহার ইহা সুরাপান নহে—সুধাপান। এইরূপ ভাবনায় অশক্ত সাধক সুরাপান করিলে তজ্জন্য পাপী হইবেন। যে সাধক জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা পাপ-পুণ্যরূপ পশুকে হনন করিয়া পরমাত্মায় লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মাংসাশী। এইরূপ ভাবনায় অশক্তের মাংস ভক্ষণ পাপজনক। যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া পরমাত্মায় লীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মৎস্যাশী। এইরূপ ভাবনায় অসমর্থ সাধক মৎস্যভক্ষণে পাপী হইবেন। পশু সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধ, কৌলসাধকের শক্তি প্রবুদ্ধ, যে সাধক সেই প্রবুদ্ধ শক্তির সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত শক্তিসেবক। [ইহা চতুর্থ মকার মুদ্রার ভাবনা, শক্তিই মুদ্রারূপা, এই প্রকার ভাবনা করিয়া মুদ্রা সেবন করিতে হইবে।] যে সাধক পরাশক্তি ও পরমশিব, উভয়ের মিথুনের সংযোগজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত মৈথুনসেবক। বাহ্যপূজাঙ্গ মৈথুনে যিনি উক্ত প্রকার ভাবনা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কৌলসাধক, অন্যথা পাপী হইবেন। গুরুর নিকট পঞ্চমকারের এই প্রকার বাসনা অবগত হইয়া যিনি সেবন করেন, তিনিই মুক্ত হইতে পারেন।

কুলার্ণবের এই বচনগুলিই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যার ভিত্তি।

এই বচনগুলির উপক্রম উপসংহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হয় যে,—এই বচনগুলি বাহ্য পঞ্চমকারের বাসনা বা ভাবনাপ্রতিপাদক মাত্র। তবে অন্তর্যাগনিষ্ঠ সাধক বাহ্যযাগ পরিত্যাগ করিলে তাঁহার বাহ্য পঞ্চমকারের প্রয়োজন হইবে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক সেবন করিলেও দোষ হইবে না।

পঞ্চমকার সেবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরশুরাম [সেতুবন্ধ ও সৌভাগ্য ভাস্করধৃত] কল্পসূত্রে বলিয়াছেন,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাস্তৈরথার্চ্চনম্॥"*

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত, পঞ্চমকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, এই জন্য পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে।" ৫।৮০

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত, মদ্য সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, এই জন্য যোগিগণ মদ্য পান করেন।

বস্তুতঃ পঞ্চমকার সেবনে যে আনন্দের স্ফুরণ হয়, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই। কিন্তু অবিশুদ্ধ পঞ্চমকার সেবনে যে আনন্দ হয়, তাহা তমোগুণজন্য মোহ-ভাবসংশ্লিষ্ট, এই জন্য নিন্দিত। মদ্যাদিতে মোহিনী ও আনন্দদায়িনী, এই দুইটি শক্তি আছে। মোহ তমোগুণের ধর্ম্ম ও আনন্দ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বসম্মত। অতএব মদ্যাদিতে সত্ত্বগুণ আছে, কিন্তু তাহা তমোগুণে আবৃত। মন্ত্রাদিসংস্কারের দ্বারা তমোগুণের আবরণ অপসারিত করিলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, অতএব এই প্রকার সংস্কৃত দ্রব্য সেবনে আনন্দমাত্রেরই স্ফুরণ হয়, চিত্তমোহ হয় না। এই হেতু এইরূপ দ্রব্য সেবনে মনের স্থৈর্য্য, মন্ত্রার্থস্ফুরণ ও ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ হয়। এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"আবয়োঃ পরমাকারং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
কুলদ্রব্যোপভোগেন পরিস্ফুরতি নান্যথা॥" ৫।৭২

"মন্ত্রপূতং কুলদ্রব্যং গুরুদেবার্পিতং প্রিয়ে।
যে পিবন্তি জনাস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে॥" ৫।৭৬

---

* পরশুরামকল্পসূত্রে (১।১২) "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাস্তৈরর্চ্চনং গুপ্ত্যা প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

"মন্ত্রসংস্কারসংশুদ্ধামৃতপানেন পার্ব্বতি।
জায়তে দেবতাভাবো ভববন্ধবিমোচকঃ॥" ৫।৮৩
"মন্ত্রার্থস্ফুরণার্থায় মনসঃ স্থৈর্য্যহেতবে।
ভবপাশনিবৃত্ত্যর্থং মধুপানং সমাচরেৎ॥" ৫।৮৭

[আবয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ]। কুলদ্রব্য [সুরা] সেবনে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শিব-শক্ত্যাত্মক ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। মন্ত্রপূত কুলদ্রব্য গুরু ও দেবতাকে অর্পণ করিয়া প্রসাদস্বরূপ সেবন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্র মদ্য পান করিলে চিত্তে দেবতাভাবের উদয় হয়, ইহাই মুক্তির জনক। মন্ত্রার্থের স্ফুরণ, মনের স্থৈর্য্য ও ভবপাশনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য মধু অর্থাৎ মদ্য পান করিবে।

স্মৃতিশাস্ত্রে মদ্য অতিশয় অপবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণের সুরাপানে প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত; ঈদৃশ অপবিত্র মদ্য মন্ত্রসংস্কারে কিরূপে পবিত্র হইবে? এইরূপ তর্ক হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রশক্তি অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা বা তর্কের অতীত। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে [২।১।২৭] বলিয়াছেন,—

"লৌকিকানামপি মণি-মন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশ-কাল-নিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে। তা অপি তাবন্নোপদেশমন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ অবগন্তুং শক্যন্তে, অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয় ইতি। * * * তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ—
'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।' ইতি।"

ইহার মর্ম্ম এই—লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়, দেশ-কাল-নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ মণি মন্ত্র ওষধি প্রভৃতির শক্তির দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক কার্য্য হইয়া থাকে। সেই শক্তি উপদেশ ভিন্ন কেবল তর্কের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। এই বিষয়ে পৌরাণিকগণ বলেন—যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাকে নিয়া তর্ক করিবে না। যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু-স্বভাব হইতে অন্যরূপ, কেবল উপদেশগম্য, তাহাই অচিন্ত্য। পরশুরামও কল্পসূত্রে (১।৮) বলিয়াছেন,—"মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা"। বর্ত্তমান সময়েও যাঁহারা মন্ত্রশক্তির দ্বারা অগ্নিস্তম্ভনাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন অবিশ্বাসীও মন্ত্রশক্তির বোধ হয় অপলাপ করিতে পারিবেন না।

মন্ত্র চেতন পদার্থ। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে [৯৬ পৃঃ] বলিয়াছেন—"ন চ তেষাং [মন্ত্রাণাং] জড়ত্বমিতি শঙ্ক্যম্। শব্দরূপশরীরাণাং জড়ত্বেঽপি শরীরিণামস্মাকমিব চেতনত্বোপপত্তেঃ।" যেমন আমাদের দেহ জড়, কিন্তু তদধিষ্ঠিত আত্মা চেতন, সেইরূপ মন্ত্রের শব্দরূপ শরীর জড় হইলেও তদধিষ্ঠিত দেবতা চেতন। কিন্তু এই মন্ত্রাধিষ্ঠিত চৈতন্য অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় থাকে, সাধনার দ্বারা তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। যে সাধক মন্ত্রচৈতন্য প্রবুদ্ধ করিতে অসমর্থ, তাঁহার মন্ত্রপাঠে দ্রব্য পবিত্র হইবে না। সাধক প্রথমতঃ গুরুকর্ত্তৃক শোধিত দ্রব্য সেবন করিবেন, পরে গুরূপদেশে ক্রমে মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়া নিজে শোধন করিবেন।*

অসংস্কৃত অপবিত্র দ্রব্য সেবন সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্র বলিতেছেন,—

"অসংস্কৃতং পিবেদ্দ্রব্যং বলাৎকারেণ মৈথুনম্।
স্বপ্রিয়েণ হতং মাংসং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

যে অসংস্কৃত মদ্য পান করে, বলপূর্ব্বক মৈথুন করে ও নিজের প্রীতির জন্য পশু হনন করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহার দেহান্তে রৌরব নরকে বাস করিতে হয়।

---

* অস্মদ্বংশে রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে একজন সাধকশ্রেষ্ঠ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ণানন্দ গিরির পরে ইঁহার মত সাধক আমাদের বংশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৃদ্ধদের মুখে ইঁহার সম্বন্ধে এই গল্পটি শুনিয়াছি—ইঁহার পুত্র পিতার পুস্তকে একটি মন্ত্র দেখিতে পান; এই মন্ত্রের দ্বারা কুমড়া অথবা শঁসা অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলে কিছুতেই তাহা কাটা যাইবে না। পিতার নিকট উপদেশ না লইয়াই তিনি সেই মন্ত্র আয়ত্ত করিলেন এবং পিতার পুস্তকে অবস্থিতি-হেতু মন্ত্রশক্তিতে তাঁহার কিছুমাত্র অবিশ্বাস হইল না, নিজে পরীক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করিলেন না। বুজ্‌রুকি দেখাইয়া প্রশংসাপ্রাপ্তির আশায় প্রতিবেশীদের দরবারে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রশক্তি দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটি কুমড়া আনীত হইল, তিনি অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেন. সামান্য দাত্রের দ্বারাই তাহা ছিন্ন হইয়া গেল; তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন। এই সময় ঘটনাচক্রে রাঘবেন্দ্র ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া বিবরণ জানিতে পারিয়া স্বয়ং একটি কুমড়া অভিমন্ত্রিত করিয়া দিলেন, তাহা কিছুতেই কাটা গেল না। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন—মন্ত্র প্রবুদ্ধ না করিয়া মন্ত্রশক্তি দেখাইতে গেলে লোকের নিকট এইরূপ উপহসিত হইতে হয়; বিশেষতঃ সাধকের বুজ্‌রুকি দেখান নিতান্ত অকর্ত্তব্য, ইহাতে শক্তিহানি হয়। আজ মন্ত্রের মর্য্যাদা ও তোমার সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে এই বুজ্‌রুকি দেখাইতে হইল। এই স্থলে দেখা যায়—একই মন্ত্র, পুত্র অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া নিষ্ফল এবং পিতা প্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া সফল হইলেন। বর্ত্তমান কালেও অনেকেই দেখিতে পান—একই সর্পদষ্ট ব্যক্তিতে একই মন্ত্রের

যিনি কৌলজ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল ভোগবৃত্তিচরিতার্থে কৌলাচার গ্রহণপূর্ব্বক কুলদ্রব্য সেবন করেন, তিনি মহাপাতকী ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত। তথাচ কুলার্ণবে,—

"কৌলজ্ঞানে হ্যসিদ্ধো যস্তদ্দ্রব্যং ভোক্তুমিচ্ছতি।
স মহাপাতকী জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥" ৫।৯৫
"সেবেত মধু-মাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।" ৫।৮৬
"সেবেত স্বসুখার্থং যো মদ্যাদীনি স পাতকী।" ৫।৮৮

পূজাকাল ভিন্ন অন্য সময়েও কুলদ্রব্য সেবন করিবে না। তথাচ কুলার্ণবে,—

"মৎস্য-মাংস-সুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।
যাগকালং বিনান্যত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে॥" ৫।৮৯

ত্রিপুরামহোপনিষৎ কুলদ্রব্যসেবনের ফল বলিতেছেন,—

"পরিস্রুতা হবিষা পাবিতেন প্রসঙ্কোচে গলিতে বৈ মনস্তঃ।
সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য জগতো বিধাতা ধর্ত্তা হর্ত্তা বিশ্বরূপত্বমেতি॥"

মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত হবিঃ অর্থাৎ দেবীপূজাশেষভূত কুলদ্রব্য পানের দ্বারা মন হইতে জাত আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব দূর হইলে অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদজ্ঞান দূর হইলে সাধক সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা হইতে পারেন; এমন কি, সাধক তখন তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকেই অহংরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞান সম্পূর্ণ দূরীভূত হইলে সাধক তখন আর নিজের দেহস্থিত জীবাত্মাকেই "আমি" বলিয়া মনে করেন না, বিশ্বকেই তিনি "আমি" বলিয়া মনে করেন।

ইহার ভাষ্যে ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মমার্গ-জ্ঞানমার্গ-ভক্তিমার্গেষু তচ্ছাস্ত্রপ্রবর্ত্তকৈঃ প্রণালিকাঃ নানাবিধাঃ পরস্পরবিলক্ষণা উক্তাঃ। তাঃ সর্ব্বা অপি দুঃসাধ্যাশ্চিরকালফলপ্রদা ইতি তচ্ছাস্ত্রবিদাং স্পষ্টমেব। অত্র তু দ্রব্যস্বীকারৈরাবর্ত্তমানৈরুল্লাসপরম্পরৈব প্রণালিকা। তত্র প্রৌঢ়োল্লাসপর্য্যন্তং সময়াচারকৃতা ধর্ম্মাস্তদন্তোল্লাসে যাথাকাম্যং চরমোল্লাসে ব্রহ্মস্বরূপতেতি। তথাচ কল্পসূত্রম্—"আরম্ভ-তরুণ-যৌবন-প্রৌঢ়-তদন্তোন্মনানবস্থোল্লাসেষু প্রৌঢ়ান্তং সময়াচারঃ, ততঃ পরং যথাকামী" ইতি *।

প্রয়োগে এক রোজা নিষ্ফল হয়, অন্য রোজা সফলকাম হয়। এই সকল দৃষ্টফলে মন্ত্র প্রবুদ্ধ হইল কি না, প্রয়োগের দ্বারা জানা যায়, দ্রব্যশুদ্ধি অদৃষ্ট, এই বিষয়ে মন্ত্রপ্রবোধ গুরূপদেশ ভিন্ন জানিবার উপায় নাই।

* পরশুরামকল্পসূত্র, ১০।৬৮।

উল্লাসসপ্তকলক্ষণানি কুলার্ণবাদিষু দ্রষ্টব্যানি। যদ্যপি প্রতিদিনং ব্রহ্মস্বরূপতা-বাপ্তির্জায়ত এব, তদানীং মনসো বিলীনত্বাৎ, তথাপ্যবিদ্যাপরিণামবিশেষরূপয়া নিদ্রয়া সংবলিতত্বান্ন সা পুরুষার্থঃ। নিদ্রারাহিত্যেন তাদৃশী দশা তু পুরুষার্থ এব, যাং জ্ঞানভূমিকাসু সপ্তমীং মন্যন্তে জ্ঞানিনঃ। যাঞ্চ নির্ব্বিকল্পকসমাধিত্বেন ব্যবহরন্তোঽনুভবন্তি যোগিনঃ। সৈব দশা উন্মনোত্তরানবস্থারূপোল্লাসেঽপি যোগিভিরনুভূয়তে। তদুক্তম্—

'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং দ্রব্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥'

ইতি। কল্পসূত্রে তু 'তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ মকারাঃ' ইত্যুক্তম্। পরন্তু তদেব দ্রব্যমযজ্ঞাঙ্গমপবিত্রঞ্চেৎ পীতং তদা পুরুষার্থনিষেধবৃত্ত্যা পাপেন প্রতিবন্ধান্ন তাং দশামুৎপাদয়িতুং ক্ষমম্। মন্ত্রৈঃ পাবিতং হবীরূপমেব তু সমাধিদশামুৎপাদয়তি। তদুক্তং সময়াচারস্মৃতৌ,—

'অসংস্কৃতং পশোঃ পানং কলহোদ্বেগপাপকৃৎ।
মন্ত্র-পূজাবিহীনং যৎ পশুপানং তদেব হি॥
পশুপানবিধৌ পীত্বা বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ।
সংস্কৃতং বোধজনকং প্রায়শ্চিত্তঞ্চ শুদ্ধিকৃৎ॥
মন্ত্রাণাং স্ফুরণং তেন মহাপাতকনাশনম্।
আয়ুঃ শ্রীঃ কান্তি-সৌভাগ্যং জ্ঞানং সংস্কৃতপানতঃ॥
অষ্টৈশ্বর্য্যং খেচরত্বং পতনং বিধিবর্জ্জিতম্।
সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে মদিরাং ব্রাহ্মণঃ পিবেৎ॥
অন্যত্র ব্রাহ্মণঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।'

ইত্যাদি। পরন্তু—

"বরং প্রাণাঃ প্রগচ্ছন্তু ব্রাহ্মণো নার্পয়েৎ সুরাম্।
ব্রাহ্মণো মদিরাঃ দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥'

ইত্যাদি-শক্তিসঙ্গম-তন্ত্ররাজাদিবচনৈর্নিষিদ্ধত্বাদিহ ধর্ম্মপাশনিরসনোপায়ঃ সৎ-সম্প্রদায়াদেবাবগন্তব্যঃ। ব্যবস্থাপ্রকারাশ্চ কৌলোপনিষদ্ভাষ্যেঽস্মাভিঃ প্রদর্শিতাঃ। ততশ্চ তদধিকারিণাং তাদৃশৈরুল্লাসৈরন্তঃকরণাবচ্ছিন্নস্য জীবা-ত্মনোঽহংকরণোপাধিকৃতসঙ্কোচাপনয়ে সতি ব্রহ্মভাবে সতি কিমবশিষ্যতে? ন চ দ্রব্যোল্লাসস্যাগমাপায়িত্বেন ন তাবতৈব কৃতার্থতেতি বাচ্যম্। অস্য পর্য্যনুযোগস্য সমাধাবপি তুল্যত্বাৎ। অথ তত্র পবননিয়মনাদিভিরুপায়ৈঃ

পুনঃ পুনঃ সমাধিপ্রবেশেন চিরাভ্যাসপাটবেন কতিপয়দিবসোত্তরং বিনাপি পবননিরোধং সার্ব্বকালিকঃ সমাধিরুৎপদ্যতে। সমুদ্রে নৌকামারুহ্য গচ্ছতাং তৎকল্লোলৈঃ সুচিরমান্দোলিতবতাং নৌকাবরোহণেঽপ্যান্দোলনানুবৃত্তিদর্শনাদিতি চেৎ, তুল্যং প্রকৃতেঽপি। সংস্কৃততদ্দ্রব্যপানজন্যোন্মন্তবস্থাভ্যাসপাটবেন বিনাপি দ্রব্যং কতিপয়দিবসৈঃ তাদৃশদশায়া অকৃত্রিমায়াঃ সিদ্ধেঃ।"

"অক্ষরার্থস্তু—পাবিতেন মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতেন হবিষা দেবীপূজাশেষভূতেন পরিস্রুতা পীয়মানেন মনস্তঃ অন্তঃকরণাজ্জাতে সঙ্কোচে আত্মনঃ পরিচ্ছেদে প্রগলিতে নির্ব্ব্যুত্থানাদ্বিলীনে সতি উন্মন্যুল্লাসোত্তরানবস্থায়ামিতি যাবৎ। বৈ নিশ্চয়েন সর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মকো ভবতি। তেন স্বাত্মৈকবিষয়ক-নির্ব্বিকল্পক-বৃত্তিজনকো মদ এবান্তর্যাগবিধায়কবাক্যে ধাত্বর্থ ইত্যুপসংহৃতং ভবতি। অনেনৈবাশয়েন তন্ত্রে মত্তস্য বহুবিধতা প্রতিপাদ্যতে—

'রমন্তে কামুকা মত্তা মত্তঃ কুপ্যতি কোপনঃ।
গায়ন্তি গায়কা মত্তা মত্তা ধ্যায়ন্তি কোপনঃ॥'

ইতি। তেন যোগবিশেষোঽপ্যেতৎসহায়ত্বেনাক্ষিপ্তঃ। সর্ব্বাত্মকত্বমেব বিবৃণোতি—সর্ব্বস্য জগতো বিধাতা ব্রহ্মা, ভর্ত্তা বিষ্ণুঃ, হর্ত্তা রুদ্রঃ, স এব। কিং বহুনা, দাস-দাশ-কিতবাদিপ্রাণিমাত্ররূপঃ স এব ভবতীত্যাহ—বিশ্বরূপত্বমেতি। শরীরপাতস্য প্রারব্ধবশাদ্যদা কদাপি যত্র ক্বাপি ভবতু ন তারতাঽস্য কোঽপি বিশেষঃ কৃতকৃত্যত্বাদিতি ভাবঃ। উক্তঞ্চ কল্পসূত্রে—"ইত্থং বিদিত্বা বিধিবদনুষ্ঠিতবতঃ কুলনিষ্ঠস্য সর্ব্বতঃ কৃতকৃত্যতা শরীরত্যাগে শ্বপচগৃহ-কাশ্যোর্নান্তরং স জীবন্মুক্তঃ" ইতি।"*

মর্ম্ম—কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে সেই সেই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকগণকর্ত্তৃক পরস্পর বিসদৃশ নানাবিধ প্রণালী উক্ত হইয়াছে। সেই সকল প্রণালী দুঃসাধ্য এবং বহুকালে ফলপ্রদ, ইহা সেই সেই শাস্ত্র যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। কৌলমার্গে পুনঃ পুনঃ কুলদ্রব্য সেবনের দ্বারা উল্লাসপরম্পরাই প্রণালী। তাহাতে প্রৌঢ় উল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচারকৃতধর্ম্ম, তদন্তোল্লাসে যথেচ্ছাচারিতা, এবং চরম অর্থাৎ উন্মনী ও অনবস্থা উল্লাসে ব্রহ্মস্বরূপতা। [পরশুরামকৃত তান্ত্রিক] কল্পসূত্রে উক্ত হইয়াছে—আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ়, তদন্ত, উন্মনী, অনবস্থা, এই সাতটি উল্লাসের মধ্যে প্রৌঢ় উল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার, তাহার পর যথেচ্ছাচারী। এই উল্লাসসপ্তকের লক্ষণ কুলার্ণবতন্ত্র প্রভৃতিতে

* পরশুরামকল্পসূত্র, ১০.৮২

দ্রষ্টব্য। যদ্যপি প্রতিদিনেই [কুলদ্রব্যপানে উল্লাস জন্মিলে] সেই সময়ে মনের বিলয়হেতু ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়, তথাপি অবিদ্যার পরিণামবিশেষরূপ নিদ্রাকর্তৃক সম্বলিতত্ব হেতু অর্থাৎ নিদ্রায় তাহার ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া তাহা পুরুষার্থ নহে। নিদ্রারহিত অবিচ্ছিন্নরূপে তাদৃশী অবস্থাই পুরুষার্থ। জ্ঞানিগণ এই অবস্থাকেই জ্ঞানভূমিকার সপ্তমী ভূমিকা মনে করেন। যোগিগণ এই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলেন। যোগিগণ [কুলদ্রব্যপানে] উন্মনী উল্লাসের পর অনবস্থারূপ উল্লাসে এই অবস্থা অনুভব করেন। ইহা [কুলার্ণবতন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে—

আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহে অবস্থিত আছে, কুলদ্রব্য সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক, এই জন্য যোগিগণ কুলদ্রব্য পান করেন।

কল্পসূত্রে "তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চমকারাঃ" এইরূপ পাঠ আছে। পরন্তু সেই কুলদ্রব্য অযজ্ঞাঙ্গ এবং অপবিত্ররূপে পীত হইলে পুরুষার্থের প্রতিরোধকত্বহেতু পাপ জন্মায় বলিয়া প্রতিবন্ধকতা হেতু সেই অবস্থা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া হবিঃ রূপ হইলে সমাধি অবস্থা উৎপাদন করিতে পারে। সময়াচারস্মৃতিতে [তন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে—মন্ত্রসংস্কারবিহীন এবং পূজাবিহীন দ্রব্যপানের নাম পশুপান; এই পশুপান কলহ, উদ্বেগ এবং পাপের জনক হয়। বীরসাধকেরও পশুপানবিধিতে পান নরকের কারণ হয়। সংস্কৃত-দ্রব্যপান বোধজনক, পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং শুদ্ধিকারক হয়। সংস্কৃতদ্রবপানে মন্ত্রের স্ফূরণ, মহাপাতকনাশ, আয়ুঃ, শ্রী, কান্তি, সৌভাগ্য, জ্ঞান—এই সকলের বৃদ্ধি, এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও খেচরত্ব লাভ হয়। বিধিবর্জ্জিত পানে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মণ সৌত্রামনী যাগ এবং কুলাচারে মদ্যপান করিতে পারেন, অন্যত্র পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইত্যাদি। পরন্তু –"বরং প্রাণপরিত্যাগ ভাল, তথাপি ব্রাহ্মণ পূজায় সুরা অর্পণ করিবেন না। ব্রাহ্মণ পূজায় সুরা অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে পতিত হইবেন।" শক্তিসঙ্গম, তন্ত্ররাজ প্রভৃতি তন্ত্রের এই সকল বচন দ্বারা ব্রাহ্মণের সুরাদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ বিধি-নিষেধস্থলে ধর্ম্মপাশনিরসনের* উপায় সদ্গুরুর নিকট অবগত হইবে। ব্যবস্থাপ্রকার কৌলোপনিষদ্ভাষ্যে

* কর্ম্মরূপ পাশের দ্বারা বদ্ধ বলিয়া জীবের নাম পশু। পাপজনক কর্ম্ম যেমন বন্ধনের কারণ, পুণ্যজনক কর্ম্মও সেইরূপ বন্ধনের কারণ। অতএব মুক্তির আকাঙ্ক্ষী হইলে ধর্ম্মরূপ-পাশ হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। বিহিত কার্য্য করিলে ধর্ম্ম হইবে, অবিহিত কার্য্য করিলে

আমি দেখাইয়াছি *। সেই হেতু কৌলমার্গাধিকারী সাধকের কুলদ্রব্যপানে তাদৃশ উল্লাসের দ্বারা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার অন্তঃকরণোপাধিকৃত সঙ্কোচ অর্থাৎ অবচ্ছিন্নভাব অপনীত হইয়া ব্রহ্মভাবের উদয় হইলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ লাভ হয়। এখন আপত্তি হইতে পারে—দ্রব্য-পানে যে উল্লাস হয়, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, দ্রব্যপান করিলে উল্লাস জন্মিবে এবং কিয়ৎকাল পরে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। উল্লাসসময়েই ব্রহ্মভাবের উদয় হয়, তাহার পূর্ব্বে বা পরে ব্রহ্মভাব থাকে না; অতএব ইহার দ্বারা কৃতার্থতা হইতে পারে না, যেহেতু স্থায়ী ব্রহ্মভাবই পরম পুরুষার্থ। এই আপত্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু সমাধিতেও এই আপত্তি হইতে পারে। যোগিগণ কঠোরভাবে বহুকালের চেষ্টায় ক্রমে যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান—এই সাতটি অঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে অষ্টম সমাধি অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন। যোগিগণও এই অবস্থায় যতক্ষণ সমাহিত অবস্থায় থাকেন, ততক্ষণই ব্রহ্মভাব অনুভব করেন, সমাধি অবস্থার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মভাব থাকে না। অতএব উল্লাস অবস্থায় ব্রহ্মভাব যদি পুরুষার্থ না হয়, তবে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মভাবও পুরুষার্থ হইতে পারে না। অতএব সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মভাব যখন পুরুষার্থ, তখন উল্লাস অবস্থায় ব্রহ্মভাবও পুরুষার্থ। সমাধিসাধনে বায়ুনিরোধাদি উপায়ের দ্বারা দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ সমাধিপ্রবেশ করিলে যে অভ্যাসপটুত্ব জন্মে, তাহার দ্বারা কিছুদিন পরে বায়ুনিরোধ ভিন্নও সার্ব্বকালিক সমাধিদশা উৎপন্ন হয়। লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়—নৌকারোহণে সমুদ্র-পথে গমন করিলে সমুদ্রকল্লোলের আঘাতে শরীরে আন্দোলনভাব উপস্থিত হয়, দীর্ঘকাল সেই আন্দোলনভাব উপভোগ করিয়া নৌকা হইতে অবরোহণ করিলেও সেই আন্দোলনের অনুবর্ত্তন থাকে। উল্লাসসাধন ও সংস্কৃতকুলদ্রব্য পানের দ্বারা দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ উন্মনী অবস্থা লাভ করিয়া তাহাতে অভ্যাসপটুত্ব জন্মিলে তাহার দ্বারা কিছু দিন পরে কুলদ্রব্য পান ভিন্নও অকৃত্রিম সার্ব্বকালিক উন্মনী অবস্থা উৎপন্ন হয়।

অক্ষরার্থ—মন্ত্রসংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত বলিয়া পাবিত, অর্থাৎ পবিত্রীকৃত।

অধর্ম্ম হইবে, ইত্যাকার বিবেচনাই ধর্ম্মপাশ। অতএব নিষিদ্ধ সুরা পান করিলে অধর্ম্ম হইবে, এইরূপ বিবেচনাও ধর্ম্মপাশ। এই ধর্ম্মপাশমোচনের উপায় গুরুর নিকট অবগন্তব্য।

* কৌলোপনিষদের ১৯শ সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাবের তাৎপর্য্য উক্ত হইবে।

দেবীপূজার শেষভূত বলিয়া হবিঃ। পরিস্রুত অর্থাৎ মদ্য পীয়মান হইলে। মনস্তঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে জাত। সঙ্কোচ অর্থাৎ আত্মার পরিচ্ছিন্নভাব। প্রগলিত অর্থাৎ উন্মনী উল্লাসের পর অনবস্থা উল্লাসে নির্ব্যুত্থান [সমাধির শেষ অবস্থা] হেতু বিলীন হইলে। সাধক নিশ্চয়ই সর্ব্ব অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক হইতে পারেন। * * * সর্ব্বাত্মকত্বের বিবরণ করিতেছেন—সকল জগতের বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, ভর্ত্তা অর্থাৎ বিষ্ণু, হর্ত্তা অর্থাৎ রুদ্র, সেই সাধকই হইতে পারেন। বহু কথায় ফল কি—দাস অর্থাৎ শূদ্র, দাশ অর্থাৎ ধীবর, কিতব অর্থাৎ ধূর্ত্ত ইত্যাদি প্রাণিমাত্ররূপ সেই সাধকই হয়েন, এই জন্যই বলিতেছেন—বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন। এইরূপ সাধকের প্রারব্ধবশে যে কোনও সময়ে যে কোনও স্থানে শরীরপাত অর্থাৎ মৃত্যু হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, যেহেতু—তিনি কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে স্থানে যে অবস্থাতেই মৃত্যু হউক, তাঁহার কৈবল্য মুক্তি অনিবার্য্য। কল্পসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—কুলনিষ্ঠ সাধক এই প্রকার অবগত হইয়া বিধিবিহিত কুলাচারের অনুষ্ঠান করিয়া সকলরূপে কৃতকৃত্যতা লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে চণ্ডালগৃহ ও কাশীতে পার্থক্য নাই, তিনি জীবন্মুক্ত। অর্থাৎ চণ্ডালগৃহ বা কাশী, যেখানেই তাঁহার মৃত্যু হউক, তিনি মুক্তি লাভ করিবেন।

ত্রিপুরামহোপনিষদের শ্রুতি ও ভাস্করের ভাষ্যের উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে—যোগিগণ ভোগবর্জ্জনপূর্ব্বক কঠোর সাধনার দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাধির শেষে ব্যুত্থান অবস্থায় যে নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, কৌলসাধকগণ কুলসাধনায় সংস্কৃত কুলদ্রব্য সেবনে উল্লাসপরম্পরায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সপ্তম অনবস্থা উল্লাসে উপনীত হইয়া সেই নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। উভয়ের গন্তব্য স্থান এক হইলেও সাধনমার্গে বিশেষ এই—যোগমার্গে ভোগবর্জিত কঠোর সাধনা কষ্টের কারণ হয়, কৌলমার্গে ভোগের সহিত সাধনা কষ্টের কারণ হয় না। এই জন্য [সৌভাগ্যভাস্করধৃত] রুদ্রযামল বলিতেছেন,—

"যত্রাস্তি ভোগো ন তু তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মোক্ষো ন তু তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীসাধকপুঙ্গবানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥"

কুলার্ণবতন্ত্রও বলিতেছেন,—

"যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্‌ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
ভোগ-যোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্ব্বাধিকং প্রিয়ে॥"

ভোগের আকাঙ্ক্ষা করিলে যোগমার্গে মুক্তির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়, মুক্তি প্রার্থনা করিলে ভোগ বর্জ্জন করিতে হয়। শক্তির উপাসনায় কৌলমার্গে ভোগের সহিত মুক্তিলাভ হয়, এই জন্য কৌলমার্গ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

দ্রব্যশক্তি অথবা যোগশক্তির সাহায্যে মন্ত্রশক্তি ফলবতী হয়। যোগশক্তির সাহায্য লইলে ভোগবর্জ্জন এবং কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়, দ্রব্যশক্তির সহায়তায় তাহার প্রয়োজন নাই। যোগশক্তির সাহায্য কঠিন। দ্রব্যশক্তির সাহায্য [পদস্খলন না হইলে] সহজ। এই জন্য কৌলসাধক পঞ্চ-মকাররূপ দ্রব্যশক্তির সাহায্যে মন্ত্রশক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী।

ভাস্কররায় ভাষ্যে উল্লাসসপ্তকের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ দেন নাই। আনন্দ বা আহ্লাদের নাম উল্লাস, এই স্থানে কুলদ্রব্যপানজন্য আনন্দবিশেষের নাম উল্লাস। এই উল্লাসের সাতটি স্তর বা অবস্থা, তাহা ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে এই উল্লাসসপ্তকের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।

তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থানে লিখিত হইতেছে। (১) তিনচুলুক মাত্র দ্রব্যপানের নাম আরম্ভ উল্লাস *। (২) মনে তরুণ আনন্দের উদয় হইলে তাহার নাম তরুণ উল্লাস [ইহারই নাম গোলাপী নেশা]। (৩) মনে সম্যক্ উল্লাসের উদয় হইলে তাহার নাম যৌবন উল্লাস। (৪) যে উল্লাসে দৃষ্টি, মন ও বাক্যের কিঞ্চিৎ স্খলন হয়, তাহার নাম প্রৌঢ় উল্লাস। (৫) সম্যক্ মত্ততাবস্থার নাম তদন্তোল্লাস। (৬) যে উল্লাসে মনের বিকৃতি দূর হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ অবস্থা হয়, তাহার নাম উন্মনী উল্লাস। (৭) যে উল্লাসে অন্তঃকরণোপাধিক জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়, তাহার নাম অনবস্থা উল্লাস।†

* তারাভক্তিসুধার্ণবে "তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভ." এই কুলার্ণববচনের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে—"তত্ত্বত্রয়স্য মন্ত্রপূর্ব্বকমবিচ্ছিন্নাম্ তচ্চুলুকত্রয়পানস্যারম্ভ ইত্যাম্নায় এব। অত্রচ তত্ত্বশুদ্ধেঃ প্রকারান্তরস্যোক্তত্বাৎ। এতচ্চাম্নায়ান্তরে বারত্রয়গ্রহণমারম্ভ ইতি প্রতিভাতি"। কুলার্ণবতন্ত্র ও কৌলমার্গ ঊর্দ্ধাম্নায়ের অন্তর্গত।

† পরশুরামকল্পসূত্রে ও তাহার টীকায় উল্লাসসপ্তকের বিবরণ কথিত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

আরম্ভ, তরুণ, যৌবন, প্রৌঢ় ও তদন্ত, এই পাঁচটী উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া প্রকট থাকে, এই জন্য এই উল্লাসপঞ্চক জাগ্রদবস্থা। উন্মনী উল্লাসে বাহ্য ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া মানসিক ক্রিয়া প্রকট থাকে, এই জন্য ইহা স্বপ্নাবস্থা। অনবস্থা উল্লাসে মনেরও কোন ক্রিয়া থাকে না, মনও পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, এই জন্য ইহা সুষুপ্তি অবস্থা।

কৌলোপনিষদে "মদাদিত্যাজ্যঃ" এই শ্রুতির দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে মদ্য সেবন-জনিত মত্ততা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তরুণোল্লাস পর্য্যন্ত মত্ততা হয় না, তাহার পর হয়। অতএব মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে তরুণোল্লাসের অতিরিক্ত পান করিবে না। প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচার, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; সময় শব্দের অর্থ নিয়ম, সাধককে নিয়মের অধীন হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া এই আচারের নাম সময়াচার,* সময়াচার কৌলাচারের অন্তর্গত। অতএব প্রৌঢ়োল্লাস পর্য্যন্ত সময়াচারোক্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হয়। প্রৌঢ়োল্লাসের পরে যথেচ্ছাচারিতা উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই কুলার্ণবতন্ত্রের তদন্তোল্লাসে কতকগুলি উৎকট বাহ্যব্যাপারের বর্ণনা আছে, সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা নিতান্ত বীভৎস বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সাধকের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ—তিনি তখন বিধি-নিষেধের অতীত, স্তুতি-নিন্দারও অতীত। সাধক এই অবস্থায়ই "জড়োন্মত্তপিশাচবৎ" বলিয়া তন্ত্রে নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছেন। কৌলোপনিষদে মন্ত্রসিদ্ধি পর্য্যন্তই বিধিনিষেধের অধীনতা এবং মন্ত্রসিদ্ধির পরে যথেচ্ছাচারিতা ব্যবস্থিত হইয়াছে, অতএব এই অবস্থায় সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়া, উপাস্য দেবতায় মনকে একনিষ্ঠ ভাবে নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, বাহ্যব্যাপারে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তখনও সাধকের জাগ্রদবস্থা, এই জন্যই বাহ্য আনন্দই তাঁহার অনুভূতির বিষয় বলিয়া কুলার্ণব তন্ত্রে উৎকট বাহ্য আনন্দের বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ বাহ্য ব্যাপার করা না করা সাধকের ইচ্ছাধীন, যে হেতু তিনি তখন স্বৈরাচার। সাধক এই অবস্থাতেই ভৈরবীচক্রের অধি-কারী। ঈদৃশ সাধককে লক্ষ্য করিয়াই [পুরশ্চর্য্যার্ণবধৃত] রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে—

---

* স্বচ্ছন্দতন্ত্রের [১।১০] টীকায় ক্ষেমরাজ বলিয়াছেন—"দীক্ষিতানাং শেষবন্ধেন নিয়তবিধি-নিষেধাঃ সময়াঃ"। পরশুরামকল্পসূত্রের (১০।৮০) টীকায় "সময়াচারাঃ" ইহার ব্যাখ্যায় রামেশ্বর বলিয়াছেন—"এতে ইচ্ছায়া নিরূপিতা ধর্ম্মাঃ সাময়িকাঃ, সময়ে কুলশাস্ত্রমর্য্যাদায়াং বর্ত্তমানাঃ, তে কুলশাস্ত্রপ্রতিপাদিতা উপাসকধর্ম্মা ইতি যাবৎ"।

"বামে চন্দ্রমুখী মুখেচ মদিরা পাত্রং করাম্ভোরুহে
মূর্দ্ধি, শ্রীগুরুচিন্তনং ভগবতীধ্যানাস্পদং মানসম্।
জিহ্বায়াং জপসাধনং পরিণতিঃ কৌলক্রমাভ্যাগমে
যেষাং বৈ নিয়তং পিবন্তু সুরসং তে ভুক্তি মুক্তী গতাঃ ॥"

"এবঞ্চ ঈদৃশবিকারকারণপ্রাচুর্য্যেপি অবিচলিতমনসাং দেবতাধ্যানমাত্রাসক্ত-স্বান্তানাং ধীরবর্য্যাণামেবাত্রাধিকারো নতু বিষয়লম্পটানামিতি সিধ্যতি।"

বামে সুন্দরী যুবতী, মুখে মদিরা, হস্তে পানপাত্র, মস্তকে শ্রীগুরুচিন্তা, মনে ভগবতীর ধ্যান, জিহ্বায় মন্ত্রজপ, কৌলসাধনায় যাঁহাদের এইপ্রকার পরিণতি, তাঁহারা সুরস পান করুন, ভোগ-মোক্ষ তাঁহাদেরই করায়ত্ত। এই প্রকার চিত্ত-বিকারের কারণপ্রাচুর্য্যেও যাঁহাদের অবিচলিত মন কেবল দেবতার ধ্যানমাত্রেই আসক্ত, এইপ্রকার স্থিরচিত্ত সাধকেরই ইহাতে অধিকার, বিষয়লম্পটের অধিকার নাই। বস্তুতঃ চিত্তবিকারের এই সকল প্রচুর কারণ সত্ত্বেও চিত্ত স্থির রাখা অসম্ভব বলিয়াই সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"পিবন্মদ্যং পলং খাদন্ স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ।
অহন্তেদন্তয়োরৈক্যং ভাবয়ন্নিবসেৎ সুখী ॥"

স্বেচ্ছাচারপরায়ণ সাধক মদ্যপান এবং মাংসভক্ষণ করিয়া অহন্তা [আত্মসত্তা] এবং ইদন্তা [জগৎসত্তা], এই উভয়ের ঐক্য ভাবনা করত পরমানন্দে অবস্থিতি করেন।

সাধারণ মাতালের সম্বন্ধেও দেখা যায়—মদ্যসেবনে যত দূর মত্ততাই হউক না কেন, তাহার চিত্ত যে দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইতে চ্যুত হয় না। তাহা হইলেই দেখা যায়, চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন মদ্যের একটি গুণ। অলৌকিক সংস্কারের দ্বারা মদ্যের সেই গুণ বৃদ্ধি পায়। জাগতিক বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া চিত্তকে উপাস্য দেবতায় একাগ্রভাবে নিবিষ্ট করাই সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। সংস্কৃত দ্রব্য পানে উল্লাসপরম্পরায় চিত্তের সেই একাগ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া সপ্তম উল্লাসে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা উপস্থিত হয়।

তদন্তোল্লাসের পরে উন্মনী উল্লাসে মন বাহ্যবিষয় হইতে নিরস্ত হইয়া হৃদয়ে সন্নিরুদ্ধ হয়। যথা সৌভাগ্যভাস্করধৃত ত্রিপুরোপনিষদে;—

"নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্ ॥"

কাজেই তখন আর বাহ্য ব্যাপারের সহিত মনের কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়া বাহ্য আনন্দজনক ব্যাপার বা তাহার অনুভূতিও থাকে না, কেবল আন্তর ব্যাপারে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়, এই তিনটি পদার্থ মাত্র মনের বিষয় থাকে। এই জন্য ইহা স্বপ্নাবস্থা। তদন্তোল্লাসের পরে এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই কুলার্ণব তন্ত্র বলিয়াছেন,—

"বিকৃতিং মনসো হিত্বা যদোল্লাসঃ প্রবর্ত্ততে।
তদা তু দেবতাভাবং ভজন্তে যোগিপুঙ্গবাঃ॥"

মনের বিকৃতি পরিত্যাগ করিয়া যখন [উন্মনী] উল্লাস প্রবৃত্ত হয়, তখন সাধক দেবতাভাব প্রাপ্ত হন। মন্ত্রসিদ্ধির পরে ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সম্যক্ অনুভূতি হয় না; উন্মনী উল্লাসের উদয় হইলে সেই আস্বাদ আরও স্পষ্ট হয়।

অনবস্থা উল্লাসে মন ও জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়, ধ্যাতা ও ধ্যান, এই দুই পদার্থও ধ্যেয় পদার্থে বিলীন হয়, তখন বিশ্ব ব্রহ্মময় হইয়া যায়। মন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে, উন্মনী উল্লাসেই বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, অনবস্থা উল্লাসে সেই মনেরও বিলয় হওয়ায় মনের আন্তর ক্রিয়াও থাকে না, এই জন্য তখন সুষুপ্তি অবস্থা। এই অবস্থায় সাধকের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, তাহা তিনি স্বয়ংই অনুভব করেন, অপরকে বলিয়া বুঝাইতে পারেন না। আবার উল্লাস ভঙ্গ হইলে মনে আনন্দভঙ্গজন্য শোক উপস্থিত হয়। এই কথাই কুলার্ণবতন্ত্র বলিয়াছেন,—

"নরাঃ কিমপি জানন্তি স্বাত্মধ্যানপরায়ণাঃ।
তদা যৎ পরমং সৌখ্যমিতি বক্তুং ন শক্যতে॥
স্বয়মেবানুভবন্তি শর্করা-ক্ষীরপানবৎ।" (৮।৮৭)
"ব্রহ্মধ্যানপরানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ।
ক্ষণেঽপ্যন্তর্হিতে তস্মিন্ শোচয়ন্তি হতপ্রভাঃ॥" ৮।৯০)

যেমন শর্করা বা দুগ্ধের আস্বাদনজন্য সুখ একমাত্র অনুভববেদ্য, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না, সেইরূপ পরমাত্মধ্যানপরায়ণ সাধকের পরমাত্মানুভবজন্য সুখ বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। উল্লাস অন্তর্হিত হইলে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সাধকের ধ্যানভঙ্গ হয়, তখন তিনি হতপ্রভ হইয়া আনন্দভঙ্গজন্য শোক অনুভব করেন।

এই উল্লাসপরম্পরা লাভ করিবার উপায় একমাত্র গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। কৌলমার্গে অধিকার লাভ করিলে সদ্‌গুরুর নিকট পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া কৌলাচার অবলম্বন করিতে হয়।

আদ্য মকার মদ্য সম্বন্ধে বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। পঞ্চম মকার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না, বলা নিরাপদ্‌ও নহে। পুরুষে শিবভাব ও নারীতে শক্তি-ভাব অন্তর্নিহিত আছে। মানুষ অপূর্ণ, শিব-শক্তির মিলন ভিন্ন মানুষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না, শিবশক্তিসামরস্যই * আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ঐহিক ব্যাপারেও উপস্থেন্দ্রিয়ের বিষয় আনন্দ এবং নিধুবন ঐহিক আনন্দের পরাকাষ্ঠা। ঐহিক ব্যাপারের যে দোষ আছে, সাধক সংস্কারের দ্বারা তাহা দূর করিয়া, কেবল শিব-শক্তিসামরস্যলাভের জন্যই এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ভোগতৃষ্ণা-চরিতার্থতার জন্য লিপ্ত হইলে পতন অনিবার্য্য। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র বলিতেছেন,—

"বিধিবুদ্ধ্যৈব সেবেত তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।
যৈরেব পতনং দ্রব্যৈর্ম্মুক্তিস্তৈরেব চোদিতা ॥"
[ত্রিপুরামহোপনিষদ্ভাষ্যধৃত বচন]

"যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা।"
[কুলার্ণবতন্ত্র ৫।৪৮]

বিধিবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই পঞ্চমকার সেবা করিবে। ভোগবাসনায় সেবা করিলে পাপ হইবে। যে দ্রব্য সেবনে পতন, সেই দ্রব্য সেবনেই মুক্তি বিহিত হইয়াছে।

ভোগতৃষ্ণারহিত হইয়া এই সকল ভোগ্য পদার্থের উপভোগ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা। এই জন্যই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"কৃপাণধারাগমনাদ্ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসাধনম্ ॥" ২।১২২

উদ্যত কৃপাণশ্রেণীর উপর দিয়া গমন বরং সহজ, ব্যাঘ্রের কণ্ঠে আলিঙ্গন বরং সহজ, ফণীর ফণায় হস্তক্ষেপও বরং সহজ, কিন্তু কুলসাধন এই সকল অপেক্ষাও

* সৌভাগ্যভাস্করে [১৬১ পৃঃ] ভাস্কররায় বলিয়াছেন—"সমোঽন্যূনাধিকো রসো যয়োস্তয়োঃ শিব-শক্ত্যোর্ভাবঃ সামরস্যম্।" সমান অর্থাৎ অন্যূনাধিক রস হইয়াছে যাহাদের, এমন শিবশক্তির যে ভাব, তাহার নাম সামরস্য। শিবশক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং সমপ্রধান রূপে মেলনের নাম সামরস্য।

অত্যন্ত কঠিন। এই জন্যই বৈদিক মার্গে যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সংযম শিক্ষা করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রমে ভোগমার্গে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ প্রথমতঃ পশুভাবে দক্ষিণমার্গের সাধনায় সংযম শিক্ষা করিয়া, পরে ভোগাত্মক কৌলমার্গে প্রবেশ করিতে হয়। ঢোঁড়া ধরায় অসমর্থ সাপুড়িয়া কেউটের সহিত খেলা করিতে গেলে যে দশা প্রাপ্ত হয়, অধিকার লাভ না করিয়া কৌলমার্গে প্রবেশ করিলেও সাধকের সেই অবস্থা হয়।

জ্ঞানার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মাধর্ম্মপরিজ্ঞানাৎ সকলেঽপি পবিত্রতা।
বিণ্মূত্রং স্ত্রীরজো বাপি নখাস্থি সকলং প্রিয়ে॥
বিচারয়েন্মন্ত্রবিত্তু পবিত্রাণ্যেব সুব্রতে।
অন্নং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ তেন যস্য সমুদ্ভবঃ॥
নানাজীবাশ্রয়ং তত্তু পুরীষং কেন নিন্দ্যতে।
নানাবিধা হি দেবেশি দেবতাঃ সলিলস্থিতাঃ॥
তেনোদকেন যজ্জাতং মূত্রং কস্মাত্তু দূষয়েৎ।
গোমূত্রপ্রাশনং দেবি গোময়স্যাপি ভক্ষণম্॥
প্রায়শ্চিত্তে তু কথিতং ব্রহ্মহত্যাদিকে প্রিয়ে।
মলে মূত্রে কথং দোষো ভ্রান্তিরেব ন সংশয়ঃ॥
স্ত্রীরজঃ পরমেশানি দেহস্তেনৈব জায়তে।
কথন্তু দূষণং যেন প্রাপ্যতে পরমং পদম্॥
পুরুষস্য তু যদ্বীর্য্যং বিন্দুরিত্যভিধীয়তে।
বিন্দুস্তু পরমেশানি কায়োঽয়ং শিবরূপকঃ॥
শিবতত্ত্বেন চাস্থ্যাদি দূষণং নাস্তি বৈন্দবে।
রেতঃ পবিত্রং দেহস্য কারণং কেন নিন্দ্যতে॥
জ্ঞানমার্গোঽয়ং সকলো নির্ব্বিকল্পস্য সুন্দরি।
সবিকল্পো মহেশানি পাপভাগ্ জায়তে নরঃ॥
মাতৃগর্ভাদ্বিনির্গত্য শিশুরেব ন সংশয়ঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যখিলান্যস্য দেহস্থান্যপি বল্লভে॥
নির্ব্বিকারতয়া তত্র নান্যথা ভবতি প্রিয়ে।
ভগ-লিঙ্গসমাযোগো জন্মকালে ভবেৎ সদা॥

কার্য্যতে সা যদা দেবি জায়তে গুরুতল্পগঃ।
অতএব যদা তস্য বাসনা কুৎসিতা ভবেৎ॥
তত্তদ্দূষণসংযুক্তমন্যৎ সর্ব্বং শুভং ভবেৎ।
পবিত্রং সকলং ভদ্রে বাসনা কলুষা স্মৃতা॥" [২২।২৬—৩৮]

ইহার তাৎপর্য্য এই—ধর্ম্মাধর্ম্মের যথার্থ পরিজ্ঞান হইলে কোন দ্রব্যেই অপবিত্রতা বুদ্ধি থাকে না, তখন সকল দ্রব্যই পবিত্র। বিষ্ঠা, মূত্র, স্ত্রীরজঃ, নখ, অস্থি, এই সকলই মন্ত্রার্থবেত্তা সাধকের নিকট পবিত্র। "অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; সেই ব্রহ্মস্বরূপ অন্ন হইতে যাহার উৎপত্তি, যাহাকে ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মাংশস্বরূপ নানাবিধ [বিষ্ঠাভোজী] প্রাণী জীবন ধারণ করে, সেই পুরীষ কেন নিন্দিত হইবে? "আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে জলকে নারায়ণস্বরূপ বলা হইয়াছে, জলে সমস্ত দেবতা বাস করেন—ইহা শাস্ত্রের উক্তি, এইরূপ পবিত্র জল হইতে উৎপন্ন মূত্র কেন দূষিত হইবে? ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্তে গোমূত্র ও গোময় ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে; অতএব মলমূত্রে দোষজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। স্ত্রীরজঃ এবং পুরুষের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন দেহের দ্বারাই পরমপদ লাভ করা যায়, শুক্র-শোণিত কারণ এবং দেহ কার্য্য, কারণগুণ কার্য্যে থাকে, শুক্র-শোণিত অপবিত্র হইলে দেহও অপবিত্র হইত এবং এই অপবিত্র দেহের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি সম্ভব হইত না; অতএব শুক্র-শোণিত পবিত্র। ইহাই নির্ব্বিকল্প সাধকের জ্ঞানমার্গ, সবিকল্প সাধক এইরূপ আচরণ করিলে পাপভাগী হইবে। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল তাহার দেহেই থাকে, অতএব সেই সময়ে মাতৃযোনির সহিত তাহার উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়; কিন্তু সে নির্ব্বিকারচিত্ত বলিয়া সেই সংযোগে তাহার পাপ হয় না; পুত্র ভোগবাসনার অধীন হইয়া মাতৃগমন করিলেই গুরুতল্পগমনজন্য মহাপাতকে লিপ্ত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে—বাসনা কুৎসিত হইলেই সেই সকল দ্রব্য অপবিত্র এবং বাসনা পবিত্র হইলে দ্রব্য সকলও পবিত্র হয়। অতএব বাসনাই অপবিত্র, দ্রব্য অপবিত্র নহে; বাসনার অপবিত্রতা দূর হইলে কোন দ্রব্যেরই আর অপবিত্রতা থাকে না, তখন সকল দ্রব্যই পবিত্র। বাসনার অপবিত্রতা থাকিলে কৌলমার্গী হওয়া যায় না। কৌলজ্ঞান বাসনার অপবিত্রতানাশক, কৌলজ্ঞান ও অপবিত্রতা আতপ ও অন্ধকারের মত, অতএব এক সময়ে এক আধারে কৌলজ্ঞান ও অপবিত্রতা

থাকিতে পারে না। এই জন্যই নানা কৌলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কৌলমার্গীর নিকট অপবিত্র বলিয়া কোন পদার্থই নাই।

এইরূপ নির্ব্বিকারচিত্ত সাধকের পক্ষেই পঞ্চম-মকার অর্থাৎ মৈথুন সাধন বিহিত হইয়াছে। যথা জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে,—

"সর্ব্বশঙ্কাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সাধকোত্তমঃ।
দূতীযাগবিধিং কুর্য্যাৎ॥" [২২।৮]

পঞ্চম-মকার সাধনের নাম দূতীযাগ।

শাস্ত্রে মদ্যপানের উদ্দেশ্য যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, মৈথুন সাধন সম্বন্ধেও সেইরূপ উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বুঝাইতে হইলে যেরূপ ভাষার প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ, এই জন্য তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল।

মদ্য সেবনেই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে মদ্যপায়িমাত্রই সিদ্ধ পুরুষ হইতে পারে, এই আপত্তি অনেকে করিয়া থাকেন। ইহার উত্তর কুলার্ণব তন্ত্রই দিতেছেন। যথা,—

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পরমার্থবিবর্জিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
শক্তিসম্ভোগমাত্রেণ যদি মোক্ষো ভবেত বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবণাৎ॥
কুলমার্গো মহাদেবি ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।
আচাররহিতা যেঽত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে॥
অন্যথা কৌলিকে ধর্ম্মে আচারঃ কথিতো ময়া।
বিচরন্ত্যন্যথা দেবি মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
কৃপাণধারাগমনাদ্‌ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গধারণান্নূনমশক্যং কুলসাধনম্॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
তন্মহাপাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতম্॥

অনাঘ্রেয়মনালোক্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কম্ ।
মদ্যং মাংসং পশূনাস্তু কৌলিকানাং মহাফলম্ ॥ ২।১১৬-২৪

মর্ম্ম—মদ্যপানে যদি সিদ্ধি হয়, তবে মদ্যপানরত হীন পুরুষগণও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। মাংসভক্ষণে যদি পুণ্য হয়, তবে মাংসাশী পুরুষমাত্রই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছে। স্ত্রীসম্ভোগমাত্রেই যদি মুক্তি হয়, তবে স্ত্রীসঙ্গী পুরুষমাত্রই মুক্ত হইতে পারে। গুরূপদেশবিমুখ মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা লোকবঞ্চনাকারী বহু লোক নিজের বুদ্ধির দ্বারা কুলধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। আমি (মহাদেব) কোথাও কুলমার্গের নিন্দা করি নাই, আচার না জানিয়া যাহারা কুলমার্গে প্রবেশ করে, তাহাদিগেরই নিন্দা করিয়াছি। আমি কুলধর্ম্মে যেরূপ আচার বলিয়াছি, পাণ্ডিত্যাভিমানী মূঢ়গণ তাহার অন্যরূপ আচরণ করিয়া থাকে। কৃপাণধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কণ্ঠধারণ, বিষধরসর্পধারণ, এই সকল অপেক্ষাও কুলসাধন অশক্য। বৃথাপানই সুরাপান, তাহাই মহাপাতক বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। পশুভাবাপন্ন সাধকের মদ্য ও মাংসের গন্ধ-গ্রহণ, দর্শন, স্পর্শন ও সেবন নিষিদ্ধ, কিন্তু কৌলিকের তাহা মহাফলজনক।

ভাস্কররায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ণাটদেশীয়, বহুশাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মীধর, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত সৌন্দর্য্যলহরী [আনন্দলহরী] নামক ত্রিপুরসুন্দরীস্তবের সাধন-জ্ঞানপূর্ণ অতিবিস্তৃত এক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, মহীশূর গভর্ণমেণ্ট এই টীকা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্য্যলহরীর "সুধাসিন্ধোর্ম্মধ্যে" [৮] এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—

"সময়াচারো নাম আন্তরপূজারতিঃ, কুলাচারো নাম বাহ্য-পূজারতিরিতি রহস্যম্। + + + শ্রীচক্রস্য বিয়চ্চক্রমিতি নামান্তরমস্তি। বিয়চ্চক্রত্বস্তু বিয়ৎ-পূজ্যত্বাৎ। বিয়ৎপূজ্যত্বং দ্বিবিধম্, দহরাকাশজং বাহ্যাকাশজঞ্চেতি, বাহ্যাকাশজং নাম বাহ্যাকাশাবকাশে পীঠাদৌ ভূর্জ্জপত্র-শুদ্ধপট-হেম-রজতাদিপট্টতলে লিখিত্বা সমারাধনম্। এতদেব কৌলপূজেত্যাহুর্ব্বৃদ্ধাঃ। + + দহরাকাশজং নাম হৃদয়া-কাশাবকাশে চক্রস্য পূজনম্। ইদমেব সময়পূজেত্যাহুঃ সময়িনঃ।"

আবার "তবাধারে মূলে সহ সময়য়া" [৪১] এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—
"আধারচক্রং ত্রিকোণং, আধারে বিন্দুস্তিষ্ঠতীতি চ ভাবৎ প্রসিদ্ধম্। অত্র কৌল-মতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্। স এব বিন্দুঃ, তত্র আরাধ্যঃ। অতএব কৌলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমচ্চর্য়ন্তি। তৎ ত্রিকোণং দ্বিবিধং, শ্রীচক্রান্তর্গতনব-যোনিমধ্যবর্ত্তিনী যোনিঃ, সুন্দর্য্যাস্তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ। শ্রীচক্রস্থিত নবযোনি-

মধ্যগতযোনিং ভূর্জ্জ-হেম-পট্টবস্ত্র-পীঠাদৌ লিখিতাং পূর্ব্বকৌলাঃ পূজয়ন্তি। উভয়ং যোনিদ্বয়ং বাহ্যমেব, ন আন্তরম্। অতস্তেষাং আধারচক্রমেব পূজ্যম্। তত্র স্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কৌলিনীত্যুচ্যতে। সৈব উপাস্যা ত্রিকোণপূজকানামিতি রহস্যম্। এষা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিণী নিদ্রাণৈব সম্পূজ্যা, তস্যাঃ সদা নিদ্রাণ-স্বাভাব্যাৎ। সা পূজা তামিস্রা। কুণ্ডলিনীপ্রবোধো যদা স্যাৎ তৎক্ষণমেব মুক্তিঃ কৌলানাম্, অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কৌলা ইতি ব্যবহারঃ। তত্র সুরা-মাংস-মধু-মৎস্যাদিদ্রব্যৈঃ সমারাধনম্। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি, তত্তু অবৈদিকমার্গত্বাৎ স্মরণার্হমপি ন ভবতি। তথাপি দিঙ্মাত্রং নিষেধ্যত্বেন সময়মতমার্গপ্রদর্শনোপ-যোগিতয়া উক্তমিতি অলং বিস্তরেণ। সময়া নাম—শম্ভুনা সাম্যং পঞ্চবিধং যাতীতি সময়া। সময়ত্বং শম্ভোরপি—পঞ্চবিধং সাম্যং দেব্যা সহ যাতীতি। অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধান্যেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম্ঃ পঞ্চবিধসাম্যন্তু অধিষ্ঠানসাম্যং, অবস্থানসাম্যং, অনুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যঞ্চেতি পঞ্চবিধং সমপ্রধানয়োরেব শিবয়োঃ। + + + অতঃ সময়পূজকাঃ সময়িনঃ। তেষাং ষট্চক্রপূজা ন নিয়তা, অপিতু সহস্রদলকমল এব পূজা। সহস্রদলকমলপূজা নাম সহস্রদল-কমলস্য বৈন্দবস্থানত্বেন তন্মধ্যগত-চন্দ্রমণ্ডলস্য চতুরস্রাত্মনা তন্মধ্যবিন্দোঃ পঞ্চবিংশ-তত্ত্বাতীতং ষড়্‌বিংশাত্মকশিব-শক্তিমেলনরূপসাদাখ্যাত্মনা অনুসন্ধানম্। অতএব সময়িমতে বাহ্যারাধনং দূরত এব নিরস্তম্। ষোড়শোপচারপূজাঙ্গকলাপশ্চ ততোঽপি দূরত এব।"

"চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ" [৩১] ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত চতুঃ-ষষ্টি শক্তিতন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"ইত্যেবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পার্ব্বতীং প্রতি কথিতানি। এতানি তন্ত্রাণি জগতাং অতিসন্ধানকারণানি বিনাশহেতু-ভূতানি, বৈদিকমার্গদূরবর্ত্তিত্বাৎ। অতএবোক্তং ভগবৎপাদৈঃ—'চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমতিসন্ধায় ভুবনম্, * সকলবিদ্বল্লোকপ্রতার-কাণি ইমানি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণীতি।" ইহার পরে চতুঃষষ্টিতন্ত্রের বিবরণ উপন্যস্ত করিয়া বলিতেছেন—"এবং চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি পরিজ্ঞাতৃণামপি বঞ্চকানি। ঐহিক-সিদ্ধিমাত্রপরত্বাৎ বৈদিকমার্গদূরাণি। পরিজ্ঞাতারোঽপি ঐহিকফলাপেক্ষয়া তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ প্রতারিতা এবেতি রহস্যম্। + + শুভাগমতন্ত্রপঞ্চকে বৈদিকমার্গেণৈব অনুষ্ঠানকলাপো নিরূপিতঃ। অয়ং শুভাগম-পঞ্চকনিরূপিতো

* লক্ষ্মীধর "অতিসন্ধায়" এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সৌন্দর্য্যলহরীর অন্য টীকাকার-গণ এবং সেতুবন্ধে [উপোদ্‌ঘাত ৭৫ পৃষ্ঠা] ভাস্কররায় "অভিসন্ধায়" এই পাঠগ্রহণ করিয়াছেন।

মার্গঃ বসিষ্ঠ-সনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভির্ম্মুনিভিঃ প্রদর্শিতঃ। অয়মেব সময়াচার ইতি ব্যবহ্রিয়তে। চন্দ্রকলাবিদ্যাষ্টকন্তু কুলসময়ানুসারিত্বেন মিশ্রক-মিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি কুলমার্গ এব। "মিশ্রকং কৌলমার্গঞ্চ পরিত্যাজ্যং হি শাঙ্করি" ইতি ঈশ্বরবচনাৎ মিশ্রকমতং কৌলমার্গঞ্চ পরিত্যাজ্যম্।"

লক্ষ্মীধরের উক্তির স্থূল মর্ম্ম এই—সময়মত ও কৌলমত ভিন্ন, পরস্পর বিসদৃশ। উভয় মতেই শক্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সময়মতে—অন্তর্যাগে সহস্রদলপদ্মে শিব ও শক্তির পঞ্চবিধ সাম্য চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতে হয়। ইহাতে বাহ্য উপাসনা ও পঞ্চমকার একেবারে বর্জ্জনীয়। সময়মত বেদমার্গ-সম্মত। বসিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন, সনৎকুমার, এই পাঁচ জন মুনি বেদমার্গানুসারে এই উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত করিয়া বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুকসংহিতা, সনন্দনসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা নামে পাঁচখানি তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বেদমার্গনিরত ব্রাহ্মণ এই তন্ত্রপঞ্চকের অনুসারেই শক্তির আরাধনা করিবেন।

কৌলমতে—পঞ্চমকারের দ্বারা দেবীর বাহ্যপূজা করিতে হয়। চতুঃষষ্টি শক্তিতন্ত্রে কৌলমত বিবৃত হইয়াছে। এই মতের সাধনায় ঐহিক সিদ্ধিলাভ মাত্র হইতে পারে। চতুঃষষ্টি তন্ত্র ও কৌলমত বেদবিরুদ্ধ, অতএব ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য, শূদ্রাদি এই মতে সাধনা করিতে পারে। চন্দ্রকলা প্রভৃতি আটখানা তন্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য সময়মত ও শূদ্রাদির জন্য কৌলমত বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে উভয় মতই আছে বলিয়া এই আটখানা তন্ত্রকে মিশ্রমত বলে। ইহাও ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য।

ভাস্কর রায়ও সৌভাগ্যভাস্করে [১১৩পৃঃ] বলিয়াছেন,—"সময়মতং কৌলমতং মিশ্রমতঞ্চেতি বিদ্যোপাস্তৌ মতত্রয়ম্। শুক-বসিষ্ঠাদিসংহিতাপঞ্চকোক্তং বৈদিকমার্গকরম্বিতমাদ্যম্। চন্দ্রকলাদিতন্ত্রাষ্টকোক্তং তু চরমম্, কুল-সময়োভয়ানুসারিত্বাৎ। এতদ্ভিন্নতন্ত্রোদিতং কৌলমার্গঃ।"

ভাস্কর এই স্থলে এই মতত্রয় স্বীকার করিয়া সেতুবন্ধে [বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা, ১।২২] বলিয়াছেন,—"তন্ত্রাণান্তু সাক্ষাদেব বেদবত্তগবদাজ্ঞারূপত্বাচ্ছাস্ত্রত্বে ন কোঽপি বিবাদঃ। অতএব প্রামাণ্যেঽপি ন বিপ্রতিপত্তিঃ বৈদিকত্বাদেব। ভগবান্ পরশুরামোঽপ্যাহ—"পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়" ইতি *।

* পরশুরামকল্পসূত্র, ১।২।

এবং স্থিতে যৎ সৌন্দর্য্যলহরীব্যাখ্যানে কেনচিৎ প্রলপিতম্ "ইমানি তন্ত্রাণ্যবৈদিকানি" ইত্যাদি. তৎ প্রতারক-ভ্রান্তান্যতরজল্পিতত্বাদুপেক্ষ্যম্।"

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই—চতুঃষষ্টি তন্ত্র সাক্ষাৎ ভগবানের উক্তি, অতএব বেদমূলক এবং প্রমাণ। সৌন্দর্য্যলহরীব্যাখ্যায় কেহ [লক্ষ্মীধর] প্রলাপ করিয়াছেন যে—"এই চতুঃষষ্টিতন্ত্র বেদবহির্ভূত", ইহা প্রতারক অথবা ভ্রান্তের উক্তি বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য।*

ভাস্কর আরও বলিয়াছেন,—"যত্তু কৌলধর্ম্মনিন্দাদিকং তন্ত্রান্তরে স্মর্য্যতে তৎ "নহি নিন্দা" ন্যায়েন তত্তত্তন্ত্রস্তুতিমাত্রপরম্। কথমন্যথা—

"পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি হি।
মূর্ত্ত্যন্তরস্তু সম্প্রাপ্য মোহনায় দুরাত্মনাম্॥
মহাপাপবশান্নৃণাং তেষু বাঞ্ছাভিজায়তে।
তেষাং হি সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥" [কুলার্ণব ২] ৯৭।৯৮,]

ইত্যাদীনি কৌলপ্রকরণস্থানি পরঃশতং শিববচনানি সঙ্গচ্ছেরন্। বস্তুতস্তু কৌলোপাস্তেশ্চরমভূমিকারূপতয়া তদধিকারিদৌর্ল্লভ্যাদধিকারমজ্ঞাত্বা তত্র প্রবর্ত্তনে চ তদ্বিরুদ্ধাচারাবশ্যম্ভাবাৎ তেষাং নিন্দা। অধিকারসদ্ভাবেঽপি বাহ্যতিরহস্যে প্রবৃত্তির্মাভূদিত্যেতদর্থমপি নিন্দাবাক্যমিত্যুপপদ্যতে। তদপ্যুক্তং কুলার্ণব এব—

"কুলামার্গরতো দেবি ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।
আচাররহিতা যেঽত্র নিন্দিতাস্তে ন চেতরে॥"

অন্যত্রাপি—

"কুলধর্ম্মমিমং জ্ঞাত্বা মুচ্যেয়ুঃ সর্ব্বমানবাঃ।
ইতি মত্বা কুলেশানি ময়া লোকে বিগর্হিতম্॥" ইতি।
পুরাকৃততপো-দান-যজ্ঞ-তীর্থ-জপ-ব্রতৈঃ।
শুদ্ধচিত্তস্য শান্তস্য ধর্ম্মিণো গুরুসেবিনঃ।
অতিগুপ্তস্য ভক্তস্য কৌলজ্ঞানং প্রকাশতে॥" ইতি॥"

[সেতুবন্ধ ১।২২]

---

* পূর্ব্বে কুলগ্রন্থ সুলভ ছিল না। কৌলসাধক ভিন্ন অপরকে কুলগ্রন্থ দেখিতেও দেওয়া হইত না। লক্ষ্মীধর কৌলসাধক ছিলেন না, তিনি কুলগ্রন্থ যে দেখিতে পান নাই, ইহা তাঁহার "এতদেব কৌলপূর্ব্বভ্যাহর্দ্ধাঃ" এই উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। কুলগ্রন্থে কৌলসাধকের পক্ষে অন্তর্যাগই মুখ্যরূপে বিহিত হইয়াছে, অথচ তিনি কৌলসাধকের বাহ্যপূজা ও সময়াচারী সাধকের আন্তর পূজা, এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। ইহাও তাঁহার কুলশাস্ত্রে অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। পাঠক কৌলোপনিষদ্ দেখিতে পাইবেন—কৌলসাধকের শেষ অবস্থা সময়াচারের উর্দ্ধদেশে। লক্ষ্মীধর কৌলমার্গের রহস্য না জানিয়া তাহার নিন্দা করিয়াছেন, এই জন্য তিনি ভ্রান্ত। অথবা বিদ্বেষবশতঃ কৌলমার্গের নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রতারক।

ইহার তাৎপর্য্য—কোন কোন তন্ত্রে কৌলধর্ম্মের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহা কৌলধর্ম্মের নিন্দা নহে, "নহিনিন্দা" ন্যায়ে [১৩ পৃঃ পাদটীকায় নহি নিন্দা ন্যায় দ্রষ্টব্য] তত্তৎ তন্ত্রের প্রশংসামাত্র। তাহা না হইলে কৌল-প্রকরণে পশুশাস্ত্রের যে সকল নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গতি হয় না। বস্তুতঃ কৌলোপাসনা উপাসনামার্গের চরমভূমিকা, ইহার অধিকারী দুর্লভ; ইহাতে নিজের অধিকার আছে কি না, না জানিয়া কেহ প্রবৃত্ত হইলে বিরুদ্ধা-চরণজন্য পতন অবশ্যম্ভাবী, অতএব তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কৌলধর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। অধিকারিসদ্ভাবেও এই অতিরহস্যবিষয়ে প্রবৃত্তি না হউক, এই জন্যও নিন্দাবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—"আমি কুলমার্গরত সাধকের নিন্দা করি নাই, অনধিকারী আচার-রহিত কুলমার্গগামীদিগকেই নিন্দা করিয়াছি।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে,—"কৌল-জ্ঞান লাভ করিয়া সকল মানবই মুক্ত হইয়া যাইতে পারে [তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকে না] ইহা মনে করিয়াই কুলধর্ম্ম নিন্দিত হইয়াছে।" এই হেতুই উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা, দান, যজ্ঞ, তীর্থসেবা, জপ ও ব্রতের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত শান্ত ধর্ম্মশীল গুরুসেবী অতিগুপ্ত ভক্তের কৌলজ্ঞান প্রকাশ পায়।"

দেখা যাইতেছে—বেদনিষ্ঠ সদাচারপরায়ণ কর্ণাটী সাধক লক্ষ্মীধর কৌল-মার্গকে বেদবহির্ভূত, অতএব ব্রাহ্মণের অনাচরণীয় বলিতেছেন। পক্ষান্তরে বেদনিষ্ঠ কৌলাচারপরায়ণ কর্ণাটী সাধক * ভাস্কররায় কৌলমার্গকে বেদসম্মত এবং ব্রাহ্মণের আচরণীয় বলিতেছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের উক্তি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়—ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী।

বস্তুতঃ বৈদিকদীক্ষাযুক্ত সাধক বৈদিকাচারসম্মত বসিষ্ঠাদিসংহিতাবিহিত সময়াচার অবলম্বনে পরাশক্তির সাধনা করিবেন এবং তান্ত্রিকদীক্ষাযুক্ত সাধক চতুঃষষ্টিশক্তি-তন্ত্র-বিহিত কৌলাচার অবলম্বনে পরাশক্তির সাধনায় মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হইবেন। শেষ ফল উভয়েরই তুল্য। সময়াচার কঠিন এবং ফল বিলম্বে; কৌলাচার তদপেক্ষা সহজ, ফললাভও তদপেক্ষা শীঘ্র। এই বিষয়ে দেবীভাগবতে [৭ম স্কন্ধে ৩৯শ অধ্যায়] দেবীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন,—

* ভাস্করের জন্মস্থান বীজাপুর হইলেও তিনি কর্ণাটী ব্রাহ্মণ বলিয়া গুরুপরম্পরাচরিত্রে উক্ত হইয়াছেন।

"বক্ষ্যে পূজাবিধিং রাজন্নম্বিকায়া যথা প্রিয়ম্।
অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্দ্ধং শৃণু পর্ব্বতপুঙ্গব॥
দ্বিবিধা মম পূজা স্যা'দ্‌বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।
বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা॥
বৈদিক্যর্চ্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর।
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ॥
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিশ্চ তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ।
ইত্থং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্॥
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা।" ২—৬

কৌল সাধকগণ কৌলমার্গকে বেদবহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না। কুলার্ণবতন্ত্রেও দেখা যায়,—

"বেদশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কুলপূজাং করোতি যঃ।
তৎসমীপে স্থিতং মাং ত্বাং বিদ্ধি নান্যত্র ভাবিনি॥"

কৌলমার্গ বেদসম্মত এবং ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় কি না, এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নানারূপ বিচারবিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। প্রবন্ধান্তরে সেই সকল বিচারবিতণ্ডার অবতারণা করিতে ইচ্ছা আছে।

উপসংহারে আবার বলিতেছি—কৌলমার্গ চরম ভূমিকা, মুক্তিমার্গের শেষ সোপান। সম্যক্ অধিকার লাভ না করিয়া সাধক ইহাতে প্রবেশ করিবেন না। ভোগতৃষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়া কৌলসাধনার ছলে পঞ্চমকার সেবা করিলে পতন অনিবার্য্য। নিজে নিজের অধিকার নির্ণয় না করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইবেন। বর্ত্তমান সময় বহু স্বার্থান্বেষী ভণ্ড প্রতারক গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে। আত্মোন্নতিকামী সাধক এই সকল গুরু হইতে আত্মরক্ষা করিবেন।

কৌলমার্গের নিন্দুকগণের পক্ষেও কৌলমার্গের রহস্য অবগত না হইয়া নিন্দা করা উচিত নহে। তবে অনধিকারিগণ কৌলমার্গের নাম করিয়া যে সকল বীভৎস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা নিন্দার বিষয়। শাস্ত্রে সাধনার বহু পন্থা উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কৌলমার্গ অন্যতম। কলির জীবের পক্ষে কৌলমার্গ অপেক্ষাকৃত সহজ, এই জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার এত প্রশংসা। যাঁহার কৌলমার্গে প্রবৃত্তি না হয়, তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন, কৌলমার্গের নিন্দা করিতে পারেন না। শাস্ত্রে বহু স্থানেই পরধর্ম্মের নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কৌলোপনিষদেও "লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ" এই সূত্রে ভিন্নমতাবলম্বীদিগের নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তমোভাবাপন্ন শূদ্রাদির পক্ষে অদ্বৈতজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও বামমার্গে পঞ্চমকার-সাধনা বিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ বামমার্গ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্য বলিয়া ভাস্কররায়ও সৌভাগ্যভাস্করে [১৮৪ পৃঃ] বলিয়াছেন।

কুলগ্রন্থ

শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীবিদ্যাই শক্তিদেবতার মধ্যে মুখ্যা বা প্রকৃতিস্বরূপা। এই বিষয়ে ভাস্কররায় সৌভাগ্যভাস্করে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—

"পরাশক্তি-সদাশিবাদিরূপাণি শক্তি-শিবয়োরুত্তরোত্তরাপকর্ষবন্তি বহূনি সন্তি। তেষাঞ্চ লোকা অপি বহুবিধাঃ। পরশিবাভিন্ন-মহাশক্তিস্তু সর্ব্বলোকাতীতা মহাকৈলাসাপরাজিতাদিপদবাচ্যে সর্ব্বলোকোত্তমে তিষ্ঠতি। তস্যাশ্চ শরীরং ঘনীভূতঘৃতবদ্রজস্তমঃসম্পর্কশূন্যশুদ্ধসত্ত্বঘনীভাবরূপম্। অন্যাসাং শিব-শক্তীনাং কতিপয়ানাং সাত্ত্বিকশরীরাণ্যপি সত্ত্বাধিক্য-গুণান্তরাল্পত্বযুক্তানি, ন পুনঃ শুদ্ধ-সত্ত্বানি। অতঃ সর্ব্বোত্তমৈবৈষা পরব্রহ্মমূর্ত্তিঃ। অন্যা অপি সন্তি রহস্যভূতা বহবো ভেদাঃ, তেষু কাম্যৈশ্বর্য্যাত্মকমূর্ত্তিরেবেহ গ্রন্থে প্রতিপাদ্যেতি ললিতাপদেন সূচিতম্"।

কামেশ্বরী ও ললিতা শ্রীবিদ্যারই অপর নামদ্বয়। শ্রীবিদ্যা প্রকৃতিস্বরূপা বলিয়া তাঁহার উপাসনাপদ্ধতিই তন্ত্রে অতি বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিদ্যার বিকৃতিস্বরূপা কালী ভুবনেশ্বরী প্রভৃতির উপাসনাপদ্ধতি তাদৃশ বিস্তৃতরূপে উক্ত হয় নাই *। ইঁহাদের উপাসনাপ্রয়োগে অনেক বিষয় শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিতে হয়। এই জন্যই অস্মৎপূর্ব্বপুরুষ পরমারাধ্যপাদ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি শ্রীবিদ্যার উপাসনা বিষয়ে "শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি" নামক নিবন্ধ অতি বিস্তৃতরূপে এবং কালীর উপাসনা বিষয়ে "শ্যামা-

* উপাসনাপ্রয়োগ বিষয়ে কালী তারা ভুবনেশ্বরী শ্রীবিদ্যা প্রভৃতির প্রকৃতি-বিকৃতিভাব থাকিলেও ইঁহারা সকলেই পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি, এই জন্য ইঁহাদের মহিমাও তুল্য, কেবল নামভেদ ও রূপভেদ মাত্র।

রহস্য" নামক নিবন্ধ অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। অস্মদ্বংশীয় সাধকপ্রবর শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও * স্বপ্রণীত "নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যার্চ্চনপদ্ধতি" নামক অতিবিস্তৃত কালীপূজাপদ্ধতিতে অনেক বিষয় শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবিদ্যার মুখ্যত্বহেতুই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ডান্তর্গত "ত্রিশতী" নামক স্তবে † "বিদ্যা" শব্দে একমাত্র শ্রীবিদ্যাই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। যথা,—

"ইতি মন্ত্রেষু বহুধা বিদ্যায়া মহিমোচ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা তু শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ॥
ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা সা শ্রীবিদ্যৈব ন সংশয়ঃ॥" ১১৩, ১১৪

কৌলমার্গ মুক্তির মার্গ, শ্রীবিদ্যা মুক্তিপ্রদাত্রী, এই জন্য তন্ত্রে কৌলাচার সাধারণতঃ শ্রীবিদ্যাবিষয়েই কথিত হইয়াছে। শ্রীবিদ্যোপাসনাবিষয়ক কৌলাচার-সম্বন্ধে বহু তন্ত্র উপনিষৎ নিবন্ধ প্রভৃতি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; বর্ত্তমান সময় তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে।

বামকেশ্বর তন্ত্রে (১ম পটলে) চতুঃষষ্টিতন্ত্রের নাম কথিত হইয়াছে। তাহা এই—(১) মহামায়াতন্ত্র, (২) শম্বরতন্ত্র, (৩) যোগিনীতন্ত্র, (৪) জালশম্বরতন্ত্র, (৫) তত্ত্বশম্বরতন্ত্র, (৬) ভৈরবাষ্টকতন্ত্র, (৭-১৪) বহুরূপাষ্টকতন্ত্র (ব্রাহ্ম্যাদি অষ্ট-মাতৃকার উপাসনাপ্রতিপাদক আটখানা তন্ত্র), (১৫—২২) যামলাষ্টক [১ ব্রহ্মযামল, ২ বিষ্ণুযামল, ৩ রুদ্রযামল, ৪ লক্ষ্মীযামল, ৫ উমাযামল, ৬ স্কন্দযামল, ৭ গণেশযামল, ৮ জয়দ্রথযামল], (২৩) চন্দ্রজ্ঞানতন্ত্র, (২৪) বাসুকিতন্ত্র (পাঠান্তরে মালিনীতন্ত্র), (২৫) মহাসম্মোহনতন্ত্র, (২৬) মহোচ্ছুষ্মতন্ত্র (পাঠান্তরে বামজুষ্ট অর্থাৎ বামকেশ্বরতন্ত্র), (২৭), বাতুলতন্ত্র, (২৮) বাতুলোত্তরতন্ত্র, (২৯) হৃদ্ভেদতন্ত্র, (৩০) তন্ত্রভেদতন্ত্র, (৩১) গুহ্যতন্ত্র, (৩২) কামিকতন্ত্র, (৩৩) কলাবাদতন্ত্র,

* এই সাধকপ্রবর মহাপুরুষ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাইটাইল গ্রামে (পূর্ণানন্দগিরির বাসগ্রামে) আবির্ভূত হইয়া পরে "দিয়াড়া" গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও দিয়াড়া গ্রামে বাস করিতেছে এবং তাঁহার সাধনাস্থান পঞ্চমুণ্ডী প্রভৃতি তথায় বর্ত্তমান আছে। তৎপ্রণীত নিত্যনৈমিত্তিককাম্যার্চ্চনপদ্ধতি, উপাসনা প্রয়োগ বিষয়ে অতি উপাদেয় নিবন্ধ।

† "ত্রিশতী" সহস্র নামের মত তিন শত নামযুক্ত শ্রীবিদ্যার স্তব। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য "বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যের" মত ইহারও ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। মান্দ্রাজ হইতে এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩৪) কলাসারতন্ত্র, (৩৫) কুব্জিকামততন্ত্র, (৩৬) তন্ত্রোত্তরতন্ত্র, (৩৭) বীণাতন্ত্র, (৩৮) ত্রোতলতন্ত্র, (৩৯) ত্রোতলোত্তরতন্ত্র, (৪০) পঞ্চামৃততন্ত্র, (৪১) রূপভেদতন্ত্র, (৪২) ভূতোড্‌ডামরতন্ত্র, (৪৩) কুলসারতন্ত্র, ৪৪) কুলোড্‌ডীশতন্ত্র, (৪৫) কুলচূড়ামণিতন্ত্র, (৪৬) সর্ব্বজ্ঞানোত্তরতন্ত্র, (৪৭) মহাকালীমততন্ত্র, (৪৮) মহালক্ষ্মীমততন্ত্র, (৪৯) সিদ্ধযোগেশ্বরীমততন্ত্র, (৫০) কুরূপিকামততন্ত্র, (৫১) দেবরূপিকামততন্ত্র, (৫২) সর্ব্ববীরমততন্ত্র, (৫৩) বিমলামততন্ত্র, (৫৪) পূর্ব্বাম্নায়তন্ত্র, (৫৫) পশ্চিমাম্নায়তন্ত্র, (৫৬) দক্ষিণাম্নায়তন্ত্র, (৫৭) উত্তরাম্নায়তন্ত্র, (৫৮) ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্র, (৫৯) বৈশেষিকতন্ত্র, (৬০) জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, (৬১) বীরাবলিতন্ত্র, (৬২) অরুণেশতন্ত্র, (৬৩) মোহিনীশতন্ত্র, (৬৪) বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র।

এই চতুঃষষ্টিতন্ত্রের মধ্যে কতকগুলিতে কৌলমার্গে শ্রীবিদ্যার উপাসনা, কতকগুলিতে তাহার অঙ্গরূপে অন্য দেবতার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য এই চতুঃষষ্টিখানা তন্ত্রের নাম কুলতন্ত্র। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যও স্বকৃত "আনন্দলহরী" নামক শ্রীবিদ্যাস্তবে "চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনম্" ইত্যাদি (৩১শ) শ্লোকে এই চতুঃষষ্টি তন্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

বামকেশ্বরতন্ত্রে এই চতুঃষষ্টি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়া, পরে বলা হইয়াছে,—

"এবমেতানি শাস্ত্রাণি তথান্যান্যপি কোটিশঃ।
ভবতোক্তানি মে দেব সর্ব্বজ্ঞানময়ানি চ ॥" (১।২২)

এই বচনের "অন্যান্যপি" এই উক্তির দ্বারা 'মহাদেব কৌলমার্গ সম্বন্ধে এই চতুঃষষ্টিতন্ত্রের অতিরিক্ত আরও অনেক তন্ত্র বলিয়াছেন' এইরূপ জানিতে পারা যায়। কুলার্ণবতন্ত্র, বামকেশ্বরতন্ত্র, তন্ত্ররাজতন্ত্র, শাম্ভবীতন্ত্র, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, পরমানন্দতন্ত্র, দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতা প্রভৃতি বহু তন্ত্র চতুঃষষ্টিতন্ত্রের অতিরিক্ত, অথচ এই সকল তন্ত্রেও কৌলমার্গে শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতিই বিবৃত হইয়াছে। মহাপুরুষ পূর্ণানন্দগিরি স্বকীয় "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" নিবন্ধে শাম্ভবীতন্ত্র হইতে বহু বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সকল তন্ত্রের মধ্যে কয়েকখানি তন্ত্রের কিয়দংশমাত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

কৌলাচারে শ্রীবিদ্যার উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে পূর্ণানন্দপ্রণীত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিই বৃহৎ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর *।

* শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি আজ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের নিকট হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

অনেক উপনিষদেও কেবল কৌলাচারে শ্রীবিদ্যার উপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরামহোপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ, সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ, গুহ্যোপনিষৎ, এই পাঁচখানা প্রধান। ভাস্কররায় এই উপনিষদ্‌গুলির গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতি উপাদেয় ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম তিনখানা সার, জন্, উড্‌রফ মহোদয় প্রকাশিত করিয়াছেন, পরবর্ত্তী দুইখানা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল উপনিষৎকে লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন,—"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ। "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" [মনুসংহিতার (২।১) ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্টধৃত হারীতবচন]। এই সকল উপনিষৎ তান্ত্রিক উপনিষৎ নামেই পরিচিত।

এই সকল উপনিষদের মধ্যে কৌলোপনিষদে কৌলধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ সমগ্র কৌলোপনিষৎ কৌলমার্গরহস্যের সহিত প্রকাশিত হইল। বিবৃতিতে ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—যেমন বেদে পূর্ব্বকাণ্ডের শেষভূতরূপে আশ্বলায়নাদি কল্পসূত্র এবং মন্বাদিস্মৃতির প্রবৃত্তি, সেইরূপ উপনিষৎকাণ্ডের শেষভূতরূপে পরশুরামাদির (তান্ত্রিক) কল্পসূত্র এবং যামলাদি তন্ত্রের প্রবৃত্তি *। তথায় অন্যত্র [৬ পৃঃ] বলিয়াছেন,—যেমন [শুক্ল যজুর্ব্বেদ] কাণ্বাদি পঞ্চদশ শাখার একমাত্র কাত্যায়নপ্রণীত কল্পসূত্র, সেইরূপ নিখিল সুন্দরীতন্ত্রের একমাত্র পরশুরামপ্রণীত কল্পসূত্র †। এই উক্তিতে জানা যায়, পরশুরাম শ্রীবিদ্যার উপাসনাবিষয়ে কল্পসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। কল্পসূত্রের শেষে পরশুরামের যে পরিচয় আছে, তাহাতে জানা যায়—তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য পরশুরাম ‡। এই জন্য বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণ "তথাচ কুলমূলাবতারকল্পসূত্রে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া এই কল্পসূত্রের প্রমাণ

* "শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাশ্চ গৌণীং ভক্তিং সেতিকর্ত্তব্যতাকাং নিরূপয়িতুমেদম্পর্য্যেণ সুন্দরীতাপনীপঞ্চকং ভাবনোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ গুহ্যোপনিষন্মহোপনিষচ্চেত্যাদয়ো বেদশিরোভাগাঃ প্রবৃত্তাঃ। বেদে চ পূর্ব্বকাণ্ডস্য শেষভূতত্বয়াশ্বলায়নাদিকল্পসূত্রাণাং মন্বাদিস্মৃতীনাঞ্চ প্রবৃত্তিবদুপনিষৎকাণ্ডশেষত্বেন পরশুরামাদিকল্পসূত্রাণাং যামলাদিতন্ত্রাণাঞ্চ প্রবৃত্তিঃ।"

† "কল্পসূত্রস্য তু কাণ্বাদিপঞ্চদশশাখাস্বেকস্য কাত্যায়নীয়স্যেব পরশুরামীয়স্য নিখিলসুন্দরীতন্ত্রেষ্বঙ্গত্বং।"

‡ ইতি শ্রীদুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তক-রেণুকাগর্ভসম্ভূত-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-জামদগ্ন্য-পরশুরাম-ভার্গব-মহোপাধ্যায়-মহাকুলাচার্য্যনির্ম্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্।"

উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুলশাস্ত্রই ইহার মূল এবং অবতারপ্রণীত, এই জন্ম ইহার নাম "কুলমূলাবতার কল্পসূত্র"।*

পূর্ব্বে নানা নিবন্ধে এই কল্পসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি, গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা পুথি আছে; তাহা অতিশয় জীর্ণ, পাঠের অযোগ্য।'

সম্প্রতি রামেশ্বরকৃত উপাদেয় বৃত্তি সহ কল্পসূত্র বরোদাগভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী বি, এ, মহোদয় ভূমিকায় লক্ষ্মণ রাণাডের লিখিত "সূত্রতত্ত্ববিমর্শিনী" হইতে ত্রিপুরারহস্যের এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—[নারদের প্রতি সুমেধার উক্তি]।

"আদৌ শ্রীদত্তগুরুণা শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে ত্রিপুরোপাস্তিপদ্ধতিঃ॥
অষ্টাদশসহস্রাণি গ্রন্থতোঽভূচ্চ সংহিতা।
অধীত্য তাং জামদগ্ন্যঃ বিস্তৃতাং সাগরোপমাম্॥
গম্ভীরগূঢ়তাৎপর্য্যাং মন্দানাং তত্র বৈ গতিম্।
মত্বা সুদুর্লভাং ভূয়ঃ সংক্ষিপ্য বিশদাশয়ম্।
নির্ম্মমে সূত্রজালং বৈ পঞ্চাশৎখণ্ডসন্মিতম্।
তদ্‌গুরোর্জ্জামদগ্ন্যাদধীতং সূত্রমণ্ডলম্॥
অধীত্য সংহিতাঞ্চাপি তৎপশ্চাদ্‌গুরুনামতঃ।
সূত্রজালে সংহিতায়াঃ প্রতিবিম্বাত্মকেঽভবৎ॥
গ্রন্থতঃ ষট্‌সহস্রন্তু সূত্রং তদপি সংস্থিতম্।
সংহিতার্থস্য সংক্ষেপাত্মকং সূত্রমুদাহৃতম্॥
সংহিতা-সূত্রয়োঃ সারং সংগৃহীতং ময়া মুনে।
তদ্‌দত্ত-রামসংবাদাত্মকমেব পুরা কৃতম্॥"

ইহাতে জানা যায়—প্রথমতঃ শ্রীদত্ত নামক গুরু শিষ্যদিগের হিতকামনায় শ্রীবিদ্যোপাসনাবিষয়ে "শ্রীদত্তসংহিতা" নামক অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক এক সংহিতা রচনা করেন। পরশুরাম সেই অতি বিস্তৃত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মন্দবুদ্ধির বোধসৌকর্য্যার্থ সংহিতার সার সঙ্কলন করিয়া পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত সূত্রগ্রন্থ

* উমানন্দ নিত্যোৎসবে (বরোদা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তক ২০৬, ২১০, ও ২১২ পৃঃ) "কুলমূলাবতারে" বলিয়া অনেকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচনগুলি সূত্র নহে, অনুষ্টুপ্‌ছন্দে লিখিত। ইহাতে জানা যায়, "কুলমূলাবতার" নামে একখানা পৃথক্ গ্রন্থও ছিল।

অনেক উপনিষদেও কেবল কৌলাচারে শ্রীবিদ্যার উপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরামহোপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ, সুন্দরীতাপনী উপনিষৎ, গুহ্যোপনিষৎ, এই পাঁচখানা প্রধান। ভাস্কররায় এই উপনিষদ্‌গুলির গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অতি উপাদেয় ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। প্রথম তিনখানা সার, জন্, উড্‌রফ মহোদয় প্রকাশিত করিয়াছেন, পরবর্ত্তী দুইখানা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল উপনিষৎকে লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন,—"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ। "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" [মনুসংহিতার (২।১) ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্টধৃত হারীতবচন]। এই সকল উপনিষৎ তান্ত্রিক উপনিষৎ নামেই পরিচিত।

এই সকল উপনিষদের মধ্যে কৌলোপনিষদে কৌলধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ সমগ্র কৌলোপনিষৎ কৌলমার্গরহস্যের সহিত প্রকাশিত হইল। বিবৃতিতে ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৪ পৃঃ) বলিয়াছেন,—যেমন বেদে পূর্ব্বকাণ্ডের শেষভূতরূপে আশ্বলায়নাদি কল্পসূত্র এবং মন্বাদিস্মৃতির প্রবৃত্তি, সেইরূপ উপনিষৎকাণ্ডের শেষভূতরূপে পরশুরামাদির (তান্ত্রিক) কল্পসূত্র এবং যামলাদি তন্ত্রের প্রবৃত্তি *। তথায় অন্যত্র [৬ পৃঃ] বলিয়াছেন,—যেমন [শুক্ল যজুর্ব্বেদ] কাণ্বাদি পঞ্চদশ শাখার একমাত্র কাত্যায়নপ্রণীত কল্পসূত্র, সেইরূপ নিখিল সুন্দরীতন্ত্রের একমাত্র পরশুরামপ্রণীত কল্পসূত্র †। এই উক্তিতে জানা যায়, পরশুরাম শ্রীবিদ্যার উপাসনাবিষয়ে কল্পসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। কল্পসূত্রের শেষে পরশুরামের যে পরিচয় আছে, তাহাতে জানা যায়—তিনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য পরশুরাম ‡। এই জন্য বঙ্গদেশীয় নিবন্ধকারগণ "তথাচ কুলমূলাবতারকল্পসূত্রে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া এই কল্পসূত্রের প্রমাণ

---

* "শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দর্য্যাশ্চ গৌণীং ভক্তিং সেতিকর্ত্তব্যতাকাং নিরূপয়িতুমেদম্পর্য্যেণ সুন্দরীতাপনীপঞ্চকং ভাবনোপনিষৎ কৌলোপনিষৎ গুহ্যোপনিষন্মহোপনিষচ্চেত্যাদয়ো বেদশিরোভাগাঃ প্রবৃত্তাঃ। বেদে চ পূর্ব্বকাণ্ডস্য শেষভূততয়াশ্বলায়নাদিকল্পসূত্রাণাং মন্বাদিস্মৃতীনাঞ্চ প্রবৃত্তিবদুপনিষৎকাণ্ডশেষত্বেন পরশুরামাদিকল্পসূত্রাণাং যামলাদিতন্ত্রাণাঞ্চ প্রবৃত্তিঃ।"

† "কল্পসূত্রস্য তু কাণ্বাদিপঞ্চদশশাখাস্বেকস্য কাত্যায়নীয়স্যেব পরশুরামীয়স্য নিখিলসুন্দরীতন্ত্রেষ্বঙ্গত্বাৎ।"

‡ ইতি শ্রীদুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তক-রেণুকাগর্ভসম্ভূত-মহাদেবপ্রধানশিষ্য-জামদগ্ন্য-পরশুরাম-ভার্গব-মহোপাধ্যায়-মহাকুলাচার্য্যনির্ম্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্।"

উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুলশাস্ত্রই ইহার মূল এবং অবতারপ্রণীত, এই জন্য ইহার নাম "কুলমূলাবতার কল্পসূত্র"।*

পূর্ব্বে নানা নিবন্ধে এই কল্পসূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি, গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে অতি প্রাচীন হস্তলিখিত একখানা পুথি আছে; তাহা অতিশয় জীর্ণ, পাঠের অযোগ্য।'

সম্প্রতি রামেশ্বরকৃত উপাদেয় বৃত্তি সহ কল্পসূত্র বরোদাগভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী বি, এ, মহোদয় ভূমিকায় লক্ষ্মণ রাণাডের লিখিত "সূত্রতত্ত্ববিমর্শিনী" হইতে ত্রিপুরারহস্যের এই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন—[নারদের প্রতি সুমেধার উক্তি]।

"আদৌ শ্রীদত্তগুরুণা শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে ত্রিপুরোপাস্তিপদ্ধতিঃ॥
অষ্টাদশসহস্রাণি গ্রন্থতোঽভূচ্চ সংহিতা।
অধীত্য তাং জামদগ্ন্যঃ বিস্তৃতাং সাগরোপমাম্॥
গম্ভীরগূঢ়তাৎপর্য্যাং মন্দানাং তত্র বৈ গতিম্।
মত্বা সুদুর্লভাং ভূয়ঃ সংক্ষিপ্য বিশদাশয়ম্।
নির্ম্মমে সূত্রজালং বৈ পঞ্চাশৎখণ্ডসম্মিতম্।
তদ্গুরোর্জ্জামদগ্ন্যাদধীতং সূত্রমণ্ডলম্॥
অধীত্য সংহিতাঞ্চাপি তৎপশ্চাদ্গুরুনামতঃ।
সূত্রজালে সংহিতায়াঃ প্রতিবিম্বাত্মকেঽভবৎ॥
গ্রন্থতঃ ষট্সহস্রন্তু সূত্রং তদপি সংস্থিতম্।
সংহিতার্থস্য সংক্ষেপাত্মকং সূত্রমুদাহৃতম্॥
সংহিতা-সূত্রয়োঃ সারং সংগৃহীতং ময়া মুনে।
তদ্দত্ত-রামসংবাদাত্মকমেব পুরা কৃতম্॥"

ইহাতে জানা যায়—প্রথমতঃ শ্রীদত্ত নামক গুরু শিষ্যদিগের হিতকামনায় শ্রীবিদ্যোপাসনাবিষয়ে "শ্রীদত্তসংহিতা" নামক অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক এক সংহিতা রচনা করেন। পরশুরাম সেই অতি বিস্তৃত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া মন্দবুদ্ধির বোধসৌকর্য্যার্থ সংহিতার সার সঙ্কলন করিয়া পঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত সূত্রগ্রন্থ

* উমানন্দ নিত্যোৎসবে (বরোদা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তক ২০৬, ২১০, ও ২১২ পৃঃ) "কুলমূলাবতারে" বলিয়া অনেকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচনগুলি সূত্র নহে, অনুষ্টুপ্ছন্দে লিখিত। ইহাতে জানা যায়, "কুলমূলাবতার" নামে একখানা পৃথক্ গ্রন্থও ছিল।

রচনা করেন। পরে পরশুরামশিষ্য সুমেধা শ্রীদত্তসংহিতা ও পরশুরামসূত্রের সার সঙ্কলন করিয়া গুরুর নামেই আর একখানি সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ত্তমান কল্পসূত্রে ৫০ খণ্ড নাই, পরিশিষ্ট সহ আঠারটি খণ্ড আছে। সম্ভবতঃ ইহা সুমেধার সঙ্কলিত সূত্রগ্রন্থ।

রামেশ্বর ১৭১৩ শকে (১৮৩১ খৃঃ অঃ) পরশুরামকল্পসূত্রের বৃত্তি রচনা করেন *। রামেশ্বর ভাস্কররায়কে পরমেষ্ঠিগুরু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন †। ভাস্কররায় ১৭৩৩ খৃঃ অব্দে সেতুবন্ধ, ১৭২৮ খৃঃ অব্দে সৌভাগ্যভাস্কর (ললিতা-সহস্রনামভাষ্য), এবং ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্তবতী (চণ্ডীর টীকা) রচনা করেন ‡। ভাস্করশিষ্য উমানন্দ ৪৮৭৬ কল্যব্দে (১৬৯৭ শকাব্দ, ১৭৫৫ খৃঃ অঃ) "নিত্যোৎসব" রচনা করেন §। নিত্যোৎসবে কল্পসূত্রের অনুযায়ী শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি

---

* "অগ্নিবাণাদ্রিভূসংখ্যে শাকে তপসি গীষ্পতেঃ।
বাসরে শুক্লপক্ষস্য দিন আদ্যে নিশামুখে।"
(পরশুরামকল্পসূত্রবৃত্তি, ৩৬৭ পৃঃ)

† "অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুভিঃ উত্তরচতুঃশতীব্যাখ্যানে বিস্তরেণ সেতুবন্ধে বরিবস্যারহস্যে চ" [পরশুরামকল্পসূত্রবৃত্তি ৫।১৬]। "ললিতাব্যাখ্যানাবসরে অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুভিঃ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ" [ঐ ৩;৩১]। "অস্মৎপরমেষ্ঠিগুরুকৃতসেতুবন্ধে সবিস্তরমুক্তত্বাৎ" [ঐ ৩।৯]; রামেশ্বর এই সকল স্থানে ভাস্কররায়ের নাম উল্লেখ করেন নাই, কেবল পরমেষ্ঠিগুরু বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। বামকেশ্বরতন্ত্রের পূর্ব্বভাগের নাম পূর্ব্বচতুঃশতী এবং উত্তরভাগের নাম উত্তরচতুঃশতী। বামকেশ্বরতন্ত্রের টীকার নাম সেতুবন্ধ। ললিতাসহস্রনামভাষ্যের নাম সৌভাগ্যভাস্কর। সেতুবন্ধ বরিবস্যারহস্য ও সৌভগ্যভাস্কর ভাস্কররায়রচিত। অতএব এই সকল স্থলে "পরমেষ্ঠিগুরু" শব্দের দ্বারা ভাস্কররায়ই উক্ত হইয়াছেন। মুদ্রিত পরশুরাম-কল্পসূত্রবৃত্তিতে অন্যত্র [১।২৪] "অস্মৎপরমগুরুভিঃ উত্তরচতুঃশতীসেতুবন্ধে × × × ইত্যেবে বাক্যং দর্শিতম্" এই স্থলে "পরমগুরু" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা লিপিকর-প্রমাদ। গুরুর গুরুকে পরমগুরু এবং তাঁহার গুরুকে পরমেষ্ঠিগুরু বলে। রামেশ্বর ও ভাস্করের ব্যবধান একশত বৎসর, এইরূপ ব্যবধানে পরমেষ্ঠি গুরু হওয়াই সঙ্গত।

‡ ১৮৪৪ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মল্লিখিত "ভাস্কররায়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

§ উমানন্দ নিত্যোৎসবের শেষে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"বিশ্বাশ্চর্য্যতপোময়বিশ্বামিত্রর্ষিগোত্রতিলকেন।
শ্রীবালকৃষ্ণবিদ্বৎসুতেন লক্ষ্মাম্বয়োপলালোন ॥
শ্রীহপেটবোপনাম্না চোলাধিপতিভোসলেন্দুমান্তেন।
নাটককাব্যাদিকৃতা মহিতমহারাষ্ট্রজাতিনা [illegible]

বিবৃত হইয়াছে। উমানন্দ ভাস্করের আদেশেই "নিত্যোৎসব" রচনা করিয়াছিলেন *। ভাস্করের জন্মস্থান বীজাপুর। উমানন্দ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। রামেশ্বরের জন্মস্থানও দাক্ষিণাত্যে †। ভাস্কর সুরাটনগরে শিবদত্তশুক্লের নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন ‡।

বরোদা হইতে প্রকাশিত পরশুরামকল্পসূত্রের সম্পাদক মহাদেব শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত ভূমিকায় জানা যায়—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ রাণাডে ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে পরশুরামকল্পসূত্রের "সূত্রতত্ত্ববিমর্শিনী" নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই টীকা আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

কৌলমার্গ সম্বন্ধে ভাস্করের বহু উক্তি ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইতঃপর বঙ্গানুবাদ ও ভাস্কররায়কৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য সহ কৌলোপনিষৎ সমগ্র, বঙ্গানুবাদ ও রামেশ্বরকৃত বৃত্তির তাৎপর্য্যসহ পরশুরামকল্পসূত্রের কৌলধর্ম্মবিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্রসমূহ, এবং বঙ্গানুবাদসহ কৌলধর্ম্মবিষয়ক নিত্যোৎসবের উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করিব। পাঠকগণ দেখিবেন, দাক্ষিণাত্যনিবাসী কৌলমার্গসেবী বেদাদি অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কিরূপ দক্ষতার সহিত কৌলমার্গের সমর্থন করিয়াছেন। "ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা" এই কথারই বা সার্থকতা কোথায়, তাহাও বিবেচনা করিবেন।

ত্রয্যান্তত্ত্বশীলনদলিতজগচ্ছাস্ত্রজালমোহেন।
ভারত্যপাথ্যভাস্করমখিদেশিকলব্ধদেশনাম্নায়ম্ ॥
আম্নায়তন্ত্রজালালোকপরেণার্য্যসম্প্রদায়জুষা।
ললিতাপদাব্জরোলম্বেন জগন্নাথপণ্ডিতবরেণ ॥
কল্যব্দেষু রসার্ণবকরিরদমিতেষ্বিহ ব্যতীতেষু।
নব্যঃ ক্রোধনশরদি ব্যবন্ধি নিত্যোৎসবঃ শিবপ্রীত্যৈ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাসুরানন্দনাথচরণারবিন্দমিলিন্দায়মানমানসেন উমানন্দনাথেন নির্ম্মিতে অভিনবে কল্পসূত্রানুসারিণি নিত্যোৎসবনিবন্ধে সাধারণক্রমনিরূপণো নাম অনবস্থোল্লাসঃ সপ্তমঃ সমাপ্তিমগমৎ।"

জগন্নাথ ও উমানন্দ অভিন্ন ব্যক্তি। পিতৃদত্ত নাম জগন্নাথ এবং দীক্ষাকালীন গুরুদত্ত নাম উমানন্দনাথ। ভাস্কররায়ের গুরুদত্ত নাম ভাসুরানন্দনাথ।

* "কাশ্যাশ্চোলান্ সমাগত্য কাবের্য্যাস্তীরবিহারিণা।
নাথেন ভাসুরানন্দনাথেনাস্মীহ যোজিতঃ ॥" (নিত্যোৎসব, ১ পৃঃ)।

† কল্পসূত্রবৃত্তিতে রামেশ্বর স্বীয় জন্মস্থানের উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পিতার নাম সুব্রহ্মণ্য, মাতার নাম গুরুবাম্বা ("সুব্রহ্মণ্যঞ্চ পিতরং গুরুবাম্বাঞ্চ মাতরম্।" কল্পসূত্র ২ পৃঃ)। ভাস্কর রায় তাঁহার পরমেষ্ঠিগুরু। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার জন্মস্থান দাক্ষিণাত্য।

‡ ১৮৪৪ শকাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ভাস্কররায়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কৌলোপনিষৎ

শং নঃ কৌলিকঃ, শং নো বারুণী, শং নঃ শুদ্ধিঃ,
শং নোঽগ্নিঃ, শং নঃ সর্ব্বং সমভবৎ ।১

পরমশিব আমাদের মঙ্গলজনক হউন, বারুণী দেবী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, শুদ্ধি আমাদের মঙ্গলপ্রদ হউন, অগ্নি আমাদের মঙ্গল করুন, সকলই আমাদের মঙ্গলকর হউন। ১

তাৎপর্য্য। কুলমার্গের প্রবর্ত্তক বলিয়া "কৌলিক" শব্দের অর্থ পরমশিব। পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব মদ্য, তদভিমানিনী দেবতার নাম বারুণী। দ্বিতীয় তত্ত্ব মুদ্রা, তদভিমানিনী দেবতার নাম শুদ্ধি। পরিমিত গণনায় প্রয়োজন কি, সকলই আমাদের মঙ্গলকর হউন, ইহাই "সর্ব্বং" শব্দের তাৎপর্য্য। "শং" শব্দের অর্থ—মঙ্গল বা মঙ্গলজনক। ইঁহারা "শং" হউন, অর্থাৎ বিঘ্ননিরাকরণ-পূর্ব্বক স্বাত্মানন্দপ্রাপক হউন, ইহাই এই মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করা হইতেছে। "ভূয়াৎ" এই অর্থে "সমভবৎ" ইহা ছান্দস প্রয়োগ। ১

নমো ব্রহ্মণে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নমোঽদ্ভ্যো, নমো-
ঽগ্নয়ে, নমো বায়বে, নমো গুরুভ্যঃ ।২

পরব্রহ্মকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, জলকে নমস্কর, অগ্নি অর্থাৎ তেজকে নমস্কার, বায়ুকে নমস্কার, গুরুকে নমস্কার। ২

তাৎপর্য্য। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের উক্তির দ্বারা আকাশও পরিগৃহীত হইয়াছে। গুরুশব্দ ও বহুবচনের দ্বারা গুরুপর্য্যায় পরমশিব হইতে স্বগুরু পর্য্যন্ত পরিগৃহীত হইয়াছে।

ত্বমেব প্রত্যক্ষং সৈবাসি, ত্বামেব প্রত্যক্ষং তাং
বদিষ্যামি ।৩

হে কৌলোপনিষৎ ! তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপা ত্রিপুরসুন্দরী, সেই তোমাকে আমি প্রত্যক্ষরূপে বলিব।

তাৎপর্য্য। সকলে "অহং"রূপে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করে অর্থাৎ "আমি" ইত্যাকারে জানিতে পারে, তিনিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। "সা" শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধা ত্রিপুরসুন্দরী। "ত্বং" শব্দ কৌলোপনিষেদের বাচক। ত্রিপুরসুন্দরী বাচ্য ও

কৌলোপনিষৎ বাচক, বাচ্য-বাচকের অভেদবিবক্ষায় ব্রহ্মরূপিণী ত্রিপুরসুন্দরী ও কৌলোপনিষৎ অভিন্ন।

ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু।
তদ্‌বক্তারমবতু। অবতু মাম্‌। অবতু বক্তারম্‌। ৪

ব্রহ্মকে বলিব। তিনি আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য্য। "ঋতং" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, "সত্যং" শব্দের অর্থও ব্রহ্ম। এই স্থলে আদরে ভিন্ন শব্দের দ্বারা পুনরুক্তি। "অবতু" পদেরও আদরে পুনরুক্তি। বেদপুরুষ স্বয়ং এই মন্ত্রের দ্বারা নিজের ও বেদবক্তৃগণের রক্ষাকামনা করিতেছেন। ৪

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ৫

"শান্তি":—বিঘ্নানাং শান্তির্ভবতু—বিঘ্নসকলের শান্তি হউক। আদরে পুনরুক্তি।

তাৎপর্য্য। উপনিষৎপাঠের পূর্ব্বে শান্তি-পাঠ করিতে হয়। উপর্য্যুক্ত মন্ত্রগুলি কৌলোপনিষদের শান্তিমন্ত্র।

——•——

অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। ১

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ধর্ম্মী অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ হইলে ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিবিষয়ে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য বিচার কর্ত্তব্য।

তাৎপর্য্য। "অথ" শব্দের অর্থ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অনন্তর। "অতঃ" শব্দের অর্থ এই হেতু—ব্রহ্মজ্ঞান জাত হইলে। "ধর্ম্ম" অর্থ শক্তি। যেমন—বহ্নির ধর্ম্ম বহ্নিত্ব, দাহিকা ও প্রভারূপ বহ্নিত্বধর্ম্মই বহ্নির শক্তি, এইরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত সমষ্টিরূপা অনন্তশক্তিই ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা শক্তি। ধর্ম্মই ধর্ম্মীর পরিচায়ক; এই জন্য বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হইলে, তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"উপায়া বহবঃ সন্তি জ্ঞাতুং ব্রহ্ম সনাতনম্‌।
তথাপি প্রকৃতের্যোগাৎ ক্ষিপ্রং প্রত্যক্ষতাং ব্রজেৎ॥"

ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞানের বহু উপায় থাকিলেও প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তির সাহায্যে তাঁহাকে শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞান লাভ হয়। আপ্তবাক্য, শাস্ত্রপাঠ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম পরোক্ষজ্ঞান, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

জ্ঞানং বুদ্ধিশ্চ। ২

জ্ঞান এবং বুদ্ধি, এই উভয়ই ধর্ম্ম বা শক্তির স্বরূপ।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভবের নাম জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের জনক পরোক্ষ জ্ঞানের নাম বুদ্ধি।

"যস্যানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।" [যোগবাশিষ্ঠ]

ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বৈবিধ্যব্যবহার দেখা যায়। "চ"কার দ্বারা অনুক্ত চৈতন্যাদি ধর্ম্মও পরিগৃহীত হইয়াছে।

জ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্। ৩

জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বসূত্রে কথিত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভবরূপ জ্ঞানই এই সূত্রে "জ্ঞানং" পদের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে।

মোক্ষঃ সর্ব্বাত্মতাসিদ্ধিঃ। ৪

সকল প্রপঞ্চের সহিত আত্মার অভিন্নতাপ্রাপ্তিই মুক্তি। অথবা তাদৃশ অভেদজ্ঞানজন্য অখণ্ড বৃত্তি অর্থাৎ পূর্ণতাপ্রাপ্তিই মুক্তি।

তাৎপর্য্য। সর্ব্ব এব আত্মা যস্য সঃ সর্ব্বাত্মা, তস্য ভাবঃ সর্ব্বাত্মতা, স্বাত্মাভেদঃ তস্যাঃ সিদ্ধিঃ তদ্বিষয়সবিলাসাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। ব্রহ্মই পরমাত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সহিত পরমাত্মার পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই। ইহাদের পরস্পর ভেদজ্ঞান অজ্ঞানসম্ভূত। সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া, পূর্ণ পরমাত্মস্বরূপপ্রাপ্তিই মুক্তি। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্।"

এই সমস্তই "অহং" অর্থাৎ আমি, "অহং"এর বাহিরে অন্য সনাতন বস্তু কিছু নাই। ইহার নাম পূর্ণাহন্তা। ইত্যাকার জ্ঞানই মোক্ষের জনক।

পঞ্চ বিষয়াঃ প্রপঞ্চঃ। ৫

শব্দাদি পঞ্চ বিষয় প্রপঞ্চ।

তাৎপর্য্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয় বা সূক্ষ্মভূত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাদিগকে গ্রহণ করা হয় বলিয়া ইহাদের নাম বিষয়। উক্ত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ও আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ স্থূল ভূতে কোন ভেদ নাই। শিবাদি ক্ষিত্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বও ইহাদেরই অন্তর্ভূত। অতএব পঞ্চ-ভূতের বাহিরে সৃষ্ট পদার্থ আর কিছু নাই। এই কথাই যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বত্র পঞ্চ ভূতানি ষষ্ঠং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।"

এই জন্য এই সূত্রে প্রপঞ্চ অর্থাৎ সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ শব্দাদিবিষয়পঞ্চকের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "সর্ব্ব" পদের বিবরণ, অর্থাৎ—"সর্ব্ব"-শব্দের অর্থ পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ।*

তেষাং জ্ঞানস্বরূপাঃ। ৬

সেই শব্দাদি বিষয়পঞ্চকের উপভোক্তাও প্রাণবিশিষ্ট জীব।

তাৎপর্য্য। ইহাও সর্ব্বশব্দের বিবরণ। পূর্ব্বসূত্রে প্রপঞ্চ শব্দের দ্বারা জড়বর্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সূত্রে চেতন পদার্থসমূহের নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "তেষাং" পদে শব্দাদি বিষয়পঞ্চক গৃহীত হইয়াছে। [জ্ঞশ্চাসাবনশ্চ জ্ঞানম্। বিষয়ান্ জানাতি প্রাণিতি চেত্যর্থঃ। তাদৃশস্বরূপাঃ জীবাঃ ইতি যাবৎ। ইতি ভাস্কর-রায়ঃ] বিষয়পঞ্চককে যে জানে অর্থাৎ উপভোগ করে, তাহার নাম জ্ঞ, যাহার প্রাণনক্রিয়া আছে, তাহার নাম অন, এই উভয় স্বরূপ যাহার, সেই জীব।†

---

* এই বিষয়ে ভাস্কররায় সেতুবন্ধে (৭।৪৫।৪৬) বলিয়াছেন,—"কিঞ্চৈতেষু ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বেষু ক্ষিত্যাদিশ্রোত্রান্তং, ততঃ প্রকৃত্যন্তং, ততো মায়ান্তং, ততঃ সদাশিবান্তং, ততঃ শিবান্তম্, এবং-ক্রমেণ পৃথিব্যাদিতত্ত্বপঞ্চকতা। তদিদং পঞ্চভূতময়ং বিশ্বমিত্যনেনৈবোক্তম্।" পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শ্রোত্রতত্ত্ব পর্য্যন্ত একবিংশতিতত্ত্ব পৃথিবীতত্ত্বাত্মক। মনস্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্ব-চতুষ্টয় জলতত্ত্বাত্মক। পুরুষতত্ত্ব হইতে মায়াতত্ত্ব পর্য্যন্ত সপ্ত তত্ত্ব তেজস্তত্ত্বাত্মক। ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা ও সদাশিব, এই তত্ত্বত্রয় বায়ুতত্ত্বাত্মক। শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব আকাশতত্ত্বাত্মক। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাত্মক বিশ্বকে এই জন্য পাঞ্চভৌতিক বলা হয়। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ পরে কথিত হইবে।

† চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রের তাৎপর্য্য এই—জাগতিক সমুদয় পদার্থ জড় ও চেতন, এই দুই ভাগে বিভক্ত। জড়চেতনবস্তুসমষ্টি জগৎকে "অহং"রূপে ধারণা করা অর্থাৎ এই জগৎ আমি, আমার বাহিরে জগতের কোন বস্তু নাই, ইত্যাকার ধারণা করার নাম মোক্ষ বা মুক্তি। শাক্ত ও

যোগো মোক্ষঃ। ৭

যোগ এবং মোক্ষ, এতদুভয়ও জ্ঞান।

তাৎপর্য্য। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। মোক্ষের স্বরূপ চতুর্থ সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

অধর্ম্মকারণাজ্ঞানমেব জ্ঞানম্। ৮

অধর্ম্ম অর্থাৎ পরংব্রহ্মবিষয়ে কারণ অর্থাৎ মূলীভূত অজ্ঞানও জ্ঞান।

তাৎপর্য্য। পরংব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই, এই জন্য তিনি অধর্ম্ম। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যাই সৃষ্ট পদার্থের কারণ অর্থাৎ মূল। ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি কারণ হইতে পারেন না, এই জন্য ব্রহ্মবাচকরূপে অধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, অতএব ব্রহ্মই অবিদ্যারূপে জগতের কারণ। ব্রহ্মের কোন ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ ধর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। এই সূত্রে এবকার ভিন্নক্রমার্থক, অন্যব্যবচ্ছেদক নহে। পঞ্চম সূত্রোক্ত শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ষষ্ঠ সূত্রোক্ত জীব, সপ্তম সূত্রোক্ত যোগ ও মোক্ষ, এবং অষ্টম সূত্রোক্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা, ইহারা সকলেই জ্ঞান অর্থাৎ শক্তি হইতে অভিন্ন, যেহেতু ভেদ মিথ্যা, অভেদই পরমার্থতঃ সত্য।

প্রপঞ্চ ঈশ্বরঃ। ৯।

প্রপঞ্চই ঈশ্বর।

তাৎপর্য্য। প্রপঞ্চ বা জগৎ নিয়ম্য, ঈশ্বর নিয়ন্তা। এই নিয়মনক্রিয়ার দ্বারা জগৎ ও ঈশ্বরে ভেদের প্রতীতি হয়, পরমার্থতঃ ভেদ মিথ্যা। জগৎ ব্যাপ্য, ঈশ্বর ব্যাপক, ঈশ্বর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন,—জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্ত্তমান; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে ভেদ-জ্ঞান দূর হইলে "জগৎই ঈশ্বর" এই জ্ঞান লাভ হয়।

অনিত্যং নিত্যম্। ১০

অনিত্য বস্তুসকলও নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি।

তাৎপর্য্য। উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ঘটাদি বস্তুসমূহ অনিত্য বলিয়া ভাসমান হয়। প্রকৃত পক্ষে কোনও বস্তুরই উৎপত্তি বা বিনাশ নাই,

---

শৈবদর্শন উপাসনাসৌকর্য্যার্থে সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপক। বিশ্বব্যাপক সগুণ ব্রহ্মের সহিত একীভাবই মুক্তি।

বস্তুর পরিণামই উৎপত্তি ও বিনাশরূপে প্রতীত হয়। নিত্য শক্তিই ঘটাদি অনিত্য বস্তুরূপে ভাসমান হন।*

অজ্ঞানং জ্ঞানম্। ১১

বস্তুর অবস্থাবিপরিণামে উৎপত্তি-বিনাশপ্রতীতিরূপ অজ্ঞানও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি।

তাৎপর্য্য। অবস্থাবিপরিণামে বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতীত হয়, তাহা অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যারই কার্য্য। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাও শক্তি হইতে ভিন্ন নহে, শক্তিরই বিন্যাসমাত্র।

অধর্ম্ম এব ধর্ম্মঃ। ১২

অধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মই ধর্ম্ম অর্থাৎ শক্তি।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মবাচক অধর্ম্ম শব্দের বিবরণ ৮ম সূত্রের ব্যাখ্যায় এবং শক্তি-বাচক ধর্ম্ম শব্দের বিবরণ ১ম সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ধর্ম্মী বা শক্তিমান্, শক্তি ধর্ম্ম; শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই; অতএব শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। নিগুর্ণ ব্রহ্মে শক্তি অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় নিহিত থাকে, তখন শক্তির বিকাশ হয় না বলিয়া তিনি "অধর্ম্ম"। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; তখন শক্তি ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম ধর্ম্মী। বলা বাহুল্য, সগুণ ব্রহ্মই ধর্ম্মী বা শক্তিমান্।

এষ মোক্ষঃ। ১৩

ইহাই মুক্তি।

তাৎপর্য্য। এই পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, ইহাই মুক্তির পন্থা, অন্য পন্থা নাই। অর্থাৎ—আত্মসত্তা, জগৎসত্তা ও ব্রহ্মসত্তা, এই ত্রিবিধ সত্তার একত্ব ধারণাই মুক্তি,ইহাই পরমজ্ঞান, ইহাই পরংব্রহ্মপ্রাপ্তি। আত্মসত্তার নাম অহন্তা, জগৎসত্তার নাম ইদন্তা। এই প্রকার পরমজ্ঞান লাভ হইলে অহন্তা ও ইদন্তা ব্রহ্মসত্তায় বিলয়প্রাপ্ত হয়।

---

* সগুণব্রহ্মপ্রতিপাদক শাক্তদর্শন পরিণামবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। সগুণ ব্রহ্মের পরিণামই জগৎ। জগৎ প্রলয়কালে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মে লীন থাকে, সৃষ্টিসময়ে স্থূলরূপে তাহার বিকাশ হয়। জগতের অত্যন্তাভাব কখনও হয় না, কেবল অবস্থান্তর মাত্র হয়। ইহা শাক্তদর্শনের সিদ্ধান্ত এবং ইহাই সৎকার্য্যবাদ।

পঞ্চ বন্ধা জ্ঞানস্বরূপাঃ। ১৪

জ্ঞানস্বরূপ পাঁচটি বন্ধন।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তির দ্বার অনর্গল থাকিলে জীব কেন জনন-মরণ-দুঃখসঙ্কুল সংসারচক্রে বারংবার নিষ্পেষিত হইতেছে, সুখের উপায় বর্ত্তমান থাকিতে কে দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে? এই প্রশ্নের উত্তর এই সূত্রে উক্ত হইতেছে। জীব পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ আছে, এই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিয়াই সংসারচক্রে ভ্রমণ করে, মুক্ত হইতে পারে না। (১) অনাত্মায় আত্ম-বুদ্ধি, যেমন দেহ বা মন আত্মা নহে, অথচ ইহাদিগকেই আত্মা বলিয়া মনে করে। (২) আত্মায় অনাত্মবুদ্ধি, পরব্রহ্মই আত্মা, অথচ তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানে না। (৩) জীবগণের পরস্পর ভেদজ্ঞান। জগতের কোন পদার্থই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু জীবগণ আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, মানুষ, গরু, ইত্যাদি ভেদজ্ঞানে আত্মহারা। (৪) ঈশ্বর হইতে আত্মার ভেদ। ঈশ্বর ও আত্মা অভিন্ন, তথাপি ঈশ্বরকে ভিন্ন মনে করিয়া, তাঁহার নিকট কত কিছু প্রার্থনা করিয়া থাকে। (৫) চৈতন্য হইতে আত্মার ভেদ। আমাদের উপাস্য শিব বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বরপদবাচ্য, আর ব্রহ্ম চৈতন্যপদবাচ্য। আত্মা ও চৈতন্য অভিন্ন হইলেও জীব আত্মাকে চৈতন্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। এই পাঁচটিই বন্ধন; ইহারাই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই বন্ধনপঞ্চকও শক্তির বিলাস, এই জন্য ইহারাও জ্ঞানস্বরূপ। "জ্ঞানং বন্ধঃ" [১।২]* এই শিবসূত্রেও এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই বন্ধনপঞ্চক ছিন্ন হইলেই মুক্তি।

পিণ্ডাজ্জননম্। ১৫

ঈদৃশ বন্ধসদ্ভাবহেতু দেহসম্বন্ধরূপ জন্ম হয়।

তাৎপর্য্য। জীব পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞ মনে করে, তাহাতেই দেহ ধারণ করিতে হয়। পিণ্ডাৎ দেহসম্বন্ধাৎ। দেহ ধারণ করিতে হইলেই জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য।

---

* 'অহং মমেদমিত্যি যজ্‌জ্ঞানং ভেদপ্রথাত্মকম্।
শব্দানুবেধতো জাতং মায়ীয়মলমূলকম্।
তদ্বন্ধনং সমাখ্যাতমবিদ্যাবৃতিলক্ষণম্।" [শিবসূত্রবার্ত্তিক]

তত্রৈব মোক্ষঃ। ১৬

কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সেই দেহেই মুক্তিলাভ হয়।

তাৎপর্য্য। সূত্রে কৌলজ্ঞান লাভের উল্লেখ নাই। জ্ঞানলাভেই মুক্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দেহীই জ্ঞানলাভের অধিকারী। ইহা কৌলোপনিষদের উক্তি, অতএব কৌলজ্ঞান লাভ অধ্যাহার করিতে হইবে। দেহধারণের পর সদ্‌গুরুপ্রসাদে কৌলজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে দেহসত্ত্বে জীবন্মুক্তি ও দেহাবসানে নির্ব্বাণমুক্তি হইবে। তাহাকে আর "শতাধিক নাড্যুৎক্রমণ", "দেবযানে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তি" ইত্যাদিপ্রকার বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে না। "তস্য তাবদেব চিরং" [ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২], "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" [বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬] ইত্যাদি শ্রুতিতেও এই প্রকার মুক্তি কথিত হইয়াছে।

এতজ্‌জ্ঞানম্। ১৭

পরসূত্রে যাহা বলা হইবে, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে যে সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, এখন তাহার নিষ্কর্ষ কথিত হইতেছে। পরবর্ত্তী সূত্রে আত্মাকে প্রধান বলা হইয়াছে, ইহাই পূর্ব্বকথিত সিদ্ধান্তের নিষ্কর্ষ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নয়নং প্রধানম্। ১৮

সকল ইন্দ্রিয়ের নয়ন অর্থাৎ আত্মাই প্রধান।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম নয়তি, ব্রহ্মণা সহ একাত্মভাবং স্বং প্রাপয়তি ইতি নয়নম্ আত্মা। যে ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম নয়ন অর্থাৎ জীবাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অংশ, অংশাংশিভাব দূর হইলে জীবাত্মাই ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণকালে "অহমিদং জানামি" অর্থাৎ "আমি ইহা জানি" ইত্যাকার একটি জ্ঞান হয়; ইহাতে "অহং"রূপে যিনি ভাসমান হন, তিনিই জীবাত্মা। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই ছয় ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিয়া, হৃৎপদ্মে অবস্থিত জীবাত্মার নিকটে উপস্থিত করে, তখন জীবাত্মা "অহমিদং জানামি" ইত্যাকার অনুভব করেন। অতএব জীবাত্মাই প্রধান অর্থাৎ রাজা, ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহার অনুচরস্বরূপ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, অতএব এই সূত্রে পরমাত্মারই প্রাধান্য খ্যাপিত হইয়াছে। পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই

জগতের সকল পদার্থ প্রকাশিত হয়, যেহেতু প্রকাশশক্তি এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের নাই; এই কথা "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" [কঠোপনিষৎ, ৫ ১৫] এই শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণও পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই স্ব স্ব কার্য্যে ক্রিয়াশীল হয়, অতএব পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণের নয়ন অর্থাৎ নায়ক। সকল বৃত্তিতেই এই প্রকার বুদ্ধি যাহাতে হয়, তদ্রূপ যত্ন কর্ত্তব্য। এইরূপ বুদ্ধিই জ্ঞানসর্ব্বস্ব। ইহাতেই বন্ধন শিথিল হইয়া মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

ধর্ম্মবিরুদ্ধাঃ কার্য্যাঃ। ১৯

ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যও করিবে।

তাৎপর্য্য। যিনি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ, তিনিই কৌলমার্গে অধিকারী। এখন কৌলমার্গগামী উপাসকদিগকে অনুশাসন করা হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী কৌলমার্গগামী সাধক চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ সংবিদা [সিদ্ধি বা ভাঙ্গ] ও সুরা প্রভৃতি সেবন করিতে পারেন। এই শ্রুতিকে মূল করিয়াই কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥"

অর্থ—আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত আছে; মদ্য সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক; এই জন্য যোগিগণ মদ্য পান করেন।

ধর্ম্মবিহিতা ন কার্য্যাঃ। ২০

ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত জ্যোতিষ্টোম যাগাদি কার্য্য করিবে না।

তাৎপর্য্য। এই শ্রুতি আত্যন্তিক নিষেধক নহে। যদি তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান-ধারার বাধক হয়, তবেই জ্যোতিষ্টোম যাগাদি অকর্ত্তব্য, অন্যথা করিতে পারে; ইহাই তাৎপর্য্য। ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ। সকাম কর্ম্মে কাম্য বস্তু লাভ ও নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি জন্মে। কৌলসাধকের ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর কাম্য বস্তু নাই, কাজেই কাম্য কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। চিত্তশুদ্ধি হইলে নিষ্কাম কর্ম্মও পরিত্যাগ করিবেন। গৌতমধর্ম্মশাস্ত্রে আটচল্লিশটি সংস্কার কথিত হইয়াছে; তন্মধ্যে চল্লিশটি বহিরঙ্গ ও আটটি অন্তরঙ্গ। চিত্তশুদ্ধির পর বহিরঙ্গ সংস্কারগুলির অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও বিস্তৃতভাবে সকল ধর্ম্ম উক্ত হইয়া, শাস্ত্রান্তে ব্রহ্মাভ্যাসের বিধান ও ব্রহ্মাভ্যাস-

পরায়ণ সাধকের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের প্রতি অনাদর কথিত হইয়াছে। এই সকল স্মৃতির এই শ্রুতিই মূল।

সর্ব্বং শাম্ভবীরূপম্। ২১

সমস্তই শক্তিস্বরূপ ভাবনা করিবে।

তাৎপর্য্য। শম্ভোরিয়ং শাম্ভবী শক্তিঃ, তস্যা রূপং সর্ব্বম্॥ জগতে বিহিত পদার্থও শক্তিময়, নিষিদ্ধ পদার্থও শক্তিময়। এতাদৃশ ভাবনাপরায়ণ সাধকের পক্ষে বিহিতাচরণ ও নিষিদ্ধাচরণ তুল্য। ঈদৃশ ভাবনায় অনধিকারী বদ্ধ সাধকের পক্ষেই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ বিহিত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং কর্ম্মলোপো ভবেদ্‌যদি।
তৎ কর্ম্ম তে প্রকুর্ব্বন্তি ত্রিংশৎকোট্যো মহর্ষয়ঃ॥"

অর্থ—আমার কর্ম্ম করিতে গিয়া পুরুষ যদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম লোপ করে, তবে তাহার সেই লুপ্ত কর্ম্ম ত্রিংশৎ কোটি মহর্ষি সম্পন্ন করেন।

আম্নায়া ন বিদ্যন্তে। ২২

এই প্রকার সাধকের পক্ষে বেদের প্রবৃত্তি নাই।

তাৎপর্য্য। এই প্রকার কৌলসাধক নিজেই সমস্ত জানিতে পারেন, বেদ হইতে তাঁহার জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হয় না, অতএব বেদ তাঁহার প্রবর্ত্তক নহে. অর্থাৎ জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিতে হয়, জ্ঞানলাভে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নষ্ট হইলে সাধক নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিজেই বুঝিতে পারিবেন, বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অপেক্ষা করিতে হইবে না। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন,—"অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি শাস্ত্রাণি।" অর্থাৎ—অবিদ্বানের পক্ষেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

গুরুরেকঃ। ২৩

কৌলসাধক এক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

তাৎপর্য্য। যথোক্তলক্ষণলক্ষিত এক গুরুর নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করিবে। অনেক গুরুর উপদেশবৈষম্যে সংশয় উপস্থিত হইবে, সংশয়ে সিদ্ধি-হানি। এই বিষয়ে ভগবান্ পরশুরাম কল্পসূত্রে [১।২০] বলিয়াছেন, —"এক-গুরূপাস্তিরসংশয়ঃ।" অর্থাৎ—এক গুরুর উপাসনাতেই নিঃসংশয় হওয়া যায়।

"লব্ধা কুলগুরুং সম্যঙ্‌ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ।"

কুলার্ণবতন্ত্রের এই নিষেধবাক্যের এই শ্রুতিই মূল। তাদৃশ গুরুর অলাভ হইলে উপদেশের জন্য অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই শক্তিরহস্যে উক্ত হইয়াছে,—"কৌলিকে গুরবোঽনন্তাঃ"।

ভাস্কররায় বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকায় [সেতুবন্ধ, ৬।৪] গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। এই স্থলে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে।

কৌলিক দীক্ষাগুরু জ্ঞানদুর্ব্বল হইলে জ্ঞানার্থী শিষ্য দীক্ষাগুরুর আজ্ঞা লইয়া অন্য জ্ঞানবান্ গুরুর নিকট জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ঈদৃশ জ্ঞানদাতা গুরুর নাম শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর নিকট প্রাপ্ত বিষয় দীক্ষাগুরুর নিকট নিবেদন করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। দীক্ষাগুরু জীবিত না থাকিলে শিক্ষাগুরুর নিকট উপদেশ লইতে কোন বাধা নাই। এই কথাই কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সদা সংশয়কারকম্।
গুর্ব্বন্তরস্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥" [১৩।১৩১, ১৩২]
"মন্ত্রাগমাদ্যমন্যত্র শ্রুতং নাথে নিবেদয়েৎ।
গুর্ব্বাজ্ঞয়া তদ্গৃহ্ণীয়াৎ তদনিষ্টং বিবর্জয়েৎ॥" [১২।৮১]

এক শিক্ষাগুরুর নিকট জ্ঞানলিপ্সা চরিতার্থ না হইলে অনেক শিক্ষাগুরুরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই জন্যই শক্তিরহস্যে উক্ত হইয়াছে—"কৌলিকে গুরুবোঽনন্তাঃ"। দীক্ষাগুরু অভিমানাদিবশতঃ শিষ্যের শিক্ষাগুরুগ্রহণে অনুমতি না দিলে শিষ্য শিক্ষাগুরু গ্রহণ করিবেন না। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর জ্ঞান-তারতম্যনিশ্চয়ে শিষ্য স্বয়ং অসমর্থ হইলেও শিক্ষাগুরু গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ স্থলে—"এই জন্মে আমার জ্ঞানলাভের অদৃষ্ট নাই, ভবিষ্যৎ জন্মে হইতে পারে" ইহা মনে করিয়া দীক্ষাগুরুর উপদেশ অনুসারেই কার্য্য করিবেন।*

* অস্মদ্বংশীয় সাধকপ্রবর রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ব্রহ্মানন্দবংশীয়া তিলোত্তমা দেবী এবং শিক্ষাগুরু বেদান্তবাগীশ। তিনি স্বকৃত নিত্যনৈমিত্তিককাম্যার্চ্চনপদ্ধতিতে শিক্ষাগুরু বেদান্তবাগীশের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তবাগীশের কোন পরিচয় দেন নাই, কাজেই তাঁহার পূর্ণ নাম এবং নিবাসস্থান জানা যায় নাই। তবে বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুরের নিকট কোন গ্রাম বেদান্তবাগীশের নিবাসভূমি।

দৃষ্টলোভাদিপ্রত্যক্ষানুমানোপমার্থাপত্তিপ্রায়যুক্তিমূলোপনিবদ্ধানি সাঙ্খ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত-শাক্য-নির্গ্রন্থপরিগৃহীত-ধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধনানি বিষচিকিৎসা-বশীকরণোচ্চাটনোন্মাদনাদিসমর্থ--কতিপয়মন্ত্রৌষধি--কাদাচিৎক--সিদ্ধিনিদর্শন--বলেন অহিংসা-সত্যবচন দম-দান-দয়াদি-শ্রুতিস্মৃতিসংবাদি-স্তোকার্থগন্ধবাসিত-জীবিকা--প্রায়ার্থান্তরোপদেশীনি, যানি চ বাহ্যতরাণি ম্লেচ্ছাচারমিশ্রক-ভোজনাচরণনিবন্ধনানি, তেষামেবৈতৎশ্রুতিবিরোধহেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে। *

[তন্ত্রবার্ত্তিক, ১১৪ পৃঃ]

ইহার তাৎপর্য্য এই—বেদবহির্ভূত শাস্ত্র অপ্রমাণ। আর্য্যশাস্ত্র সমস্তই বেদমূলক, ইহারা বেদমূলক নহে বলিয়া বেদবহির্ভূত। ইহাতে লোভ প্রভৃতি অন্য বিপুল কারণ প্রতীয়মান হয়। যে সকল বিধিনিষেধক বাক্যের দৃষ্ট ফল সন্নিহিত থাকে, তাদৃশ স্মৃতিবাক্যের দ্বারা মূলভূত শ্রুতির অনুমান হইতে পারে না। যে সকল স্মৃতিবাক্যের মূলে প্রত্যক্ষ শ্রুতি লব্ধ হয় না, তাহার মূলভূত

---

* "যান্যেতানি সাঙ্খ্যাদিপরিগৃহীতানি তৈঃ বিপরীতগৃহীতয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ নিবন্ধনানি, যানি চ বাহ্যতরাণি ম্লেচ্ছাচারস্য বহুসমাহৃতৈকদেশমিশ্রান্নভোজনাচরণস্য নিবন্ধনানি, তেষামেব এতদনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে, ইত্যন্বয়ঃ। ন চ তদপ্রামাণ্যাঙ্গীকরণে পূর্ব্বোক্তমর্য্যাদাতিক্রমাদিদোষাপত্তিঃ শিষ্টত্রৈবর্ণিকপরিগ্রহাদরস্য স্মৃতিপ্রামাণ্যহেতোঃ তেষু অসম্ভবাৎ, ইতি "ত্রয়ীবিদ্ভির্ন পরিগৃহীতানি" ইত্যনেনোক্তম্। ত্রয়ীবিৎপরিগ্রহাভাবেঽপি অহিংসা-সত্যবচনাদিবাক্যেষু বেদমূলত্বদর্শনেন বাক্যান্তরেষ্বপি বেদমূলত্বানুমানসম্ভবাৎ কথম্ অপ্রামাণ্যম্? ইত্যাশঙ্ক্য 'কিঞ্চিৎত্রয়ীমিশ্রস্য ধর্ম্মকঞ্চুকস্য ছায়ায়াং পতিতানি' ইত্যুক্তম্। যথা নর্ত্তকী স্বাঙ্গবৈকৃত্যং কঞ্চুকেন ছাদয়তি তথা লোকবঞ্চনার্থং চৈত্যবন্দনাদিবাক্যানাং মিথ্যাত্বং ছাদয়িতুং ক্বচিৎ বেদমূলার্থাভিধানং, ন সর্ব্বত্র, তথাত্বানুমানায় অলম্ ইত্যাশয়ঃ। কিং তেষাং লোকবঞ্চনপ্রয়োজনম্? ইত্যপেক্ষায়াং লোকোপসংগ্রহাদিপ্রয়োজনপরত্বম্ উক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ ক্বচিৎ বেদমূলত্বদর্শনেন অন্যত্র তথাত্বানুমানং ন সম্ভবতি? ইত্যাশঙ্কানিরাকরণার্থং 'ত্রয়ী' ইত্যুক্তম্। ত্রয্যপ্রামাণ্যাপাদকত্বাৎ তদীরিতেন অতএব অতন্মূলত্বাৎ তদসম্বন্ধেন দৃষ্টশোভাদিপ্রায়েণ তৎপ্রধানেন তন্মূলেন উপনিবদ্ধানি ইত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষাদিমূলত্বস্য প্রাগেব নিরস্তত্বাৎ প্রত্যক্ষাদ্যাভাসেষেব পরাভিমানাৎ প্রত্যক্ষাদিশব্দপ্রয়োগঃ। এবং তর্হি প্রামাণ্যাশঙ্কানুপপত্তেঃ তন্নিরাকরণম্ অযুক্তম্? ইত্যাশঙ্ক্য 'বিষচিকিৎসা' ইতি পূর্ব্বপক্ষবীজমুক্তম্। বিষচিকিৎসাদিসমর্থানাং কতিপয়মন্ত্রৌষধীনাং যা কাদাচিৎকা সিদ্ধিঃ তন্নিদর্শনবলেন জীবিকাপ্রধানস্য অর্থান্তরস্য উপদেশকানি ইত্যর্থঃ। ননু বিষচিকিৎসাদিদৃষ্টান্তেন প্রামাণ্যাধ্যবসানে জীবিকাপ্রাধান্যাচ্চ অনুষ্ঠানাদরে সত্যপি ধর্ম্মত্বাধ্যবসানে কিং কারণম্? ইত্যাশঙ্ক্য অহিংসাদিস্তোকার্থগন্ধবাসিতত্বম্ উক্তম্।" [ন্যায়সুধা]। মুদ্রিত তন্ত্রবার্ত্তিকে "দৃষ্টশোভাদি' পাঠ এবং কল্পসূত্রটীকায় উদ্ধৃত বচনে "দৃষ্টশোভাদি" এইরূপ পাঠ আছে।

[এতাদৃশ উপাসকাভাস সাধক আত্মজ্ঞান লাভ না করিলেও এই উপনিষৎ পাঠের ফলে] নন্দনবনে আনন্দ উপভোগ করেন অর্থাৎ মরণান্তে স্বর্গভোগ করেন। ["যো বা পূজাং ন কুর্ব্বতে" এই স্থলে বচনব্যত্যয় ছান্দস]।

তাৎপর্য্য। অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কিন্তু অশ্বমেধসূক্তপাঠে অধিকার আছে, তাহাতেই অপূর্ব্ব জন্মে, সেইরূপ কৌলমার্গে অনধিকারী সাধকেরও এই উপনিষৎ পাঠে অধিকার আছে এবং তাহাতে অপূর্ব্ব জন্মিবে।

কৌলোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

আত্মানুসন্ধান, এই উভয়েরই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবে; ইহাই স্মরণ করাইবার জন্য পুনরুক্তি।

লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ। ৩৮

ভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগের নিন্দা করিবে না।

তাৎপর্য্য। পরমকারুণিক ঋষিগণ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন পুরুষ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে তত্তন্মতাবলম্বনে উপাসনাদি করিতেছে। তাহাদের অবলম্বিত মতের নিন্দা করিবে না। প্রকৃতপক্ষে কৌলোপাসক অপেক্ষা তত্তদুপাসক হীন হইলেও কৌলসাধক কখনও তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন করিবেন না। তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন করিলে তাহাদের স্বাবলম্বিত আচারে সংশয় ও তজ্জন্য অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে; অথচ কৌলাচারেও অধিকার জন্মিবে না; অতএব তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" [গীতা]

ভগবান্ পরশুরামও কল্পসূত্রে [১।১৪] বলিয়াছেন—"সর্ব্বদর্শনানিন্দনম্।"

ইত্যধ্যাত্মম্। ৩৯

পরানুষ্ঠিত আচারও আত্মজ্ঞানের উপকারক।

তাৎপর্য্য। ভিন্নমতাবলম্বী লোকের নিন্দা না করার উপযোগিতা কোথায়? ইহার উত্তরে এই সূত্রের অবতারণা। কৌলসাধক সকলকেই আত্মভাবে দর্শন করিবেন, পরমতাবলম্বীরাও তাঁহার আত্মস্বরূপ। নিন্দার দ্বারা তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইলে নিজেরই সর্ব্বাত্মভাবে ন্যূনতা উপস্থিত হয়; অতএব তাহারা অধিকার অনুসারে যে আচার অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই আত্মজ্ঞানের উপকারক, অর্থাৎ এই আচারের দ্বারাই ক্রমে কৌলাচারের অধিকারী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে; এইরূপ মনে করিয়া নিন্দায় বিরত হইবেন।

ব্রতং ন চরেৎ। ৪০

কোনও ব্রতের আচরণ করিবে না।

তাৎপর্য্য। ইহার দ্বারা কাম্য কর্ম্মমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানলাভের জন্যই কৌলসাধনা। প্রাপ্ত ফল অপেক্ষা গুরুফল প্রাপ্তির জন্যই লোকে কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা গুরুফল আর কিছু নাই, অতএব অন্য ফল কামনায় কাম্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। কৌলসাধনাকে লঘু

তাৎপর্য্য। আত্মরহস্য গোপন রাখিবার জন্য কিরূপ করা কর্ত্তব্য, তাহাই এই সূত্রত্রয়ে বিবৃত হইয়াছে। শক্তির উপাসনা একমাত্র অন্তঃকরণ-বেদ্য, অতএব মনে সেই ভাব সর্ব্বদা জাগরূক রাখিবে। শিব ও শক্তি অভিন্ন, অতএব বাহিরে শৈবাচার অবলম্বনে শক্তি উপাসনার হানি হইবে না।

"কুচন্দনেন শাক্তানাং ভ্রূমধ্যে বিন্দুরিষ্যতে।"

এই প্রমাণ অনুসারে শাক্তগণের উভয় ভ্রূর মধ্যস্থানে রক্তচন্দনদ্বারা বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ করিতে হয়। ইহা গোপন রাখিবার জন্য উক্ত তিলক ধারণ করিয়া, শৈবচিহ্ন ভস্মের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। ভগবতী স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"মমৈব পৌরুষং রূপং গোপিকানয়নামৃতম্।"

গোপিকানয়নামৃত কৃষ্ণই আমার পুরুষরূপ। অতএব ত্রিপুরসুন্দরী ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়া লোকসমাজে বৈষ্ণবাচার প্রদর্শনে শক্তি উপাসনার ক্ষতি হইবে না। এই জন্য লোকসমাজে হরিনামকীর্ত্তনাদির দ্বারা বৈষ্ণবভাব প্রকাশ করিবে। অতএব বিষ্ণু, শিব ও শক্তি, ইঁহাদের উত্তরোত্তর ফলাধিক্য ও রহস্যাধিক্য রহস্য-নামসাহস্রে [ললিতাসহস্রনামস্তোত্রে] বিবৃত হইয়াছে। *

অয়মেবাচারঃ। ৩৬

ইহাই কৌলসাধকের আচার।

তাৎপর্য্য। তন্ত্রে কৌলিকগণের অনেক প্রকার আচার বিহিত হইলেও "গোপনীয়তা" রূপ আচারই মুখ্য। এই সূত্রে সেই মুখ্য আচারই কথিত হইয়াছে।

আত্মজ্ঞানান্মোক্ষঃ। ৩৭

আত্মজ্ঞানেই মুক্তি।

তাৎপর্য্য। আত্মজ্ঞানেই যে মুক্তি, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আবার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে—কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি আত্মানুসন্ধানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে; সেই হেতু কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত পুরুষ কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া ও

* কুলার্ণবতন্ত্রও বলিতেছেন,—

"অন্তঃ কৌলো বহিঃশৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ।
কৌলং সুগোপয়েদ্ দেবি নারিকেলফলাম্বুবৎ॥

নারিকেলের জল যেমন মালাই ও ছোবড়ার আবরণে গুপ্তভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ শৈবাচার ও বৈষ্ণবাচারের আচ্ছাদনে কৌলাচারকে অন্তরে গোপনে রাখিবে।

তাৎপর্য্য। ২৭ সূত্রে প্রাকট্য নিষিদ্ধ হইয়াছে; গোপনীয়তাভঙ্গভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও নিজের গোপনীয় আচার বলিবে না।

শিষ্যায় বদেৎ। ৩২

স্বীয় আচার শিষ্যকে বলিবে।

তাৎপর্য্য। ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত বিশ্বাসী জিজ্ঞাসু শিষ্যকে কৌলাচার উপদেশ করিবে। এই আচার গোপনীয় বলিয়া শাস্ত্রে প্রকটভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই, শিষ্যপরম্পরা উপদেশক্রমেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলম্।"*

[বামকেশ্বর তন্ত্র ৬।৩]

এইরূপে একমাত্র সম্প্রদায়ক্রমেই ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া এই আচার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সদাচারের প্রাধান্য। সম্প্রদায়রক্ষার জন্য শিষ্যের নিকট কোন বিষয় গোপন করিবে না, সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিবে।†

অন্তঃ শাক্তঃ।৩৩

বহিঃ শৈবঃ।৩৪

লোকে বৈষ্ণবঃ।৩৫

অন্তঃকরণে শাক্তভাব, বাহিরে শৈবভাব এবং লোকসমক্ষে বৈষ্ণবভাব অবলম্বন করিবে।

---

* ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। ইহার টীকায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ত্বৎকর্ণং প্রাপ্য ত্বন্মুখান্নিঃসৃতং ত্বচ্ছিষ্যকর্ণং প্রাপ্নোতু। এবমুত্তরত্র। তেন পুস্তকাদ্যুপায়ান্তরেণ গ্রহণ-নিষেধো ধ্বনিতঃ।" কুলার্ণব তন্ত্রেও [১১।৪৬] উক্ত হইয়াছে—

"পারম্পর্য্যং সমায়াতং মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে।
সর্ব্বং গুরুমুখাল্লব্ধং সফলং স্যান্ন চান্যথা॥"

মন্ত্র এবং আচার প্রভৃতি গুরুপরম্পরাতেই অবস্থিত আছে, অতএব এই সকল গুরুমুখ হইতেই অবগত হইবে, অন্যপ্রকারে নহে।

† অনধিকারী শিষ্যকে কৌলজ্ঞানের উপদেশ দিবার বিধান নাই। এই সম্বন্ধে কুলার্ণব-তন্ত্রে [২।৩৬] উক্ত হইয়াছে—

"অনর্হে কুলবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
তস্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তব্যং কুলজ্ঞানংময়োদিতম্।"

আত্মানুসন্ধান, এই উভয়েরই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবে ; ইহাই স্মরণ করাইবার জন্য পুনরুক্তি।

লোকান্ ন নিন্দ্যাৎ। ৩৮

ভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগের নিন্দা করিবে না।

তাৎপর্য্য। পরমকারুণিক ঋষিগণ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন পুরুষ স্ব স্ব অধিকার অনুসারে তত্তন্মতাবলম্বনে উপাসনাদি করিতেছে। তাহাদের অবলম্বিত মতের নিন্দা করিবে না। প্রকৃতপক্ষে কৌলোপাসক অপেক্ষা তত্তদুপাসক হীন হইলেও কৌলসাধক কখনও তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন করিবেন না। তাহাদের হীনত্ব প্রতিপাদন করিলে তাহাদের স্বাবলম্বিত আচারে সংশয় ও তজ্জন্য অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে ; অথচ কৌলাচারেও অধিকার জন্মিবে না ; অতএব তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" [গীতা]

ভগবান্ পরশুরামও কল্পসূত্রে [১।১৪] বলিয়াছেন—"সর্ব্বদর্শনানিন্দনম্।"

ইত্যধ্যাত্মম্। ৩৯

পরানুষ্ঠিত আচারও আত্মজ্ঞানের উপকারক।

তাৎপর্য্য। ভিন্নমতাবলম্বী লোকের নিন্দা না করার উপযোগিতা কোথায় ? ইহার উত্তরে এই সূত্রের অবতারণা। কৌলসাধক সকলকেই আত্মভাবে দর্শন করিবেন, পরমতাবলম্বীরাও তাঁহার আত্মস্বরূপ। নিন্দার দ্বারা তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের মত নষ্ট হইলে নিজেরই সর্ব্বাত্মভাবে ন্যূনতা উপস্থিত হয় ; অতএব তাহারা অধিকার অনুসারে যে আচার অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই আত্মজ্ঞানের উপকারক, অর্থাৎ এই আচারের দ্বারাই ক্রমে কৌলাচারের অধিকারী হইয়া আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে ; এইরূপ মনে করিয়া নিন্দায় বিরত হইবেন।

ব্রতং ন চরেৎ। ৪০

কোনও ব্রতের আচরণ করিবে না।

তাৎপর্য্য। ইহার দ্বারা কাম্য কর্ম্মমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানলাভের জন্যই কৌলসাধনা। প্রাপ্ত ফল অপেক্ষা গুরুফল প্রাপ্তির জন্যই লোকে কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অপেক্ষা গুরুফল আর কিছু নাই, অতএব অন্য ফল কামনায় কাম্য কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। কৌলসাধনাকে লঘু

গোপনীয়তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা কি ? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন —আরণ্যককাণ্ডোক্ত অন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই এখানে আবার কণ্ঠরবের দ্বারা গোপনীয়তা বিধান করা হইয়াছে। বৈলক্ষণ্য এই—আরণ্যককাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদিক্রিয়ার গোপনীয়তাভঙ্গে যজ্ঞাদির বিগুণতামাত্র হইবে, নরক হইবে না ; এই উপাসনার গোপনীয়তাভঙ্গে নরক হইবে। ভগবান্ পরশুরামও কল্পসূত্রে [১।২২] বলিয়াছেন,—"প্রাকট্যান্নিরয়ঃ" প্রকাশ করিলে নরক হইবে। ভাষ্যকারের উক্তি,—

"যদ্যপ্যস্যা দীক্ষায়া বেদেষ্বারণ্যককাণ্ডে বিহিতত্বাদেব রহস্যতা সিদ্ধা ক্রত্বঙ্গপ্রবর্গ্যাদিবৎ, তথাপি পুনঃ কণ্ঠরবেন তদ্বিধানং রহস্যান্তরেভ্যো বৈলক্ষণ্যার্থম্। ধর্ম্মান্তরেষু রহস্যভঙ্গে ক্রতুবৈগুণ্যমাত্রম্, ইহ তু তথাত্বে নরক এবেতি। তথা চ ভগবান্ পরশুরামঃ—প্রাকট্যান্নিরয়ঃ ইতি।"

ন কুর্য্যাৎ পশুসম্ভাষণম্। ২৮

পশুর সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

তাৎপর্য্য। শ্রীবিদ্যোপাসনাই বিদ্যাপদবাচ্য ; এই উদ্দেশ্যেই উক্ত হইয়াছে—

"ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।"*

শিল্পাদিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ বিদ্বান্ নহে। বিদ্যাহীন বলিয়া পূর্ব্বোক্ত [২৭ সূত্রের ব্যাখ্যা] বহির্ম্মুখগণ পশুপদবাচ্য। ইহাদিগের সহিত সম্যক্ ভাষণ অর্থাৎ নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে, এইরূপ আলাপ করিবে না। "ভাষণ" শব্দের পূর্ব্বে সম্যগর্থপ্রকাশক "সম্" উপসর্গ আছে বলিয়া সাধারণ বিষয়ের আলাপ নিষিদ্ধ হয়

---

* "ন শিল্পাদিজ্ঞানযুক্তে বিদ্বচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে।
মোক্ষৈকহেতুবিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥" [ত্রিশতী ১১৯]

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদ্বিদ্যাপদেন প্রকৃতবিদ্যৈব মুখ্যতয়োচ্যতে। এতৎপ্রতিপাদকত্বাদ্‌-বেদাদিবিদ্যা গৌণা উচ্যন্তে।" [সেতুবন্ধ ৬।৪] ভাস্করের এই উক্তিতে এই বচনটি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বলিয়া জানা যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীবিদ্যাপ্রকরণ। উত্তরখণ্ড বর্ত্তমান সময় অতি দুর্ল্লভ, তাহার কিয়দংশ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। উত্তরখণ্ডে 'ত্রিশতী" নামক একটি শ্রীবিদ্যাস্তব আছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই ত্রিশতীতে উক্ত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়।

নাই। আচার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় "সম্ভাষণ" নিষিদ্ধ হইয়াছে।*

অন্যায়ো ন্যায়ঃ।

অল্পবল ন্যায়কেও ন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

তাৎপর্য্য। "অন্যায়" পদে অল্পার্থে নঞ্‌। যদি কোন তার্কিক পূর্ব্ব-মীমাংসা বা উত্তরমীমাংসার ন্যায়দ্বারা কৌলমার্গের দোষ উদ্‌ঘাটন করে, তথাপি কৌলসাধক কিছুমাত্র ক্রোধ করিবেন না, এই অভিপ্রায়ে এই সূত্রের উপন্যাস।

তার্কিক যদি ন্যায়ের † অবতারণা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করে,—কৌলমার্গ দুষ্ট, ইহা শিষ্টের গ্রাহ্য নহে। কৌলসাধক যদি ইহাতে উত্তর প্রদান করিয়া কৌলসিদ্ধান্তের ন্যায্যতা স্থাপন করিতে না পারেন, তবে আপাততঃ দৃষ্টিতে তার্কিকের উক্তি অনুসারে কৌলসিদ্ধান্তের অনুকূল ন্যায়কে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইবে। এই অবস্থাতে কৌলসাধক কৌলসিদ্ধান্তের অনুকূলে দুর্ব্বল ন্যায়কেই ন্যায় বলিয়া মনে করিবেন, অর্থাৎ কৌলমার্গের প্রতি বিশ্বাস হারাইবেন না, তার্কিকের প্রতিও ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। তার্কিক শাস্ত্রীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াই ন্যায়ের অবতারণপূর্ব্বক "কৌলমার্গ দুষ্ট" এইরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবেন। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি দুর্ব্বল এবং স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায় দুর্ব্বল, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কৌলমার্গে তাহার বিপরীত, অর্থাৎ—শ্রুতি-স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায়‡ প্রবল। তার্কিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন; কাজেই তার্কিকের সহিত তর্কে কৌলসাধকের পরাজয়ের সম্ভাবনা। বস্তুতঃ কৌলমার্গ চিন্তার অতীত বলিয়া এই বিষয়ে তর্কের উপন্যাস হইতে পারে না।

---

* এই বিষয়ে কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—

"কুলধর্ম্মপ্রসঙ্গঞ্চ পশূনাং পুরতঃ প্রিয়ে।
কদাচিন্নৈব কুর্ব্বীত শূদ্রাগ্রে বেদপাঠবৎ॥" ১১।৮০
"যথা রক্ষতি চৌরেভ্যো ধনধান্যাদিকং প্রিয়ে।
কুলধর্ম্মং তথা দেবি পশুভ্যঃ পরিরক্ষয়েৎ॥" ১১।৮২

† তর্কে ন্যায়ের অবতারণা করিতে হয়। যে সিদ্ধান্তের নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার নাম সাধ্য। যে বাক্য অনুসারে সাধ্যের সিদ্ধি পরিসমাপ্ত হয়, তাহার নাম ন্যায়। ন্যায়ের পাঁচটি অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। ইহাদের বিবরণ জানিতে হইলে স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ফেলোশিপের লেকচার, প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ লেকচার দ্রষ্টব্য।

‡ গুরুপরম্পরাগত উপদেশের নাম সম্প্রদায়। ভাস্কর রায় বলিয়াছেন,—"সম্যক্ শিষ্যেভ্যঃ প্রদীয়তে ইতি সম্প্রদায়ঃ" [সৌভাগ্যভাস্কর, ২৪৮ পৃঃ]।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত স্থির রাখিয়া "এই সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়" তদ্বিষয়ে সম্প্রদায়ের অবিরোধে তর্ক করিতে পারেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণও বহু স্থলে পূর্ব্ব-বিষয়ের উত্তরোত্তর সঙ্কোচ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকারে তার্কিকের আপত্তি করা সঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষে ন্যায় দুর্ব্বল নহে, বাদীর দুর্ব্বলতা। স্বকীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেহ তর্ক করিলে বাদী যদি তাহার উত্তর করিতে না পারেন, তবে ইহাতে বাদীর বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রতিপাদিত হয়, সিদ্ধান্তের অনুকূল ন্যায়ের দুর্ব্বলতা প্রতিপাদিত হয় না; অন্য কোনও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাদীর নিকট তার্কিক পরাজিত হইতে পারেন।

তার্কিক কৌলসিদ্ধান্তের দুর্ব্বলতা প্রতিপাদন করিলে কৌলসাধকের মন কিরূপে আশ্বস্ত হইবে? অর্থাৎ কৌলসিদ্ধান্তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস কিরূপে অব্যাহত রাখিতে পারিবেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—পরমকারুণিক ঋষিগণ শাস্ত্রে অধিকারভেদে পরস্পরবিরুদ্ধ নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। কোন সিদ্ধান্তই অন্যায্য নহে। যে সিদ্ধান্ত এক অধিকারীর অনুকূল হইবে, তাহা অন্য অধিকারীর প্রতিকূল হইতে পারে। অতএব অন্য অধিকারীর নিকট কৌলসিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও কৌলসাধকের পক্ষে তাহাই প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত।

প্রকৃতপক্ষে কৌলসাধকের তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আচারের গোপনীয়তা রক্ষাই কৌলসাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। তর্ক করিলে বিশ্বাসের হানি হইতে পারে, আচারের অনেক কথাও প্রকাশ করিতে হয়, অতএব তর্ক করা অকর্ত্তব্য।

ন গণয়েৎ কমপি। ৩০

কৌলসাধক কাহাকেও গণনা করিবে না।

তাৎপর্য্য। কৌলাচারের বিরুদ্ধে স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি কিছু বলেন, তবে তাহাও গ্রাহ্য করিবে না। স্বীয় আচারের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিবে। আপাত-মনোরম যুক্তির দ্বারা কেহ ইহার খণ্ডন করিলেও তাহা শুনিবে না। এই আচারে বিশ্বাসেরই প্রাধান্য।

আত্মরহস্যং ন বদেৎ। ৩১

আত্মরহস্য কাহাকেও বলিবে না।

তাৎপর্য্য। ২৭ সূত্রে প্রাকট্য নিষিদ্ধ হইয়াছে; গোপনীয়তাভঙ্গভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও নিজের গোপনীয় আচার বলিবে না।

শিষ্যায় বদেৎ। ৩২

স্বীয় আচার শিষ্যকে বলিবে।

তাৎপর্য্য। ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত বিশ্বাসী জিজ্ঞাসু শিষ্যকে কৌলাচার উপদেশ করিবে। এই আচার গোপনীয় বলিয়া শাস্ত্রে প্রকটভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই, শিষ্যপরম্পরা উপদেশক্রমেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই জন্যই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলম্।"*

[বামকেশ্বর তন্ত্র ৬।৩]

এইরূপে একমাত্র সম্প্রদায়ক্রমেই ইহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় বলিয়া এই আচার সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সদাচারের প্রাধান্য। সম্প্রদায়রক্ষার জন্য শিষ্যের নিকট কোন বিষয় গোপন করিবে না, সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিবে।†

অন্তঃ শাক্তঃ।৩৩

বহিঃ শৈবঃ।৩৪

লোকে বৈষ্ণবঃ।৩৫

অন্তঃকরণে শাক্তভাব, বাহিরে শৈবভাব এবং লোকসমক্ষে বৈষ্ণবভাব অবলম্বন করিবে।

---

* ইহা মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন। ইহার টীকায় ভাস্কররায় বলিয়াছেন,—"ত্বৎকর্ণং প্রাপ্য ত্বন্মুখান্নিঃসৃতং ত্বচ্ছিষ্যকর্ণং প্রাপ্নোতু। এবমুত্তরত্র। তেন পুস্তকাদ্যুপায়ান্তরেণ গ্রহণ-নিষেধো ধ্বনিতঃ।" কুলার্ণব তন্ত্রেও [১১।৪৬] উক্ত হইয়াছে—

"পারম্পর্য্যং সমাস্থায় মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে।
সর্ব্বং গুরুমুখাল্লব্ধং সকলং স্যান্ন চান্যথা॥"

মন্ত্র এবং আচার প্রভৃতি গুরুপরম্পরাতেই অবস্থিত আছে, অতএব এই সকল গুরুমুখ হইতেই অবগত হইবে, অন্যপ্রকারে নহে।

† অনধিকারী শিষ্যকে কৌলজ্ঞানের উপদেশ দিবার বিধান নাই। এই সম্বন্ধে কুলার্ণব-তন্ত্রে [২।৩৬] উক্ত হইয়াছে—

"অনর্হে কুলবিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতি কদাচন।
তস্মাৎ পরীক্ষ্য বক্তব্যং কুলজ্ঞানং ময়োদিতম্।"

লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই অরিষড়্‌বর্গও পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাগের বিধান করিবার উদ্দেশ্য এই যে – মন্ত্র-সাধনাবস্থায় চেষ্টা করিয়া এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে; মন্ত্রসিদ্ধি হইলে আর চেষ্টা করিতে হইবে না, তখন স্বতঃই মত্ততা ও কামক্রোধাদির প্রসার নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাদের আর উদয় হইবে না। এই জন্য মন্ত্রসাধকের পক্ষে সুরাপান সম্বন্ধে "যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ" যাহাতে দৃষ্টিবিভ্রম ও চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি না হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা। অর্থাৎ—সুরাপানের ব্যবস্থা ও তজ্জন্য মত্ততার নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া যে পরিমাণ পান করিলে কেবল চিত্তস্থৈর্য্য ও আনন্দলাভ হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে; যাহাতে মত্ততা জন্মে, সেই পরিমাণ পান করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে অতিরিক্ত পানে মত্ততা এবং চিত্তমোহের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রসিদ্ধির পরে উল্লাসপরম্পরায় সমাধি অবস্থা লাভের জন্য অধিক পানের ব্যবস্থা। এই জন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,—"আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" [৭।৯৯]।

প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ। ২৭

কৌলসাধক নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশ করিবেন না।*

তাৎপর্য্য। যাহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে নাই, কোন উপাসনাও করে না; অন্য ধর্ম্মে যাহাদের অত্যন্ত আদর; যাহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াও করিতে হয় বলিয়া উপাসনা করে অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত করে না; ইহারা সকলেই বহির্ম্মুখ। ইহাদিগকে নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি জানিতে দিবে না, সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। এই বিষয়ে অন্য দেবতার উপাসনাতেও তুল্য ব্যবস্থা, অর্থাৎ সকল উপাসকই স্ব স্ব আচার ও উপাসনাপদ্ধতি গোপন রাখিবে।† বেদে আরণ্যককাণ্ডে ত্রিপুরসুন্দরীর [শ্রীবিদ্যার] দীক্ষা বিহিত হইয়াছে। আরণ্যককাণ্ডোক্ত ক্রিয়া গোপন রাখাই ব্যবস্থা; অতএব এই দেবতার আচার ও উপাসনার গোপনীয়তা তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গেল, আবার এখানে

---

* কুলার্ণবতন্ত্রও [১১।৮৫] বলিতেছেন—

"বেদশাস্ত্রপুরাণানি স্পষ্টানি গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

† সুন্দরীতাপিনী প্রভৃতি উপনিষদে ত্রিপুরসুন্দরীর দীক্ষা বিহিত হইয়াছে। এই সকল উপনিষৎ বেদের আরণ্যক কাণ্ডের অন্তর্গত।

লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই অরিষড়্বর্গও পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাগের বিধান করিবার উদ্দেশ্য এই যে – মন্ত্র-সাধনাবস্থায় চেষ্টা করিয়া এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে; মন্ত্রসিদ্ধি হইলে আর চেষ্টা করিতে হইবে না, তখন স্বতঃই মত্ততা ও কামক্রোধাদির প্রসার নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহাদের আর উদয় হইবে না। এই জন্য মন্ত্রসাধকের পক্ষে সুরাপান সম্বন্ধে 'যাবন্ন চলতে দৃষ্টিঃ" যাহাতে দৃষ্টিবিভ্রম ও চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি না হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে, ইত্যাদি ব্যবস্থা। অর্থাৎ—সুরাপানের ব্যবস্থা ও তজ্জন্য মত্ততার নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া যে পরিমাণ পান করিলে কেবল চিত্তস্থৈর্য্য ও আনন্দলাভ হয়, সেই পরিমাণ পান করিবে; যাহাতে মত্ততা জন্মে, সেই পরিমাণ পান করিবে না। মন্ত্রসিদ্ধির পূর্ব্বে অতিরিক্ত পানে মত্ততা এবং চিত্তমোহের সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রসিদ্ধির পরে উল্লাসপরম্পরায় সমাধি অবস্থা লাভের জন্য অধিক পানের ব্যবস্থা। এই জন্য কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন,— "আগলান্তং পিবেদ্দ্রব্যম্" [৭।৯৯]।

প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ। ২৭

কৌলসাধক নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রকাশ করিবেন না।*

তাৎপর্য্য। যাহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে নাই, কোন উপাসনাও করে না; অন্য ধর্ম্মে যাহাদের অত্যন্ত আদর; যাহারা মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াও করিতে হয় বলিয়া উপাসনা করে অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত করে না; ইহারা সকলেই বহির্ম্মুখ। ইহাদিগকে নিজের আচার ও উপাসনাপদ্ধতি জানিতে দিবে না, সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। এই বিষয়ে অন্য দেবতার উপাসনাতেও তুল্য ব্যবস্থা, অর্থাৎ সকল উপাসকই স্ব স্ব আচার ও উপাসনাপদ্ধতি গোপন রাখিবে। বেদে আরণ্যককাণ্ডে ত্রিপুরসুন্দরীর [শ্রীবিদ্যার] দীক্ষা বিহিত হইয়াছে†। আরণ্যককাণ্ডোক্ত ক্রিয়া গোপন রাখাই ব্যবস্থা; অতএব এই দেবতার আচার ও উপাসনার গোপনীয়তা তাহাতেই প্রাপ্ত হওয়া গেল, আবার এখানে

---

* কুলার্ণবতন্ত্রও [১১।৮৫] বলিতেছেন—

"বেদশাস্ত্রপুরাণানি স্পষ্টানি গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

† সুন্দরীতাপিনী প্রভৃতি উপনিষদে ত্রিপুরসুন্দরীর দীক্ষা বিহিত হইয়াছে। এই সকল উপনিষৎ বেদের আরণ্যক কাণ্ডের অন্তর্গত।

করিয়া বেদের বিপরীত, অতএব বেদের সহিত সম্বন্ধশূন্যরূপে প্রধানতঃ দৃষ্টফল লোভাদি এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি, এই সকল প্রমাণকে মূল করিয়া যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে বিষচিকিৎসা, বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্মাদন প্রভৃতি ক্রিয়ায় সমর্থ কতিপয় মন্ত্র ও ঔষধির বিবরণ আছে, ইহাদের দ্বারা কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ হয়, ইহার বলে অহিংসা, সত্যবাক্য, দম, দান, দয়া প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ের সহিত মিশ্রিতরূপে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী বিষয়ান্তরের উপদেশ করা হইয়াছে। আবার ইহাপেক্ষাও বাহ্যতর কতকগুলি গ্রন্থে বহু লোকের একসঙ্গে একপাত্রে আহার প্রভৃতি ম্লেচ্ছাচার উপদিষ্ট হইয়াছে। এই শ্রুতির সহিত বিরোধ এবং হেতু দর্শনের দ্বারা এই সকল গ্রন্থ উপেক্ষার যোগ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণীয় সূতসংহিতার অন্তর্গত ব্রহ্মগীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"বেদমার্গমিমং মুক্ত্বা মার্গমন্যং সমাশ্রিতঃ।
হস্তস্থং পায়সং ত্যক্ত্বা লিহেৎ কূর্পরমাত্মনঃ॥
বিনা বেদেন জন্তূনাং মুক্তির্মার্গান্তরেণ চেৎ।
তমস্যপি বিনালোকং তে পশ্যন্তি ঘটাদিকম্॥
তস্মাদ্‌বেদোদিতো হ্যর্থঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্।
অন্যেন বেদিতো হ্যর্থঃ ন সত্যং পরমার্থতঃ॥

[ব্রহ্মগীতা, ২।১৪–১৬]

অর্থ—যে বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য মার্গ আশ্রয় করে, সে নিজের হস্তস্থিত পায়স পরিত্যাগ করিয়া, কূর্পর অর্থাৎ কনুইকে লেহন করে। বেদমার্গ ভিন্ন মার্গান্তরে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে অন্ধকারেও আলোক ভিন্ন ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতে পারে। অতএব বেদবিহিত অর্থই সত্য, অন্যবিহিত অর্থ পরমার্থতঃ সত্য নয়।

সূতসংহিতায় যজ্ঞবৈভবখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"বহুনাত্র কিমুক্তেন শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং বিনা।
যৎকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ পাতকী স্যান্ন সংশয়ঃ॥" [৪১।৪০]

অর্থ—বহু কথা বলিয়া ফল কি, বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, মার্গান্তরবিহিত যে কোন কর্ম্ম করিলে পাপী হইতে হয়। এই সকল বচনে বেদমার্গ ব্যতীত অন্য মার্গের নিন্দা শ্রুত হওয়া যায়।

শ্রুতি ছিল, এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে হয়; ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত; কিন্তু সেই স্মৃতিবাক্যের তাৎপর্য্য যদি দৃষ্টফলে পর্য্যবসিত হয়, তবে আর তাহার দ্বারা মূলান্তরের অনুমান হয় না *। বেদবহির্ভূত পাষণ্ডমত, নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভেই প্রচারিত হয়। শাক্য প্রভৃতি পাষণ্ডগণ সর্ব্বত্র ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কখনও প্রভূত হেতূপন্যাস ব্যতীত কোন উপদেশ করে না। অথচ তাহারা গৌতমাদি মুনির মত স্ব স্ব মতের বেদমূলকতা স্বীকার করে না। তাহারা যে সকল হেতুর নির্দ্দেশ করে, সেগুলি ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ তাহাদের উপদিষ্ট অনুষ্ঠেয় কার্য্যের কর্ত্তব্যতাবোধক যে সকল হেতু প্রদর্শন করে, তাহার সহিত স্বর্গাপবর্গসাধক ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। [মনুসংহিতায়] বাক্যমাত্রের দ্বারাও যাহাদের অর্চ্চনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহারাই সেই পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ ও হৈতুক। †

সাঙ্খ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র [বৈষ্ণবতন্ত্রবিশেষ], পাশুপত [শৈবশাস্ত্রবিশেষ], শাক্য [বৌদ্ধ], নির্গ্রন্থ [জৈন], এই সকল কর্ত্তৃক পরিগৃহীত ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহ বেদবিদ্‌গণের গ্রাহ্য নহে। লোকোপসংগ্রহ, লাভ, পূজা, খ্যাতি, এই সকল প্রয়োজনে ইহাদের গ্রন্থ কিঞ্চিৎ বেদমিশ্র ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত

---

* স্মৃতিবাক্যগুলি দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। "ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দৃষ্টার্থ। রাত্রিতে দধি ভোজন করিলে পীড়া হয়, এই দৃষ্ট ফল ভিন্ন ইহার অদৃষ্ট ফল কিছু নাই, এইজন্য ইহা দৃষ্টার্থ। "অশ্বযুক্‌কৃষ্ণপক্ষেতু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্দিনে দিনে" আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে; ইহা অদৃষ্টার্থ, যেহেতু ইহার দৃষ্ট ফল কিছু উপলব্ধ হয় না। "পালাশং ধারয়েদ্দণ্ডম্" ইহা দৃষ্টাদৃষ্টার্থ; দণ্ডধারণের হিংস্র জন্তু প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষারূপ দৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয়, কিন্তু পলাশের দণ্ডই ধারণ করিতে হইবে, ইহার কোন দৃষ্ট ফল উপলব্ধ হয় না, এইজন্য ইহা দৃষ্টাদৃষ্টার্থ।

† "পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।"

[মনুসংহিতা, ৪।৩০]

পাষণ্ডী—সদাচারভ্রষ্ট, নাস্তিক। বিকর্ম্মস্থ—যাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে না, "কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ" [ভাগবত, ১১।৩।৪৩]। "কর্ম্ম বিহিতম্। অকর্ম্ম তদ্বিপরীতং নিষিদ্ধম্। বিকর্ম্ম বিগতং কর্ম্ম বিহিতাকরণম্ [শ্রীধরস্বামী]। হৈতুক—যাহারা যুক্তি দেখাইয়া সৎকর্ম্মে সন্দেহ জন্মায়, "সন্দেহকৃৎ হেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু স হৈতুকঃ"।

সর্ব্বসমো ভবেৎ। ৪৪

সর্ব্বসম হইবে।

তাৎপর্য্য। কৌলশাস্ত্রের সমস্ত আচারের নিষ্কর্ষ করিয়া বিধান করিতেছেন—সর্ব্বসম হইবে, অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে এবং স্থাবরমাত্রকেও আত্মতুল্য মনে করিবে। কৌলশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য—আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান; স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন, অতএব কৌলসাধকের পক্ষে সমস্তই আত্মতুল্য।

স মুক্তো ভবতি। ৪৫

সে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য্য। যে কৌলসাধক তাদৃশ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মতারূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি সদ্যই মুক্তিলাভ করেন। কিঞ্চিৎ ন্যূন আত্মজ্ঞানী ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ করেন।

পঠেদেতানি সূত্রাণি প্রাতরুত্থায় দেশিকঃ।
আজ্ঞাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ইত্যাজ্ঞা পারমেশ্বরী॥

যশ্চাচারবিহীনোঽপি যো বা পূজাং ন কুর্ব্বতে।
যদি জ্যেষ্ঠং ন মন্যেত নন্দতে নন্দনে বনে॥

শং নঃ কৌলিকঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
কৌলোপনিষৎ সমাপ্তা।

যিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া [অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক] এই সূত্র পাঠ করেন, তিনিই দেশিক [উপদেশক অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশদাতা]। তাঁহার আজ্ঞাসিদ্ধি [অপ্রতিহতাজ্ঞতা অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবেন, তাহাই হইবে] জন্মে। ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা [অতএব ইহাতে অবিশ্বাস করিবে না]।

যিনি পূর্ব্বোক্ত আচারের অনুষ্ঠান করেন না, [সংশয়াপন্ন হইয়া তদুক্তপ্রকার] পূজাও করেন না, কৌলমার্গকে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম বলিয়াও মনে করেন না,

---

কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবেন না। "কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্য্যাৎ" এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে—সন্ন্যায়ের উপন্যাসে নিপুণ কৌলসাধক বাদিপরাজয়পূর্ব্বক স্বমত স্থাপনে সমর্থ হইলেও গোপনীয়তাভঙ্গভয়ে তাহা করিবেন না।

মনে না করিলে অন্য কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না; এই লঘুত্বজ্ঞান সিদ্ধির হানিকারক। কৌলসাধকের আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কাম্য বস্তু নাই, এইজন্যও তিনি কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে বিধিলঙ্ঘনজন্য প্রত্যবায় হইবে, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞানের সাধক; অতএব নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং তাহার অঙ্গীভূত ব্রতও করিতে হইবে। সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মেরও প্রয়োজন হয় না, ২১শ সূত্রের ব্যাখ্যায় ইহাই উক্ত হইয়াছে।

ন তিষ্ঠেন্নিয়মেন। ৪১

কোনও নিয়ম প্রতিপালন করিবে না।

তাৎপর্য্য। ইহা পূর্ব্বসূত্রেরই বিবরণ। নির্ব্বন্ধরূপ নিয়ম আত্মানুসন্ধানের বিরোধী, এই জন্য তাহা পরিত্যাজ্য।

নিয়মান্ন মোক্ষঃ। ৪২

যেহেতু নিয়মে মুক্তি হয় না।

তাৎপর্য্য। "নিয়মাৎ" হেতু-অর্থে পঞ্চমীনির্দ্দেশ। নিয়মে আত্মানুসন্ধানের অভাব আছে, সেই হেতু মুক্তিতে বিলম্ব; ইহাই হেত্বর্থ। নিয়মে মুক্তি হয় না বলিয়াই নিয়ম প্রতিপালন করিবে না, এইরূপে পূর্ব্বসূত্রের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

কৌলপ্রতিষ্ঠাং ন কুর্য্যাৎ। ৪৩

গোপনীয়তারক্ষার জন্য কৌলমার্গস্থাপনের চেষ্টা করিবে না।

তাৎপর্য্য। যদি কোন ন্যায়োপন্যাসনিপুণ কৌলসাধক সন্ন্যায়ের দ্বারা কৌলমার্গস্থাপনে সমর্থ হন, তথাপি তাহা করিবেন না; যেহেতু তর্ক করিতে গেলেই ইহার গোপনীয়তা নষ্ট হইবে। এই জন্যই কৌলশাস্ত্রের নিবন্ধকারগণ নিতান্ত গোপনীয় সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলির গোপনীয়তারক্ষার জন্য তত্তৎস্থলে "গুরুমুখাদেব জ্ঞেয়ম্" গুরুর মুখ হইতে জানিয়া লইবে, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। *

* "অন্যায়ো ন্যায়ঃ" [২৯] এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—সন্ন্যায়ের উপন্যাসে অসমর্থ কৌলসাধক তর্কে পরাজিত হইলেও স্বীয় আচারের প্রতি বিশ্বাস হারাইবেন না এবং

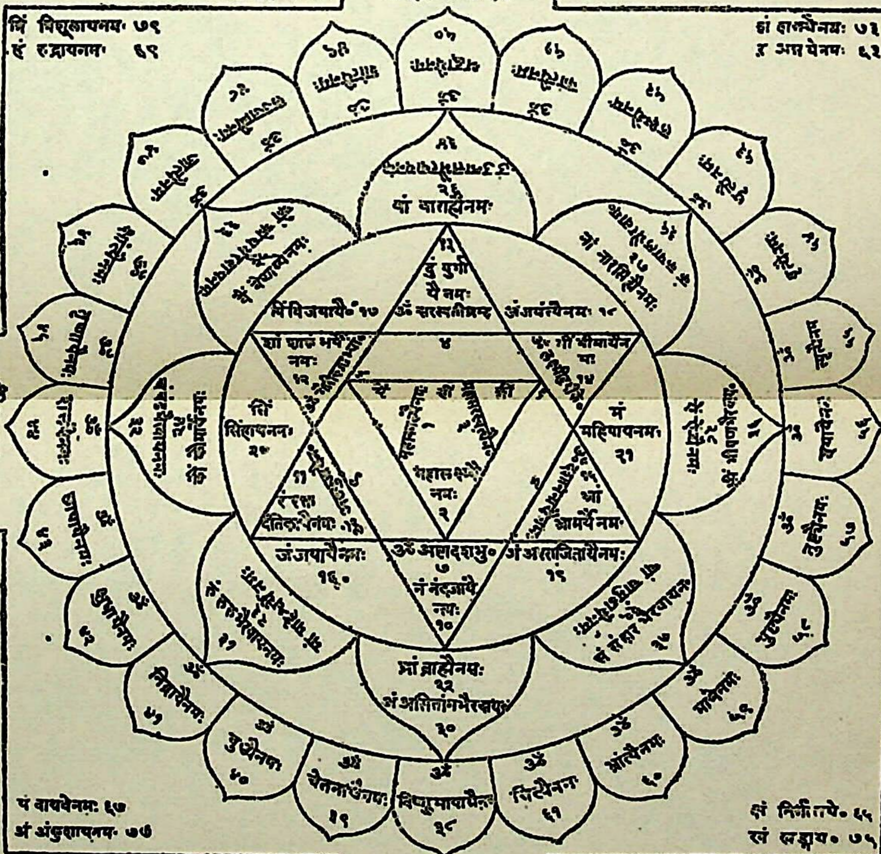
सप्तशतीमहायंत्रम्

पूर्वा (देवी पश्चिमा)

वं वटुकाय० ८४

प पद्माय० ८० | यं दक्षायनमः ७२

अं ब्रह्मणे० ७० | लं इन्द्रायनमः ५२



वं वरुणायनमः ६६

पं पाशायनमः ७६

ह्रीं डीपाय० ७१

चं चक्राय० ८१

ॐ गं गणपतयेनमः ८२

पश्चिमा (देवीप्राक्)

उत्तरा (देवी दक्षिणा)